Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 5, No.3 - 12, 1368 B.S (1961) – Year 6, No. 2, 1368 B.S. (1961).
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: Good.
	Remarks: Single volumes with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

রূপায়ণ

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

সম্পাদক : সুভো ঠাকুর
এই সংখ্যার লেখা ও লেখক

প্রতীচ্যের আধুনিক ভাস্কর্যের ভূমিকা
একত্রিশটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র-সম্বলিত
প্রভাস সেন

রোদ্যাঁর শিল্প-চিন্তা
সাতটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র-সম্বলিত
শুভেন্দু ঘোষ

যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্য ও তার ক্রমবিকাশ
বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র-সম্বলিত
বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ

মেদার্দো রোস্সো
দুটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র-সম্বলিত
তন্ময় বাগচী

খবরাখবর : অজস্র চিত্র-সম্বলিত

নিউইয়র্কের ম্যুজিয়ম অব মডার্ন আর্ট-এ রক্ষিত বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর মাইয়ল কর্তৃক নির্মিত ভাস্কর্যটির নাম : 'এলাযিতা তরিনী'।

Once upon a time in ancient Hindusthan...

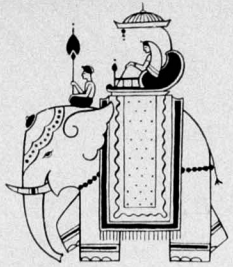

Thus begin the tales, heard at mother's knee,
conjuring up visions of kings and queens,
dressed in fine silk robes of exquisite designs,
riding out to breath-taking adventures on elephants
decorated with gay silk trappings. These
animal and human figures form part of the rich
storehouse of traditional Indian textile designs,
now being adapted by Priya Gopal Bishoyi
to suit the needs of modern taste.

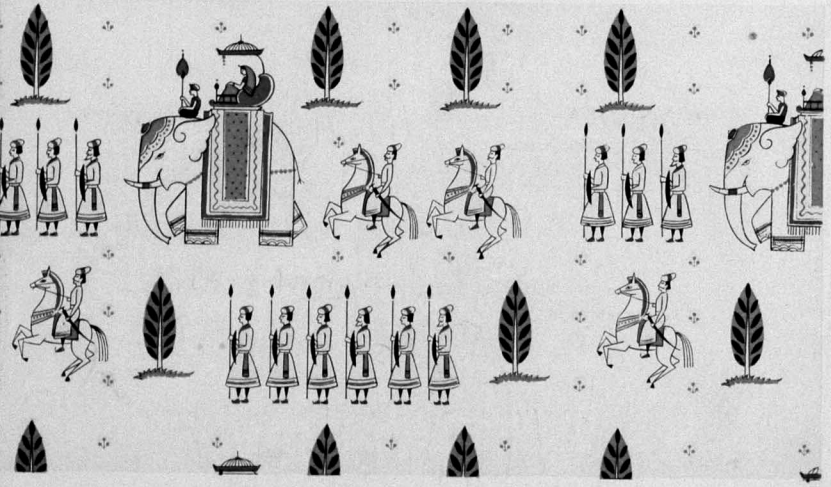

PRIYA GOPAL BISHOYI

ESTABLISHED IN 1862

Pioneer silk manufacturers of Bengal, originators of new and attractive designs and suppliers to all leading textile dealers.

70, KHENGRAPATTY STREET, CALCUTTA 7

Phone: 33-6402

Gram: RUMALIST

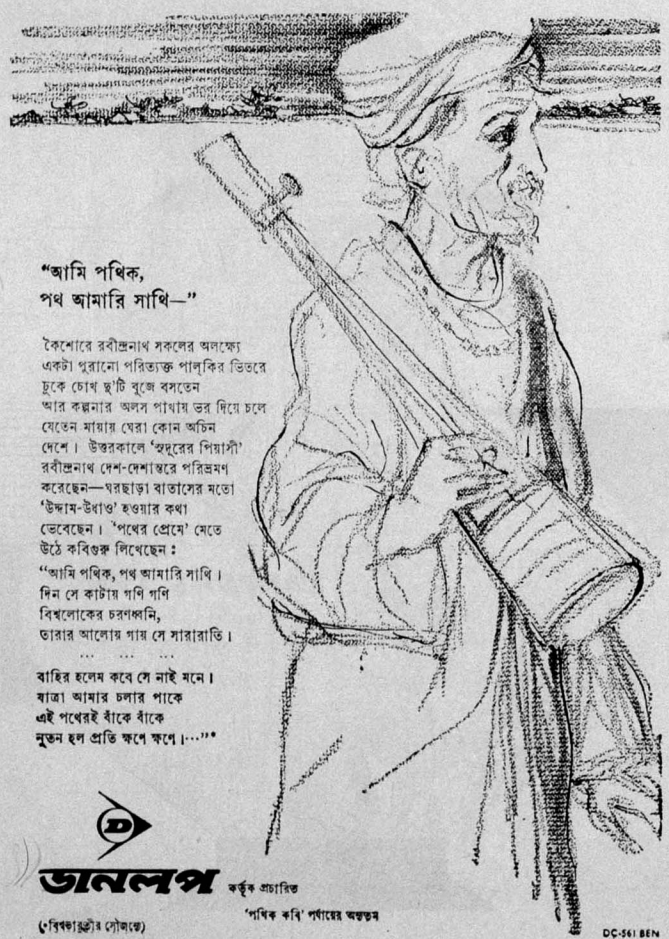

"আমি পথিক,
পথ আমারি সাথি—"

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ সকলের অলক্ষ্যে একটা পুরানো পরিত্যক্ত পাল্‌কির ভিতরে ঢুকে চোখ দু'টি বুজে বসতেন আর কল্পনার অলস পাখায় ভর দিয়ে চলে যেতেন মায়ায় ঘেরা কোন অচিন দেশে। উত্তরকালে 'সুদূরের পিয়াসী' রবীন্দ্রনাথ দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করেছেন—ঘরছাড়া বাতাসের মতো 'উদ্দাম-উধাও' হওয়ার কথা ভেবেছেন। 'পথের প্রেমে' মেতে উঠে কবিগুরু লিখেছেন :

"আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।
দিন সে কাটায় গণি গণি
বিশ্বলোকের চরণধ্বনি,
তারার আলোয় গায় সে সারারাতি।
… … …
**বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।…"***

ডানলপ কর্তৃক প্রচারিত
'পথিক কবি' পর্যায়ের অন্যতম

(*বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

DC-561 BEN

ইতিহাস গবেষকের চোখ এড়িয়ে গেল …

আদিম মানুষের প্রথম শিলালিপির অর্থ আজ স্পষ্ট। বহুযুগের নিরুদ্দেশ ইতিবৃত্ত আজ আর রূপকথা নয়। কেবল যেটি প্রতিদিনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—মানুষ আর অন্নের সম্বন্ধ—তার ধারাবাহিক ইতিহাস কই? ইতিহাসের পুঁথিকার ভুললেও ভোলেননি বেদের উদ্‌গাতা…স্মৃতির ভাষ্যকার…পুরাণের রচনাকার…অর্থশাস্ত্রের জনক।

বৈদিক যুগে আর্যরা বার্লি খেতেন, আশ্চর্য লাগে ভাবতে; কিন্তু সত্যি, বার্লি এবং ধানই ছিল তাঁদের প্রধান খাদ্যশস্য। তারপর এল গম এবং আরও অনেক কিছু। …কিন্তু বার্লি মানুষের খাদ্য হিসেবে থেকে গেল…আজও। ভারতবর্ষে এখনো অসংখ্য মানুষ বার্লির পানীয় দিয়েই জীবনধারণ করে। বার্লিশস্য থেকে উৎপন্ন পার্ল বার্লি ও গুঁড়ো বার্লি সহজে হজম হয় এবং শারীর ক্রিয়ার সহায়ক হয় বলে রুগ্নদের জন্যই এর বহুল ব্যবহার।

'রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি'
সর্বাধুনিক কারখানায় উৎকৃষ্ট বার্লিশস্য থেকে
স্বাস্থ্যসম্মত বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী হয়।
এই জন্য 'রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি' রুগ্ন,
শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।
যুবা ও বৃদ্ধরাও এ বার্লি খেয়ে উপকার পান।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড
(ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

JWTAEL 5250

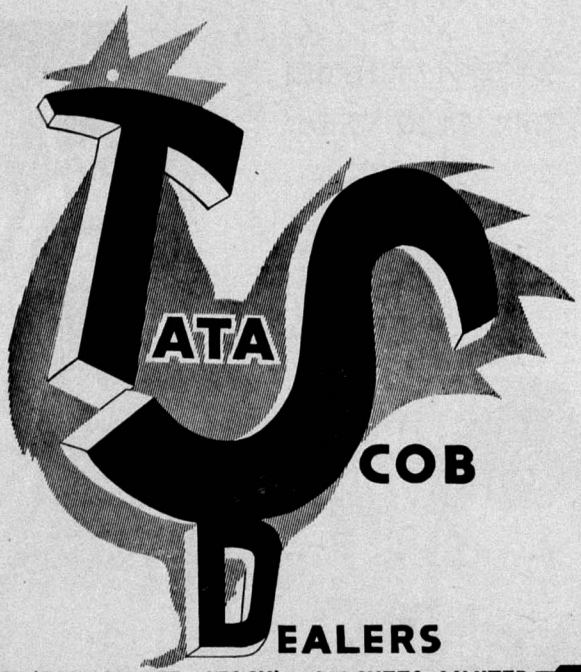

TATA
SCOB
DEALERS
(CONTROLLED STOCK) CALCUTTA LIMITED
FOR–
BARS & RODS,
STRUCTURALS, PLATES
& SHEETS
(TESTED & UNTESTED)
TATA SCOB DEALERS
(CONTROLLED STOCK)
CALCUTTA LIMITED
20, STRAND ROAD, CALCUTTA-1
TEL : 22-1101 (9 LINES)

সাকি লো, সাজা ফুলে
নিবিড় এলো চুলে
চুণীর পানাধার
দে' লো দে' হাতে তুলে।
—ওমর খৈয়াম
নিবিড় ঘন কালো চুল সবার মন হরণ করে। বহুকাল ধ'রেই কেশচর্চায় অলিভ অয়েলের উপকারিতা স্বীকৃত। ক্যালকেমিকোর ক্যান্থারলে আছে সেই অলিভ অয়েল। আজও মেয়েরা তাই কেশপরিচর্য্যায় ক্যান্থারল ব্যবহার করেন।
Kantharol
ক্যান্থারল
সুগন্ধিযুক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল
দি ক্যালকাটা কেমিকেল কোং লিঃ কলিঃ-২৯

আপনার বার্ধক্যের দিনগুলি কেমন হবে ?

বার্ধক্যে আপনি সকলের শ্রদ্ধা পেতে পাবেন, কিন্তু সে সময় যদি আপনার আর্থিক স্বাতন্ত্র্য থাকে, তাহলে তা' সুনিশ্চিতভাবেই পাবেন। যদি আপনি একটি 'এন্ডাউমেন্ট' পলিসি নেন তাহলে আপনি যতদিন উপার্জন করবেন এবং তার পরেও যখন আপনি অবসর জীবন যাপন করবেন জীবন বীমা আপনার আর্থিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখবে। মাসে মাসে সামান্য কিছু টাকা বাঁচাতে পারলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনি একটা মোটা টাকা পাবার গ্যারান্টি পাবেন—সে টাকা নিয়মিত কিস্তিতে আয় হিসেবে বা এক সঙ্গে এক থোক, যে ভাবে আপনার ইচ্ছা আপনি পেতে পারবেন। একটি উদাহরণ নিন্ : ২৫ বছর বয়সের একজন যুবক প্রতিমাসে ২৬ টাকা করে একটি 'এন্ডাউমেন্ট উইথ প্রফিট' পলিসিতে সঞ্চয় করেছেন। যখন তাঁর বয়স হবে ৫৫ বছর, তিনি পাবেন প্রায় ১৫,০০০ টাকা। আর যদি তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় তবে তাঁর পরিবারবর্গ পাবেন কমপক্ষে ১০,০০০ টাকা।
প্রিমিয়াম কত দিতে হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার এবং আপনার প্রয়োজনের উপর। জীবন বীমার একজন এজেন্টের কাছে খোঁজ নিয়ে জানুন একটি 'এন্ডাউমেন্ট' পলিসি কিভাবে বার্ধক্যে বিশ্রাম ও আত্ম-সম্মানকে সুনিশ্চিত করে।

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

ASP/LIC-68 A-BENG

উৎসব উপহার হিসেবে সেলাই কল আজকাল এত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে কেন ? আপনার পরিবার খুসী হবে সেইজন্য কি ? আপনার প্রিয়জনেরা আপনার বিবেচনার তারিফ ক'রবে, এই সুন্দর মনমত উপহারটি তাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াবে, তাই ? হ্যাঁ। কিন্তু শুধু তাই নয়—এই সেলাই কল প্রাচুর্য্যের স্বচ্ছলতার প্রতীক। আপনার পরিবারের জন্য আদর্শ উপহার। এ বছর **'উষা'**-র নতুন **'ষ্ট্রীমলাইন্ড'** মডেল দিয়ে আপনার পরিবারকে চমক লাগিয়ে দিন। সুন্দর, আধুনিক গড়ন আর নিখুঁত কাজের জন্য ভারতের বাইরে চল্লিশটিরও বেশী দেশে সমাদৃত —এদেশে এই প্রথম বাজারে ছাড়া হচ্ছে।

উষা
সেলাই কল

(জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-৩১

JESM/57

ROHTAS Board

Excels

in the art of packaged salesmanship

ROHTAS

It is a treat to the eye to see a colourful CARTON of Packaged goods across the counter. The largest manufacturer of quality PAPER & BOARD, ROHTAS contribute to this art of selling.

SAHU JAIN INDUSTRIES

Selling Agents :
Ashoka Marketing Limited.

Manufactured by
ROHTAS INDUSTRIES LTD.
DALMIANAGAR, BIHAR

Available through a network of stockists.

INDPUB.230

YOU NEED **Surfrige**

REFRIGERATORS & HOME APPLIANCES

FOR REAL LIVING COMFORT!

The Surfrige Refrigerators, Air Conditioners and other home appliances like Water Heaters and Cooking Ranges etc. combine fine workmanship with elegant design at really sensible prices. Each appliance is substantially built to withstand continual use minimising recurring expenses.

REFRIGERATORS 8.5 CU. FT.

Faster Freezing.
Twin-cylinder open type compressors.
Locking type Door Handles.
5-Year Guarantee on Sealed Units.

COOKING RANGE 6.3 KW

Radiantube sheathed Cooking Elements.
Turns red hot in a jiffy.
Protected against burnout due to spillage.
Automatically controlled Baking Ovens.

WATER HEATERS 5 TO 64 GALLONS

Higher wattage for quicker heating.
Automatic Controls.
Anti-rust metal containers.

SLIMLINE AIR CONDITIONERS (1, 1½ & 2 TONS)

Sealed Type for A.C. only.
5-Year Guarantee.
Noiseless performance.
Lubrication for life.

SURFRIGE HOME APPLIANCES
ARE YOUR BEST INVESTMENT IN LOW COST COMFORT!

SURFRIGE

REFRIGERATORS (INDIA) PRIVATE LTD.
59-C, PARK STREET, CALCUTTA-16. ALSO AT: LUCKNOW, PATNA, NEW DELHI

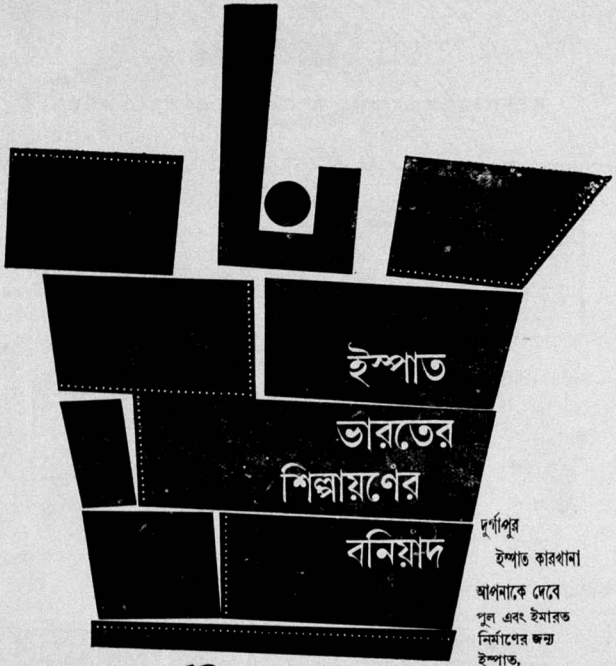

দুর্গাপুর
ইস্পাত কারখানা
আপনাকে দেবে
পুল এবং ইমারত
নির্মাণের জন্য
ইস্পাত,
কৃষিকার্যের
সরঞ্জাম,
রেলওয়ের জন্য
স্লীপার, ফিশপ্লেট
এবং হুইল সেট।

ইস্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাক্শন্ কোং লিঃ

সাইমন-কার্ভস্ লিঃ দি ওয়েলম্যান স্মিথ ওয়েন এন্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ হেড রাইটসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ ডেভি এবং ইউনাইটেড এন্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড দি সিমেন্টেশন কোম্পানি লিঃ অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (রাগবি) লিঃ দি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (ম্যানচেস্টার) লিঃ স্যার উইলিয়াম এ্যারল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ ক্লীভল্যাণ্ড ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ ডরম্যান লঙ্ (ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্জিনীয়ারিং) লিঃ জোসেফ পার্কস্ অ্যাণ্ড সন্ লিঃ ইস্কন্ কেবল গ্রুপ।

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা - ১২

সম্পূর্ণ ঠিকানা- দ্রুততর বিলি

আপনাদের চিঠির যে অংশটিকে আমরা সব চাইতে প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, সেই ঠিকানার অংশেই যখন আপনারা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হন, তখন আপনারা আমাদের হতবুদ্ধি করে দেন। ঠিকানা অসম্পূর্ণ থাকলে, চিঠিপত্র প্রায়ই অনেক পথ—এমন কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পথ—ঘোরে।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে সোজাসুজি পৌঁছুবার জন্য আপনাদের চিঠিতে পরিষ্কার ও সম্পূর্ণ ঠিকানা থাকা প্রয়োজন।

আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

DA 60/397

আগামীর উজ্জ্বলদিনের অভিষেকে

শিশুর হাসিভরা মুখ, তার চোখের দীপ্যমান চাহনি যেন শক্তির এক সুপ্ত সম্ভাবনা.....সবার ঘরে শিশুর আত্মপ্রকাশ বয়ে আনে নতুনের সংকেত।.....মহৎ কাজের প্রচেষ্টা থেকে একদিন শ্রান্তিময়, ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ সুখ উৎসারিত হবে।...

আজও আগামীতেও দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার সাবান, প্রসাধন ও খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করেন।

PR. 21-X52 BG

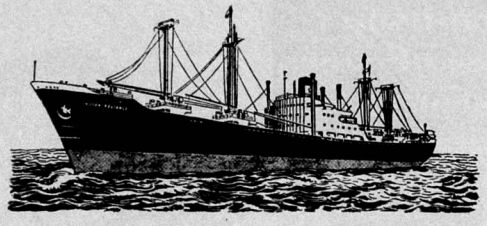

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোম্পানী লিঃ

ভারত-যুক্তরাজ্য-কন্টিনেণ্ট সার্ভিস

আমাদের বিদেশগামী জাহাজগুলি ভারতবর্ষ হইতে পোর্ট সুদান, পোর্ট সৈয়দ, লণ্ডন, লিভারপুল, ডাণ্ডী, এণ্টওয়ার্প, রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রেমেন ও অপরাপর ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকূল বন্দরেও যাতায়াত করে

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া জাতীয় বাণিজ্য-বহরকে শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

লায়োনেল এডওয়ার্ডস্ (প্রাইভেট) লিঃ

"ইণ্ডিয়া ষ্টিমশিপ হাউস"

২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন : ২৩ - ১১৭১ (৮টি লাইন)

টানলেই বোঝা যায়

স্বাদে গন্ধে উপাদেয়···বরাবর সমান ভালো···সিগারেট বলতে ক্যাপস্টান। সুতরাং লোকে তো বলবেই "ক্যাপস্টান যে ধরেছে সে-ই মজেছে"। আপনি যদি আজও ক্যাপস্টান না ধরে থাকেন, একবার পরখ করলেই ক্যাপস্টানের টানে বাঁধা পড়বেন।

ক্যাপস্টান

উইল্‌স-এর ক্যাপস্টান-এর তুলনা নেই

JWTCC 60

অটুট বন্ধুত্ব

যেখানে দুজনের রুচির মিল, সেখানেই বন্ধুত্ব বেশী স্থায়ী হয়। এই সাইকেলের বেলাতেই দেখুন না!
র‍্যালে সাইকেলের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সকলেই একমত। কারণ সুদৃশ্য ও নিখুঁত এই সাইকেলটি বছরের পর বছর ব্যবহারের পরেও সমান নির্ভরযোগ্য থাকে।

র‍্যালে

বিশ্ববিখ্যাত
বাইসাইকেল

SRC-59 BEN

লিপটনের

লাওজী চা

কম দামে সেরা চা

LLC-1 BEN

উপচীয়মান উপহার

ভারি খুশী ওর নিজের নামে ব্যাঙ্কের পাশ বই পেয়ে; গর্বিত ও! যত ওর বয়স বাড়বে উপহারটিও বাড়তে থাকবে আর কাজে আসবে সময়মতো।
অপ্রাপ্তবয়স্কের নামেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সেবার প্রতীক

ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ হয়

UBI-SBAI-61

শারদোৎসবে
আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ফোন : ২৩-৩৮৩৮

গ্রাম : জিসিল

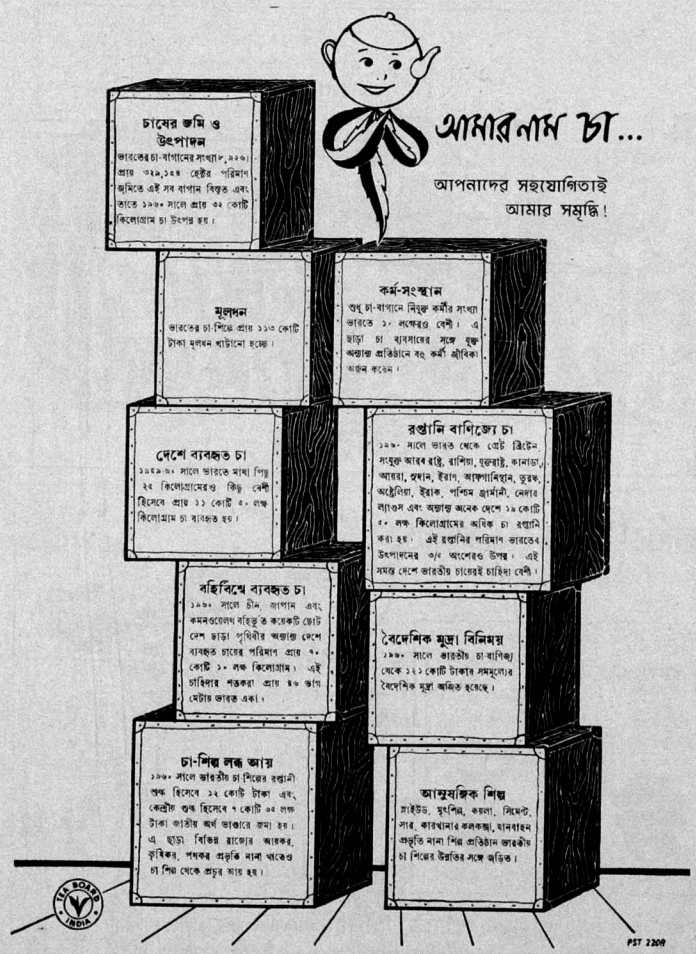

উৎসবের দিনগুলিকে
আলোয় আনন্দে
উজ্জ্বল করতে··· ফিলিপ্‌স

PHILIPS
ফিলিপ্‌স ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

JWTP 5275

জাতির সেবায় নিয়োজিত

ভারত পটারিজ
এইচ টি ও এল, টি,
ইলেকট্রিক্যাল
ইনসুলেটর-এর জন্য

হোটেল ও গৃহের জন্য
শ্রেষ্ঠ সুন্দর পোর্সিলেনের চায়ের সরঞ্জাম
ও বাসন, হস্ত-চিত্রণ এগুলোর বিশেষত্ব।

ইণ্ডিয়া ফিল্টার
ভারতে এই সর্বপ্রথম

প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক ইণ্ডিয়া পটারিজ্‌ লিমিটেড, ৯১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

"চারিদিকে ধরে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া"

বাস্তবের এই পরিপ্রেক্ষিতে—

"লক্ষ্মীর উপাসনা"

ছেড়ে

'সুন্দরম্‌'-এর

কলালক্ষ্মীর সাধনা

জয়যুক্ত হোক্‌

এয়ার ওয়েজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
এরোনটিক্যাল সার্ভিসেস লিমিটেড
এয়ার লার্ভে কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
৩১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
কলিকাতা - ১২

With best compliments of :

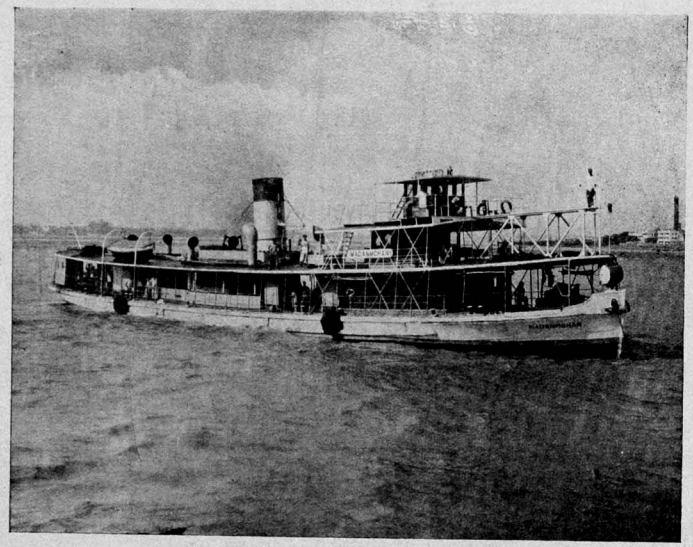

THE
EAST BENGAL RIVER STEAM SERVICE LTD.

MANAGING AGENTS :

Raja Sreenath Roy & Bros., Private Ltd.

87, Sovabazar Street, Calcutta-5.

ঢেঁকি ছাঁটা চাল

বিশেষজ্ঞদের মতে কলে ধান ভাঙলে অতিরিক্ত পালিশের ফলে শতকরা ১৫ ভাগ প্রোটিন, ৮০ ভাগ স্নেহ পদার্থ ও ৫০।৬০ ভাগ খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়ে যায়, এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কলে ছাঁটা চাল খেলে নানা রোগ দেখা দেয়।

এছাড়া দেখা গেছে যে সম-পরিমাণ ধান ঢেঁকিতে ভাঙলে কল অপেক্ষা অধিক চাল পাওয়া যায়।

ঢেঁকি ছাঁটা চাল খাওয়া মানেই অসংখ্য বেকার কর্মির কর্মসংস্থান। একটি হলার কল ৫০ জন ও একটি শেলার কল ২৫০ থেকে ৫০০ জন ভানুনিকে জীবিকাচ্যুত করে।

সুস্থ ও সবল সমাজ গড়ে তুলতে ও বেকার কর্মির কর্ম-সংস্থান করতে ঢেঁকি ছাঁটা চালের অবদান অনস্বীকার্য।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ্ কর্তৃক প্রচারিত।

বাংলার ও বস্ত্র শিল্পের লক্ষ্মী

বঙ্গলক্ষ্মী

মাতৃপূজায় ও নিত্যপ্রয়োজনে

বঙ্গলক্ষ্মীর

ধুতি, লংক্লথ, শাড়ী অপরিহার্য্য

ভারতের প্রাচীনতম গৌরবময় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

হেড অফিস ঃ ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

কেবলমাত্র স্তম্ভপৃষ্ঠ ও প্রাচীরগাত্রের শিল্পকলাই নহে—
সুষ্ঠু স্যানিটারী ব্যবস্থা ও গৃহস্বামীর সৌন্দর্য্যবোধের
অন্যতম প্রতীক

কুমারস্ স্যানিটারী এম্পোরিয়াম্

দীর্ঘদীন সুনামের সহিত স্যানিটারী, প্লাম্বিং ও টিউবওয়েল
ব্যবসায়ে নিয়োজিত

১৩৮, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কালীঘাট, কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৪৬-১২২৩ গ্রাম: কুমারস্যানিট

কেশ সজ্জা ও
কবরী রচনা ...

যুগ যুগ ধরে নারীর মনে জেগে রয়েছে
একটী আকাংখা—নিজেকে
আরও রমণীয় ক'রে তোলা।

অর্ধ শতাব্দীর বেশী বেঙ্গল
কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল অভিজাত
মহিলাগণের কেশ সৌন্দর্য
বর্ধনে ও কেশ স্বাস্থ্য সংরক্ষণের
জন্য সমাদৃত হয়ে আসছে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

মাত্র ৪১১৬ বর্গ মাইল আয়তনের ত্রিপুরা রাজ্য। অথচ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের ফলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে ত্রিপুরাও সমান তালে এগিয়ে চলেছে সমৃদ্ধির পথে। তৃতীয় যোজনা কালে শতকরা ৯৩ জন বালক বালিকার (৬-১১ বৎসরের) শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য সহরে সহরে গড়ে উঠেছে হাসপাতাল আর গ্রামাঞ্চলে আছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চিকিৎসালয়, ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসালয় এবং ভ্রাম্যমান চিকিৎসক বাহিনী। রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে রাজপথ, জেলা পথ অথবা গ্রাম্য পথ। পানীয় জলের জন্য নলকূপ বা ইঁদারার সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। যাযাবর আদিবাসীদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সুপরিকল্পিত কলোনীগুলিতে। উন্নত ধরণের কৃষি পদ্ধতি ক্রমেই লোকপ্রিয় হচ্ছে। কুটীর শিল্প বিস্তার লাভ করছে। মধ্যায়তন শিল্প গড়ে উঠছে; সমবায় সমিতির সংখ্যা দিনদিনই বেড়ে যাচ্ছে। দলে দলে পঞ্চায়েৎ কর্মীদের শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। এভাবে সারা ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে।

পরিকল্পনাকে সফল করতে

ত্রিপুরা

বদ্ধপরিকর

ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক প্রচারিত

উৎসবে, আনন্দে এবং
নিত্য প্রয়োজনে
স্মরণযোগ্য

বিভাগীয় বিপণি

কমলালয় ষ্টোর্স

প্রাইভেট লিমিটেড

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ঃঃ কলিকাতা - ১৩

উদয়ভিলা

বাংলার হস্তশিল্পে সমৃদ্ধি এনেছে

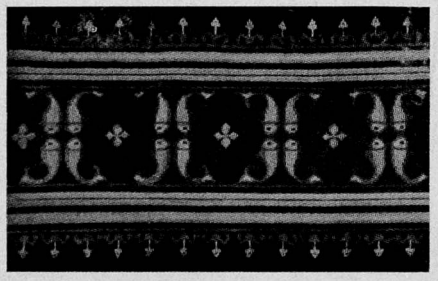

নারী সমবায় শিল্পাশ্রম

উদয়ভিলা, কামারহাটী, ২৪ পরগণা

ফোন : পানিহাটী ২৬৬ এবং ২০৯

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র সাহিত্য

গীতাঞ্জলি	শতবর্ষপূর্তি-উপলক্ষে প্রচারিত সুলভ সংস্করণ। মূল্য ০·৭৫
বিসর্জন	রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংক্ষিপ্ত ও স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত সংস্করণ। মূল্য ০·৫০
রক্তকরবী	নূতন সংযোজন-যুক্ত। গগনেন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রে ভূষিত। মূল্য ৪·৩০
শ্যামলী	চিত্র-সম্বলিত নূতন সংস্করণ। মূল্য ৫·০০
বীথিকা	পরিবর্ধিত-সংস্করণ। মূল্য ৩·৭৫। সচিত্র শোভন সংস্করণ। মূল্য ৬·৫০
জীবনস্মৃতি	বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় ও চিত্র-যুক্ত সংস্করণ যন্ত্রস্থ।
শেষ সপ্তক	পরিবর্ধিত সচিত্র সংস্করণ। মূল্য ৪·৫০, বোর্ড বাঁধাই ৫·৫০
স্ফুলিঙ্গ	৬২টি নূতন কবিতা সংযোজিত। মূল্য ৩·৫০, বোর্ড বাঁধাই ৫·৫০
পলাতকা	চিত্র-সম্বলিত নূতন সংস্করণ। মূল্য ২·৭৫
বলাকা	রবীন্দ্রনাথ-কৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা সংযোজিত সংস্করণ। মূল্য ৩·৭৫
কালান্তর	ছয়টি প্রবন্ধ এই সংস্করণে প্রথম গ্রন্থভুক্ত। মূল্য ৫·৫০
ভারতপথিক রামমোহন রায়	পরিবর্ধিত সংস্করণ। মূল্য ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৪·০০
খৃষ্ট	খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ প্রবন্ধ ও ভাষণ। মূল্য ২·৫০

পত্র-ধারা

ছিন্নপত্রাবলী	ছিন্নপত্র গ্রন্থের পূর্তির সংস্করণ। মূল্য ১০·০০, কাপড়ে বাঁধাই ১২·৫০
চিঠিপত্র ৭	সচিত্র। মূল্য ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৪·৩০

বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি	একত্র দুই খণ্ড। প্রাথমিক পত্রিকা-সংযুক্ত। মূল্য ৫·০০, বোর্ড বাঁধাই ৬·৫০
য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র	প্রথম ইংলণ্ডগমন ও প্রবাসযাপনের বিবরণ। মূল্য ৪·৫০, বাঁধাই ৬·০০
পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি	১৯২৪ সালে বিদেশ যাত্রা-কালীন ডায়ারি। সচিত্র। মূল্য ৩·০০; ৪·৫০
জাভা-যাত্রীর পত্র	তথ্যপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী। সচিত্র। মূল্য ৩·০০, বাঁধাই ৪·৫০

শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রচারিত রবীন্দ্র-রচনা সংকলন বিচিত্রা যন্ত্রস্থ

বিশ্বভারতী ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

বিদ্যোদয়ের বই

প্রবন্ধ ও চিরায়ত সাহিত্য

মোহিতলাল মজুমদার

সাহিত্য-বিতান ৯·৫০

ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য

সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ৯·০০

[পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ইতিহাস সহ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ]

নেপাল মজুমদার

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ : প্রথম খণ্ড ১০·০০

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত

অলিম্পিকের ইতিকথা ২৫·০০

কানাই সামন্ত

চিত্রদর্শন ২৫·০০

প্রফুল্ল চক্রবর্তী

মানব-বিকাশের ধারা ১২·০০

সুপ্রকাশ রায়

পরিভাষা কোষ ১০·০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ৭·০০

নির্মল কুমার বসু

পরিব্রাজকের ডায়েরী ৪·৫০

কপিল ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা ৪·৫০

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বক্তব্য ৫·০০

আনা লুইস্ স্ট্রং

স্তালিন যুগ [অনুবাদ] ৩·২৫

সংকলন

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র ৬·০০

হেমদাকান্ত চৌধুরী

মহাভারত ১২·০০

উপন্যাস ও স্মৃতিচিত্রণ

সৌরীন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই স্বপ্ন ৩·৭৫

সুশীল জানা

বেলাভূমির গান ৬·০০

কে. এম. পাণিক্কর

কেরল সিংহম্ [অনুবাদ] ৬·০০

সরোজ কুমার রায়চৌধুরী

মধুমিতা ৬·০০

অমরেন্দ্র ঘোষ

নাগিনী মুদ্রা ৩·৫০

সুশীল জানা

সূর্যগ্রাস ৩·৭৫

সরোজকুমার রায় চৌধুরী

ময়ূরাক্ষী ৩·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

গৃহকপোতী ৩·০০

প্রফুল্ল রায় চৌধুরী

তাপসী ৩·০০

আনা লুইস্ স্ট্রং

দুরন্ত নদী [অনুবাদ] ৪·৫০

বেদুইন

পথে প্রান্তরে : ২য় পর্ব ৪·০০

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

চলমান জীবন : ১ম খণ্ড ৫·০০

আগামী প্রকাশ

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

লেখকদের প্রেম

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

মঞ্চমায়া

বেদুইন

পথে প্রান্তরে : ১ম পর্ব

অনন্ত সিং

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা - ৯

ART BOOKS

INDIAN TEMPLE SCULPTURE
with an introduction by
Jawaharlal Nehru
Text by
K. M. Munshi
141 Plates 14″×10″ Rs. 36·00

INDIAN TERRACOTTA ART
with an introduction & text by
O. C. Gangoly
Photographs by
Amiya Tarafdar
Edited, Surveyed and compiled by
A. Goswami
50 Plates 14″×10″ Rs. 32

THE ART OF THE CHANDELAS
Text with Descriptions by
O. C. Gangoly
Edited and Surveyed by
A. Goswami
60 Plates 1 in colour 14″×10″ Rs. 32

THE ART OF THE PALLAVAS
Text and Descriptive Notes by
O. C. Gangoly
Compiled and Edited by
A. Goswami
48 Plates, 2 in colour 14″×10″ Rs. 32

WE REPRESENT THE FOLLOWING ART BOOK PUBLISHERS :

(1) Phaidon Press Ltd.
ART OF INDIA
by Stella Kramrisch 42s
(2) Lund Humphries & Co. Ltd.
PENROSE ANNUAL 42s
(3) Oldbourne Press
ART AND COLOUR SERIES
10/6d. each vol.
THE GALLERY OF GREAT MASTERS
30s. each vol.
GREAT PAINTINGS OF THE WORLD SERIES 35s. each vol.
COLOUR PORTFOLIOS
10/6d. each vol.
(4) Charles Skilton Ltd.
KAMA KALA
by Mulk Raj Anand 147s.
ROMA AMOR
by Jean Murcade 273s.

RUPA & CO.

Post Box No. 7808
15, BANKIM CHATTERJEE STREET,
CALCUTTA - 12

94, South Malaka
ALLAHABAD - 1

★

11, Oak Lane, Fort
BOMBAY - 1

স্মরণীয় ৭ই ● অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থতিথি

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়॥

সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নবতম কাব্যগ্রন্থ **কখনো মেঘ ৪·০০**

[প্রচ্ছদ ও গ্রন্থণের অভিনবত্বে সমুজ্জ্বল]

কানাই সামন্তের বিশাল বিচিত্র রবীন্দ্রকৃতি ও রবীন্দ্র প্রতিভার আলোচনা-গ্রন্থ

রবীন্দ্রপ্রতিভা ১০·০০

[চৌদ্দখানি আর্টপ্লেটে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর, তাঁর আকা ছবি ও পেন্সিল স্কেচ, ফটোগ্রাফ ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ]

আমাদের প্রকাশনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রবীন্দ্র নাট্য-প্রতিভার বিশ্লেষণ **সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ** ৩·৫০॥ প্রবোধেন্দু নাথ ঠাকুরের বিচিত্র শিল্পরসিকের জীবনালেখ্য **অবনীন্দ্র-চরিতম্** ৫·০০॥ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতীয় শিল্পকলা ও বিচিত্র শিল্প-সাহিত্য রচয়িতা অবনীন্দ্রনাথের সাধনার পীঠস্থান **দক্ষিণের বারান্দা** ৪·০০॥ বাংলার অগ্নিযুগের অগ্নিবর্ষী দধীচি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের তিনটি দুষ্প্রাপ্য রচনার একত্র সংকলন **ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা** ২·৫০॥ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের **লাবণ্যের এনাটামি** (সচিত্র) ৩·০০॥ শান্তিদেব ঘোষের **গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য** ৩·০০॥ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু গ্রামীণ নৃত্যের ২৭ খানি ছবি-সমৃদ্ধ॥ হুমায়ুন কবীরের **শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব** ১·৫০॥ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের **ক্যাকটাস্** ৩·০০॥ কাজী আবদুল ওদুদের **শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর** ৪·০০॥ নলিনীকান্ত সরকারের **হাসির অন্তরালে** ৩·০০॥ **শ্রদ্ধাস্পদেষু** ২·৫০॥ নিরঞ্জন চক্রবর্তীর **ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য** ৮·০০॥ বিমলচন্দ্র সিংহের **বিশ্বপথিক বাঙালী** ৫·০০॥ 'বনফুল'এর **শিক্ষার ভিত্তি** ২·৭৫॥ ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের **আমরা ও তাঁহারা** ৩·২৫॥ রাজশেখর বসুর **বিচিন্তা** ২·২৫॥ মোহিতলাল মজুমদারের **বাংলার নবযুগ** ৬·০০॥ সুবোধ ঘোষের **অমৃতপথযাত্রী** ৩·৭৫॥ দিলীপ কুমার রায়ের **স্মৃতিচারণ** ১২·০০॥ **অঘটন আজো ঘটে** ৫·০০॥ অনাথনাথ বসুর **সূক্তিসমুচ্চয়** ৩·৫০॥ উমা দেবীর **গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব** ৬·০০॥ ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্যের **বাংলা কাব্যে শিব** ১০·০০॥

● আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি ●

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম : কালচার ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

সুন্দরম্। ষষ্ঠ বর্ষ। তেরশো আটষট্টি। প্রথম সংখ্যা। | বিষয় : আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য। প্রথম খণ্ড।

রঙিন চিত্রের পরিচয়

বলগেরিয়ার বিখ্যাত ভাস্কর আসেন পেইকভ স্টুডিওর মধ্যে একটি ভাস্কর্যের গায়ে ছেনীতে শেষ আঘাত দিতে উদ্যত। সামনে তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্ন মডেল। ইতালীর সর্বজনবিদিত শিল্পীদের আস্তানা ভিয়া মারগুত্তায় অবস্থিত স্টুডিওতে তিনি বিশ বছর কাজ করেছেন। প্যারীর কাতিয়ে লাত্তার মতই ভিয়া মারগুত্তার নাম-ডাক শিল্পীদের কাছে কিছু কম নয়।

দুর্গোৎসব

দুর্গতিনাশিনী জগজ্জননী বরাভয় নিয়ে আসছেন বাঙালীর ঘরে। শরতের নির্মেঘ আকাশের নির্মল নীলিমায়, কাশের শুভ্র স্বচ্ছ হাসিতে। ভরা নদীর কলোচ্ছ্বাসে, বিহগকুলের কাকলি কুজনে আনন্দময়ীর আগমনী ঘোষিত হচ্ছে। সমাসন্ন মাতৃপূজার পবিত্র লগ্নে বাঙালী—পুনর্বার সমবেত হবে সখ্য প্রীতির স্নিগ্ধ বন্ধনে। জগন্মাতার কাছে বিজয় বর লাভের প্রার্থনায় মুখর হবে।

দেশবাসীর সেই প্রার্থনার সঙ্গে আমরা আমাদের কণ্ঠস্বরও যুক্ত করি।

অজস্র দুঃখ সমস্যায় তীব্র তিক্ত বাঙালীর জীবন আবার মধুময় হয়ে উঠুক।

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

আবিস্কারক ঃ রসোমালাই

ভারতে যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রদূত

যখন ভারতবর্ষে যন্ত্রনির্মাণের স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব ছিল সেই যুগে ইণ্ডিয়া মেসিনারীর প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীর আলামোহন দাশ মহাশয় যন্ত্রনির্মাণের গুরুদায়িত্ব পালনে সাহসী হন। দীর্ঘ সাধনার ফলে আজ তাঁর এই সংস্থা ৩০০ টন পর্যন্ত ওজনের উপযোগী রেলওয়ে ওয়াগন ওয়েব্রীজ ও কলকারখানা, বন্দর প্রভৃতিতে ব্যবহারার্থ ছোট বড় যাবতীয় ওজনযন্ত্র নির্মাণকার্যে নিযুক্ত। ইহা ছাড়া লেদ মেসিন, প্লেনিং, শ্লটিং, সেপিং মেসিন, প্রিন্টিং মেসিন এবং কাপড় ও পাটকলের প্রয়োজনীয় নানাবিধ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়া চলিয়াছে।

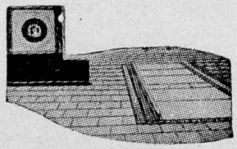

এ্যাটলাস ওয়াগন ওয়েব্রীজ

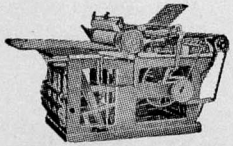

ভারতী প্রিন্টিং মেসিন

দি ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানী লিমিটেড

দাশনগর, হাওড়া।

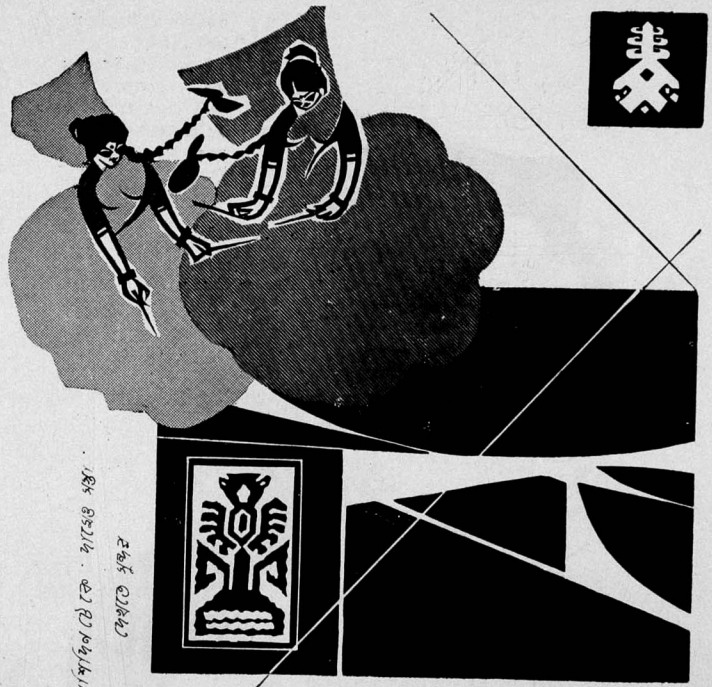

বাংলা তাঁতের কাপড়

বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে অতুলনীয়

নিম্নলিখিত বিক্রয়কেন্দ্রগুলি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পরিচালিত

১। ২১, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, কলিকাতা-১৩
২। ১৫৯।১এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা-২৯
৩। ১২৮।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
৪। ১৮এ, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, সাউথ হাওড়া

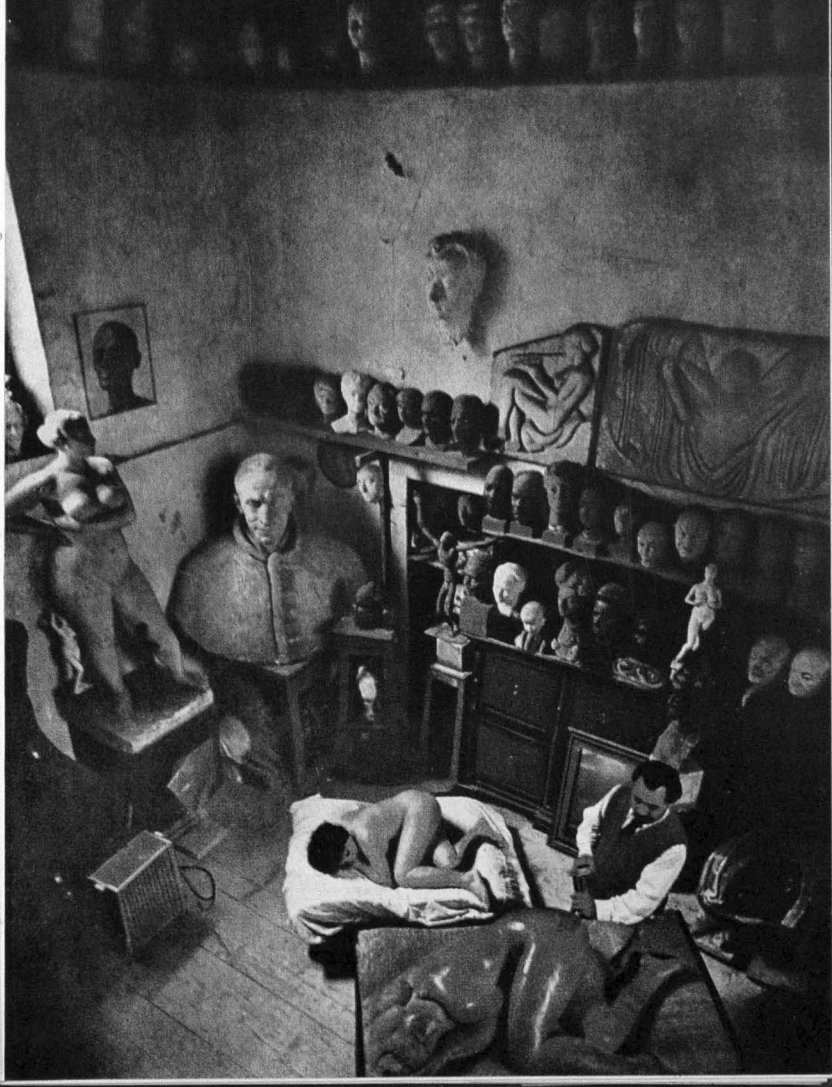

সুন্দরম্ ষষ্ঠবর্ষে পরাপর্ণ করেল। নানা ঝঞ্ঝাটের ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সময়ের মধ্যে দিয়ে আজও সে চলেছে। এর পরেও সাংস্কৃতিক পত্রিকার স্বাভাবিক পরিণতি—বিলুপ্তির বৈতরণীতে যে ভরাডুবি হয়নি তার কারণ সুন্দরম্-এর সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ীদের নিঃস্বার্থ দরদ, সহানুভূতি এবং অকুণ্ঠ সাহায্য।

এ-ব্যাপারে প্রথের শ্রী কে, কে, রায়, শ্রী বি, কে, দত্ত, ডাঃ শ্রীবালিন ঘোষ, শ্রীসারদাচরণ দাস, শ্রীমতী ভারত-লক্ষ্মী মুখার্জী, শ্রীযুক্ত অমিতাভ ব্যানার্জী ও শ্রীঅশোক মুখার্জীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বন্ধুবর শ্রীমন্মরজিৎ সেন, শ্রীজ্যোতিষ গুপ্ত, শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী, শ্রীবীরীনাথ সেনগুপ্ত অভাবে অনটনে সুন্দরম্-কে মুক্তহস্তে সাহায্য বিতরণে আপৎকালে সব সময় আগুয়ান হোয়ে উদ্ধারকার্যে তৎপরতা দেখিয়েছেন অহরহ। সেই কারণে সুন্দরম্ যদি এক্ষণে শিল্পীদের কাছে সমাদৃত হোয়ে থাকে কিম্বা তাঁদের সাহায্যে লেগে থাকে তবে তার সব গৌরবটুকুই এঁদের প্রাপ্য।

সবার শেষে শিল্পীবর শ্রীযুক্ত রণেন আয়ন দত্ত ও তৎপত্নী শ্রীমতী হিরোলা আয়ন দত্তের নাম স্মরণীয়। তাঁদের সকল কাজের মাঝে সুন্দরম্‌কে নানাভাবে সাহায্যের কথা এখানে পুনরায় উল্লেখ নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

সূচীপত্র

সুভো ঠাকুর উবাচ	
প্রতীচ্যের আধুনিক ভাস্কর্যের ভূমিকা	প্রভাস সেন
রোদ্যাঁর শিল্প-চিন্তা	শুভেন্দু ঘোষ
যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্য ও তার ক্রমবিকাশ	বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ
মেদার্দো রোস্সো	তন্ময় বাগচী
খবরাখবর	বিশেষ প্রতিনিধি
অঙ্গসজ্জা	রণেন আয়ন দত্ত

সুভো ঠাকুর উবাচ

সুন্দরম্ পাঁচ-পাঁচটি শরতকালের সোনা-মাখা রোদ্দুরে হামাগুড়ি দিয়ে আজ ছটি শরতের সামনা-সামনি পৌঁছে দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে উদ্যত।

এ-যাবৎকাল সুন্দরম্ বাংলাদেশের শিল্পীদের অনেক দুঃখ অনেক হতাশা অনেক দাবী অশ্রুতে মেখে ফেরী কোরেছে। দেশবাসীর বধির কর্ণে বাংলার শিল্পীদের বহু আবেদন-নিবেদন, অনুনয়-বিনয় এবং রাগ-অভিমানের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে সে বারংবার। কিন্তু আজ সেই আবেদন-নিবেদনের পালা যেন শেষ হোতে চলেছে শেষবারের মতো।

বাংলাদেশের হরিজন-হেন শিল্পীদের জন্যে দেশজ কোনো মহাত্মার আজ তক্ আবির্ভাব ঘটেনি। কোনো মহর্ষি বা রাজর্ষির একটুকুও অপাঙ্গ দৃষ্টি তথা কৃপা-কটাক্ষ আশীর্বাদের ন্যায় কদাচ পতিত হোয়েছে তাঁদের কপালে। উপরন্তু সরকারী বেসরকারী দুরাত্মাদের দৌরাত্ম্যে তাঁদের দৈনন্দিন জীবন জর্জরিত। আজ বাংলার শিল্পীদের আসন লড়াই কোরেই নিতে হবে!

পাঁচশালা বন্দোবস্ত মুখিয়ে আসায় কলম্‌চি-কোঠার নব-নবাবকুল—মুখ্য থেকে উপ-র দল সবাই উদ্‌বাস্ত।

এ-রাজ্যের ঐসব নব-নবাবকুল থেকে কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক শাহেনশা-শাজেহানরা কেহই বাংলার ধ্বংসোন্মুখ শিল্পীদের জন্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত বা ব্যথিত বোলে তো মনে হয় না।

রাজনীতি বা সমাজ সম্পর্কে সচেতনতায়—এমনকি নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কেও নিতান্তই অচেতন, পিছিয়ে-পড়া এই শিল্পীকুলকে হাত বাড়িয়ে টেনে তুলতে চেয়েছেন কেউ, একথা শোনা গেছে কি কোথাও অধুনা বঙ্গভূমিতে?

বাংলার মছলন্দে আসীন আমীর-ওমরাহ ও নবাব-জাদাগণ কিম্বা দিল্লির লালকেল্লার কুষ্টির কোতোয়ালরা সাহিত্যিকদের বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখাতে বাধ্য হোয়েছেন বহুবার—বিশেষ কোরে সে-সাহিত্যিকগোষ্ঠী যদি খবরের কাগজের দরবারে সামান্যতম দরবারী হোয়ে থাকেন। কারণ, কারণে-অকারণে তাঁদের কলমের খোঁচায় এই পাঁচশালা বন্দোবস্তের চোরাবালি কোন সময় চৌচির হোয়ে যায় বুঝিবা!

বাংলার শিল্পীরা নেহাৎই অচেতন। নতুবা এ-পর্যন্ত তাঁদের তুলির তলোয়ার তথা ব্যঙ্গচিত্রের অমোঘ আঘাত এঁদের পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ পড়েনি কেন? কিন্তু এবার কলম্‌চি-কোঠার নবাবজাদারা অবহিত হোন—সে শিল্পীদের তরফ থেকে সাবধান বাণী উচ্চারিত হোচ্ছে সর্বদিকে।

কলম্‌চি-কোঠার একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রদ্ধেয় ডাঃ রায়। ডাঃ রায়কে গত পাঁচশালা বন্দোবস্তে ভোট দিয়ে দাঁড় কোরিয়েছিল শিল্পী সুভো ঠাকুর। তার পরিবর্তে ডাঃ রায় শ্রীমতী রাণু মুখার্জীর হস্তে শিল্পীদের উদ্দেশ্যে কোলকাতার হৃৎপদ্মে অবস্থিত চার বিঘা জমি দান কোরেছেন। এই দান কোরেই কি তিনি সব কর্তব্য সমাপন কোরলেন বাংলা দেশের শিল্পীদের প্রতি? জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামর্শ-সভার সদস্য হিসাবে আচার্য নন্দলালের মতো শিল্পীর নাম রইল না কেন একথা দেশের শিল্পীরা যদি জানতে চায় তবে কি খুব অন্যায় হবে?

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্‌ডিকেটে ডাক্তার ব্যারিষ্টার ধনিক বণিক সবাই সদস্যপদে মনোনীত হোতে পারেন কিন্তু শিল্পীরা নন। আমাদের বাংলা দেশের বিধান সভা এবং রাজ্যসভার সদস্যপদে মনোনীত হওয়ার ব্যাপারে সাহিত্যিকরাই কি শুধু একচেটিয়া থাকবেন? দেশের শিল্পীদের মধ্যে যামিনী রায়, তাতুল বসু, প্রদোষ দাশগুপ্ত, রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, রবীন রায় কি সাহিত্যিকদের চেয়ে কম উপযুক্ত?

সব কথা ভুলে গিয়ে রাজ্যসরকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আজ শিল্পীদের বদলে তথাকথিত পেট্রনদের তেলা মাথায় তেল দিতেই তটস্থ।

প্রতীচ্যের আধুনিক ভাস্কর্যের ভূমিকা

প্রভাস সেন

এ-যুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং ভাস্করদের মধ্যে অন্যতম। এ-দেশে ব্রঞ্জ-কাষ্টিং সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। হস্তশিল্পের মৌলিক নক্‌সার অভিজ্ঞ স্রষ্টা। উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে গবেষণা কার্যে বিদেশ গমন। পুনর্বার উনিশশো চুয়ান্ন সালে ইতালী, হাঙ্গেরী ইত্যাদি দেশে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত। অধুনা ভারতসরকারের অধীন কোলকাতায় অবস্থিত পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক নক্‌সা-কেন্দ্রের অধিকর্তা।

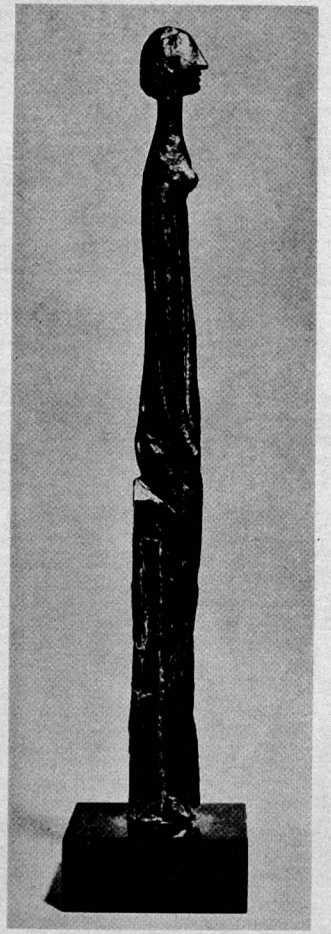

বাঁদিকে স্প্যানিস চিত্রশিল্পী পিকাসো-কৃত নারীমূর্তি। দ্রঃ উনত্রিশ পৃষ্ঠা। উপরে আমেরিকার ভাস্কর আর্‌চিপেঙ্কো-কৃত কেশবিন্যাসরতা নারী। দ্রঃ ছাব্বিশ পৃষ্ঠা।

আধুনিক যুগে পৃথিবীর সর্বত্র তথা ইউরোপেও শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভাস্কর্য স্থান পায় চিত্রকলার পর। ইউরোপীয় ভাস্কর্যের স্থানাবনতি সুরু হোয়েছে রেনেসাঁসের সময় থেকে। মধ্যযুগ পর্যন্ত চীন প্রভৃতি কয়েকটি দেশছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কলাশিল্পগুলির ভেতর ভাস্কর্যেরই ছিল প্রাধান্য।

অবশ্য অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সংগে তুলনায় আজকের ইউরোপীয় বা আমেরিকান ভাস্কর্য অনেক সজীব, বলিষ্ঠ ও বৈচিত্র্যময়, কিন্তু চিত্রশিল্প বা সংগীতের সম্বন্ধে যা জনচেতনা আছে, ভাস্কর্য সম্বন্ধে সে বোধ ওদেশেও তৈরী হয় নি।

স্কাল্‌প্‌চারল মনুমেণ্টগুলোর সঠিক মূল্য বিচার আধুনিক ইউরোপেও সাধারণতঃ রসবিশ্লেষণ দ্বারা করা হয় না। এখনও প্রধানতঃ তা করা হয় নীতিগত বিচারের মানদণ্ডে অথবা বাস্তবতার স্বতঃসিদ্ধ কানুন অনুযায়ী।

এর ফলে পাবলিক্‌ মনুমেণ্ট ইত্যাদির মূর্তির কাজগুলি বেশীর ভাগই যায় তথাকথিত অ্যাকাডেমিক ভাস্করদের হাতে। এই সব ভাস্করদের সংশিল্পীসুলভ বলিষ্ঠ সৃজনশীলতা থাকলেও প্রয়োজনের কাছে তাঁরা শিল্পমানসকে বলি দিয়েছেন। এঁদের কাজ প্রায়ই উচ্চশ্রেণীর কারিগরি শক্তির পরিচায়ক হোলেও সার্থক শিল্পসত্ত্বার দিক থেকে সাধারণতঃ হয় নিকৃষ্ট। সাধারণের মনে কোনরকম আলোড়ন বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না এমন একটি মিষ্টি গোছের মূর্তি তৈরীই থাকে এঁদের অনেকের লক্ষ্য।

বর্তমান প্রবন্ধে আধুনিক ভাস্কর্যের সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা উপরোক্ত তথাকথিত নকলনবিস গোষ্ঠীকে বাদ দিচ্ছি কারণ এই অ্যাকাডেমিক গোষ্ঠী বর্তমান পৃথিবীর সর্বত্রই এক এবং কোনওরকম সৃজনশীল স্বকীয়তা এঁদের কাজে আছে কিনা সন্দেহ।

আমাদের এই আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ধারক আর বাহক হোল গতিবেগ আর ফ্লুইডিটি। সময় ও স্পেস সম্বন্ধে বিচিত্র আর বিস্তৃত উপলব্ধির ভেতর দিয়ে তার অগ্রগতি। বর্তমান যুগের সৃষ্টিশীল মানুষ এই প্রচণ্ড গতিশীল যান্ত্রিক সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে তার সত্ত্বাকে অনুভব কোরতে চেষ্টা কোরছে। আধুনিক ভাস্কর্যের যে ধারাগুলির মধ্যে যুগোপযোগী এই

ফরাসী ভাস্কর মাইয়ল কর্তৃক নির্মিত কভারে মুদ্রিত 'এলাসিতা তটিনী' নামক মূর্তির কেবল মুখাবয়ব। দ্রঃ তেইশ পৃষ্ঠা।

এষণার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস দেখা যায় সেইগুলিই শুধু আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করবার চেষ্টা কোরবো।

আধুনিক ভাস্কর্য সম্বন্ধে অনেকে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনেন, তাঁরা কিন্তু জেম্‌স জয়েস-এর কবিতা বা আধুনিক চিত্রশিল্প সম্বন্ধে এ অভিযোগ সাধারণতঃ আনেন না, কারণ বোধহয় সাহিত্য ও চিত্র-শিল্পের ব্যাপক প্রসার। বর্তমান জটিল সভ্যতার পরি-প্রেক্ষিতে বুঝতে চেষ্টা কোরলে বোধহয় আধুনিক ভাস্কর্যকে বোঝাও অনেক সহজ হবে।

আধুনিক ভাস্কর্যের বিচিত্র সৃষ্টিশীল প্রসারের মূলে আছে বলা যায় সাহিত্যের হাত থেকে শিল্পের মুক্তি লাভ। বহু যুগ ধোরেই ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প ছিল সাহিত্যের অনুগত সেবক। চিত্র বা ভাস্কর্যের মূলে থাকতো কোনও সাহিত্যিক-কল্পনা বা আইডিয়া, যার মূল্যও যাচাই করা হোত সাহিত্যিক অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রচণ্ড এবং বৈপ্লবিক অগ্রগতির ফলে শিল্পীর সামনে এক বিরাট জ্ঞানের দ্বার খুলে গিয়েছে। জগৎ-জোড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচণ্ড আলোড়ন ক্লাসিকাল ও রেনেসাঁস ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ভিত্তি ভেঙ্গে দিয়েছে বলা যায়।

সম্পূর্ণ এক নতুন মানসিক পরিবেষ্টনী থেকে দেখে শিল্পী আজ সাহিত্যিক ভাবের চিত্রণ (ইলাস্‌ট্রেশান অব্‌ লিটারারি আইডিয়াস্‌) করা ছেড়ে আলো, গড়ন ও স্পেস-এর যে সংঘাত তারই উপর ভিত্তি কোরে শিল্প সৃষ্টিতে মন দিয়েছেন। আধুনিক শিল্পীদের আলো, গড়ন ও স্পেস নিয়ে এই যে বৈপ্লবিক পরীক্ষা সেটি না বোঝবার জন্যই আজকের দিনে তাঁদের কাজ নিয়ে প্রচুর ভুল বোঝাবুঝির উৎপত্তি হোয়েছে।

আধুনিক যুগের সমস্ত বৈপ্লবিক শিল্প-আন্দোলন-গুলির মূলেই আছে এই আলো, গড়ন ও স্পেস নিয়ে এক এক ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

উপরে আমেরিকার ভাস্কর উইলিয়ম জোরাচ্‌ নির্মিত 'টরসো'। দ্রঃ চব্বিশ পৃষ্ঠা। নীচে রুমানিয়ান ভাস্কর ব্রাঁকুসী-কৃত একটি প্রতীকধর্মী মূর্তি। দ্রঃ চব্বিশ পৃষ্ঠা।

ফিউচারিস্ট্‌দের মধ্যে অন্যতম ইতালীর ভাস্কর বোচিওনি কর্তৃক নির্মিত এক বিশিষ্ট মূর্তি। দ্রঃ সাতাশ পৃষ্ঠা।

স্প্যানিস চিত্রশিল্পী পিকাসো নির্মিত কোন এক নারীর মাথা। দ্রঃ ছাব্বিশ পৃষ্ঠা।

চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য তিনটিই দর্শনগ্রাহ্য শিল্প। সাহিত্যের আওতায় আসবার পূর্বে তিনটি শিল্পই ছিল পরস্পর নির্ভরশীল। সাহিত্যের আওতায় চিত্রশিল্প পায় প্রাধান্য ও সাহিত্যিক ভাব-প্রকাশের সুবিধার ভিত্তিতে ধীরে ধীরে গোড়ে ওঠে এদের ভেতর বিভেদের প্রাচীর। বর্তমান যুগে অনেকাংশে বিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্কারগুলির মাধ্যমে তিনটি দর্শনগ্রাহ্য শিল্প আবার কাছাকাছি আসতে পেরেছে এবং একত্রেই শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অংশগ্রহণ কোরছে। তাই ঐসব ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা আজ সুস্পষ্ট।

ইম্‌প্রেসনিজ্‌ম্‌ আন্দোলন যা সমস্ত শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেই এ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রভাব বিস্তার কোরেছিল, তা কখনই সম্ভব হোত না যদি না পদার্থ-বিজ্ঞানীরা আলোকরশ্মি সম্বন্ধে মূল্যবান আবিষ্কার-গুলি না কোরতেন।

গগ্যাঁ, মাতিস জাতীয় পোস্ট-ইম্‌প্রেসনিস্ট্‌, ফব বা সিমবলিস্ট্‌ বা আফ্রিকান বা পলিনেসিয়ান শিল্প-দ্বারা প্রভাবিত হওয়া দূরে থাক, এগুলোর অস্তিত্বই

স্প্যানিস ভাস্কর গোনজালেস নির্মিত 'লা মণ্টসেরাট'। দ্রঃ চব্বিশ পৃষ্ঠা।

জানতেন না যদি না ঊনবিংশ শতাব্দীতে এথ্নোলজিস্ট ও নৃতত্ত্ববিদেরা এগুলোর প্রচুর নিদর্শন ইউরোপে না নিয়ে আসতেন ও বিস্তৃত চর্চা না কোরতেন।

এই ভাবে এথ্নোগ্রাফিক আবিষ্কার আদিম ভাস্কর্য ও পদার্থবিজ্ঞানীদের সময় ও স্পেস-এর পরস্পর-নির্ভরশীলতা সম্বন্ধীয় নতুন আবিষ্কারের ভিত্তিতেই কিউবিজম্-এর সম্ভব হোয়েছিল।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অন্যান্য দিকের মতো নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা অভূতপূর্ব চর্চা কোরেছেন এবং ইউরোপের মানুষ এই সর্বপ্রথম সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সম্বন্ধে নানা ধরনের জ্ঞানলাভ কোরেছেন।

সৃজনশীল শিল্পী যাঁরা যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাবশতঃ রেনেসাঁস আমলের গ্রীক ও রোমক শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় অ্যাকাডেমিক শিল্প-ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা কোর-ছিলেন, তাঁদের সামনে এ যুগে নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এক বিশাল ঐশ্বর্যময় শিল্প-জগতের দ্বার খুলে দেয়। তাঁরা এই প্রথম দেখলেন ও বুঝলেন যে গ্রীক ও রোমক আওতার বাইরেও কত বিচিত্র ও সৃজনশীল শিল্প-আদর্শ সম্ভব। আফ্রিকা, ভারত, পলিনেসিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, মিশর ও সিরিয়া—প্রত্যেকটি অঞ্চলের শিল্প সৃষ্টির স্বকীয়তা অথচ সমস্ত পৃথিবীর শিল্প অনু-সন্ধিৎসার ভেতর একটি পারম্পর্য এই শিল্পীদের পশ্চিমী গ্রীক ও রোমক শৈলী সম্বন্ধেও গভীরতর দৃষ্টি খুলে দেয়।

ইউরোপে গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধোরে যে শিল্প-বিপ্লব চলছে বাইরের পৃথিবীর শিল্পকলা সম্বন্ধে আহৃত জ্ঞান অনেকাংশেই তার জন্য দায়ী।

ইউরোপীয় শিল্পকলায় বাইরের নানা দেশীয় ঐতিহ্যের যে মিশ্রণ তা বেশীর ভাগই হোচ্ছে ও হোয়েছে চিত্রশিল্পের মাধ্যমে এবং শিল্পীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রভাবিত হোয়েছেন বিদেশী ভাস্কর্যের দ্বারা। ফলে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে ইউরোপের বড় বড় চিত্রশিল্পীরা বিদেশী ঐতিহ্য প্রভাবিত নতুন অনু-ভূতিগুলি আরও ভাল কোরে বোঝবার জন্য ভাস্কর্যের শরণ নিয়েছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এঁরা কোরেছেন ক্লে বা ওয়াক্স মডলিং, কিন্তু ক্বচিৎ কেউ যে পাথর বা কাঠ কাটেননি তাও নয়। ফলে এ যুগের বড় বড় চিত্র-শিল্পী যথা মাতিস্, পিকাসো, মদিগলিয়ানি, রেনোয়া, ব্রাক্ ও দেগাকে দেখা যায় এ যুগের ভাস্কর্য আন্দোলনেরও পুরোভাগে।

বিংশশতাব্দীর শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে তার প্রকাশভঙ্গীর অসাধারণ বৈচিত্র্য এবং জটিলতা। শিল্পকলাতে প্রকাশভঙ্গি নিয়ে যে নানা জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সবই সুরু হোয়েছে চিত্রশিল্পের মাধ্যমে। কিন্তু ভাস্কর্য-শিল্পেও সবগুলি আন্দোলনেরই ঢেউ এসে লেগেছে।

নিউ-ইয়র্ক মিউজিয়াম অব মডার্ণ আর্ট-এর একজন ডিরেক্টর ভাস্কর্য-শিল্পের প্রধান শৈলীগুলিকে বিষয়-বস্তুর প্রকাশভঙ্গীর বিভিন্নতার ভিত্তিতে কয়েকটি

প্রথম মূর্তি জার্মানীর ভাস্কর লেহ্মব্রাক-কৃত হাটুর উপর উপ-বিষ্টা নারী। দ্রঃ তেইশ পৃষ্ঠা।

ডানদিকে জার্মানীর ভাস্কর লেহ্ম-ব্রাক-কৃত হাটুর উপর উপবিষ্টা নারী মূর্তিটির সম্পূর্ণ অংশ।

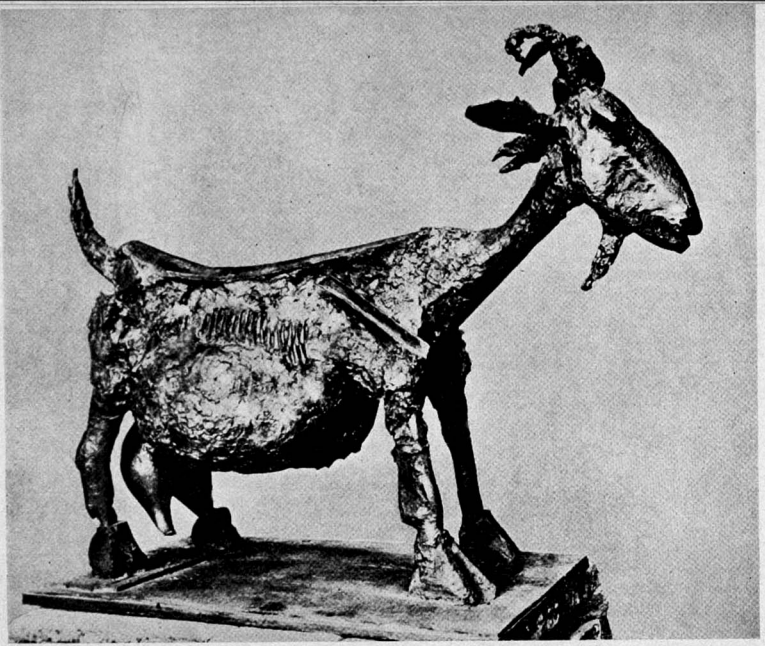

বিশিষ্ট ভাগে ব্যস্ত কোরেছেন। এই প্রবন্ধে আমরাও মোটামুটি এই ভাগগুলিকে অনুসরণ করবো।

শিল্পের ক্ষেত্র আন্দোলনগুলি একটার পর একটা যেভাবে এসেছে সেভাবে লিখতে গেলে এই দাঁড়ায় :

(১) আলোর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু।

(২) ভাবাদর্শক ভাববাঞ্জক বিষয়বস্তু—অব্‌জেক্‌ট আইডিয়ালাইজ্‌ড।

(৩) বিষয়বস্তুর শোধিত রূপ—অব্‌জেক্‌ট পিউরিফাইড।

উপরে স্প্যানিস চিত্রশিল্পী পিকাসো কর্তৃক প্রায়-ইম্‌প্রেসনিস্ট্‌ আদর্শে নির্মিত ছাগল। দ্রঃ একত্রিশ পৃষ্ঠা।

নীচে ফরাসী ভাস্কর লিপ্‌চিজ্‌ নির্মিত স্বচ্ছ-ভাস্কর্যের (ট্রান্সপেরেন্ট্‌ স্কাল্পচার) একটি নমুনা। দ্রঃ উনত্রিশ পৃষ্ঠা।

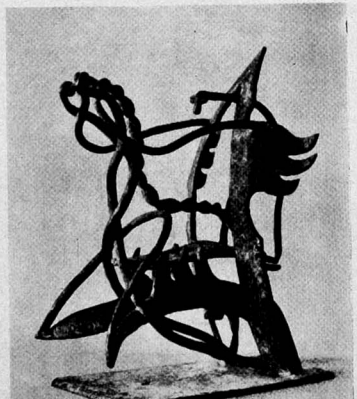

সুইস্‌ ভাস্কর ম্যাক্সবিল কর্তৃক নির্মিত একটি অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট সৃষ্টির নমুনা। দ্রঃ তেত্রিশ পৃষ্ঠা।

(৪) স্থিতি এবং গতির মাধ্যমে বিশ্লেষিত বিষয়বস্তু—দি অব্‌জেক্‌ট ডিসোসেটেড এ্যাট্‌ রেস্ট এণ্ড ইন মোশান।

(৫) জ্যামিতিক আদর্শে গঠিত বিষয়বস্তু—অব্‌জেক্‌ট কনস্ট্রাক্‌টেড অন জিওমেট্রিক প্রিন্‌সিপ্‌লস।

গত ষাট বছর ধোরে ইউরোপে এই যে বিষয়বস্তু নিয়ে নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তার ভেতর একমাত্র জ্যামিতিক আদর্শে গঠিত বিষয়বস্তু ছাড়া সর্বত্রই কোনও না কোন চেহারায় মানুষের বা জীবজন্তুর আদল বর্তমান।

এই শতাব্দীর প্রথম ভাগের ভাস্কর্যের ভেতর একমাত্র রোদ্যাঁ ছাড়া বোধহয় সবার কাজেই একক মানুষের মূর্তি—চতুষ্পার্শের সঙ্গে সংশ্রবহীন বিষয়বস্তু হিসাবে বিদ্যমান। পোট্রেট বাস্‌ট বা লোক-বিশেষের মূর্তি করা ক্রমেই কমে আসছে। অবশ্য অ্যাকাডেমিক গোষ্ঠীতে ছাড়া। সাহিত্যাদর্শের ছোঁয়া লাগে বলেই বোধহয় কয়েকটি ফিগার নিয়ে মূর্তি করাও ক্রমশঃ কম দেখতে পাই।

দ্বিতীয় দশকে সুরু হয় কিউবিস্ট্‌ ফিউচারিস্ট্‌দের

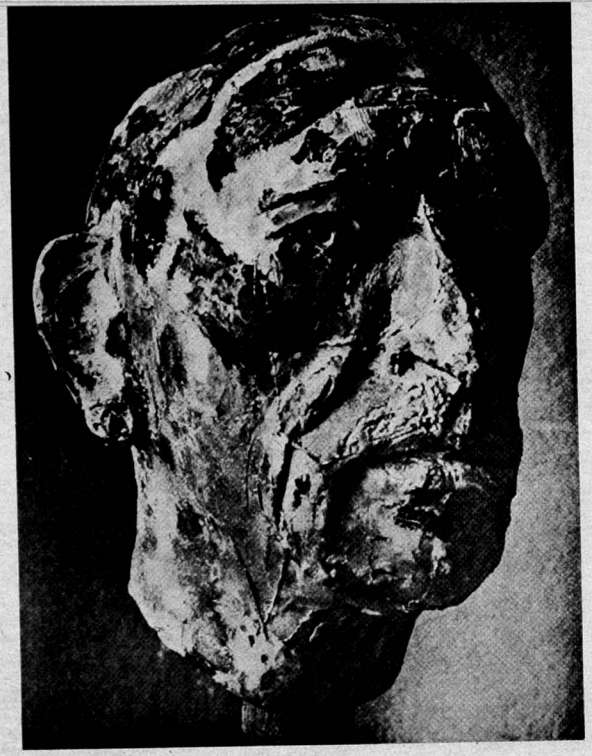

এক্সপ্রেসনিস্ট্ আদর্শে অনুপ্রাণিত ইতালীয়ান ভাস্কর মারিনী নির্মিত 'স্ট্রাভিন্স্কির মাথা'। দ্রঃ বত্রিশ পৃষ্ঠা।

ফর্ম কে ভেঙেচুরে দেখবার প্রয়াস। কিউবিস্ট্ চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের বক্তব্যের তফাৎ অত্যন্ত কম থাকবার জন্যই বোধহয় কিউবিস্ট ভাস্করদের অনেক সময় রিলিফ ভাস্কর্যের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়।

তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে জ্যামিতিক গঠনসচেতন (জিওমেট্রিক কন্স্ট্রাক্টিভিস্ট্) আন্দোলন জন্ম ও গতি লাভ করে কিউবিস্ট্ আন্দোলন থেকে। কিউবিস্ট্ আন্দোলন যেখানে জীবজগৎ থেকেই শিল্পের বিষয়-বস্তু নিয়ে ভেঙেচুরে তার রূপের (ফর্ম) গঠন (স্ট্রাকচার) দেখতে ও দেখাতে চেষ্টা কোরেছেন গতি (মুভমেন্ট), সময় ও স্পেস-এর পরিপ্রেক্ষিতে কন্স্ট্রাক্টিভিস্ট্-রা সেখানে জীবজগৎকে দিয়েছেন একেবারে বাদ। জ্যামিতিক ফর্ম-এর গঠনকে তাঁরা বুঝতে চেষ্টা কোরেছেন গতি, সময় ও স্পেস-এর পরস্পর নির্ভরতার মাধ্যমে। অনেক সময় তাই এঁদের ভাস্কর্যকে দেখতে পাই গতিশীল বা মোবাইল।

এই যুগেই আবার সুর্রিয়ালিজ্ম-এর জন্ম হয় অনেকটা যেন কিউবিস্ট্ ও কন্স্ট্রাক্টিভিস্ট্ আন্দোলনের প্রতিবাদ হিসাবে। মানুষের মূর্তি আবার ফিরে আসে বিষয়বস্তু হিসাবে যদিও অবচেতন মনের ছাঁকনিতে ছেঁকে তার পরিবেশনের চেহারা হোল আলাদা।

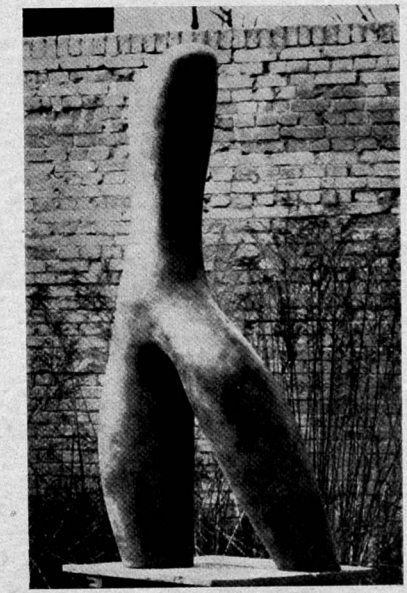

বাঁদিকে ফ্রান্সের ভাস্কর রোদাঁর সহকর্মী বুর্দেল নির্মিত নিজের মূর্তি। দ্রঃ তেইশ পৃষ্ঠা।

উপরে জার্মান ভাস্কর হার্তুংগ নির্মিত একটি মূর্তি। দ্রঃ তেত্রিশ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ দশকের পর যে নতুন আন্দোলনের জন্ম তাকে বলা যেতে পারে কন্স্ট্রাক্টিভিস্ট্ ও সুর্রিয়ালিস্ট্ আন্দোলনের সমন্বয়। সুর্রিয়ালিস্ট্দের মতো এখানে বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হোয়েছে 'অর্গানিক ফর্ম'কে আধার করে—জ্যামিতিক ফর্মকে নয়। কিন্তু আবার কন্স্ট্রাক্টিভিস্ট্দের মতো এখানে লক্ষ্য হোল দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কাজটির ফর্ম ও ফরম্যাল অ্যারেন্জমেণ্ট-এর প্রতি, যে অর্গানিক ফর্মকে আধার করা হয়েছে তার প্রতি নয়। প্রকৃতিকে এখানে ব্যবহার করা হোয়েছে শুধু শিল্পীর বাক্তব্যের আধার হিসাবে।

বৃটেনের ভাস্কর হেনরী মুর-কৃত মা ও শিশু। দ্রঃ বহিশ পৃষ্ঠা।

আলোর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু

আধুনিক পশ্চিমী ভাস্কর্যের প্রধান হোতা হোলেন রোদ্যাঁ এবং যে অপূর্ব প্রকাশভঙ্গী ও সজীব সারফেস্ ট্রিট্‌মেণ্ট-এর জন্য তিনি অমর হোয়ে থাকবেন তার জন্য অনেকাংশেই তিনি ঋণী ইম্‌প্রেসনিস্ট চিত্রশিল্পীদের কাছে।

সূর্যের আলো প্রতি মুহূর্তে গতিশীল ও প্রতি মুহূর্তে তা বদলে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে বিষয়বস্তুর রূপ যাচ্ছে বদলে এই আলোর সংঘাতে। আলো আর বিষয়বস্তুর এই সংঘাত ছিল ইম্‌প্রেসনিস্ট্-দের প্রধান উপজীব্য। ইম্‌প্রেসনিস্ট্‌রা যেমন আলোছায়ার ঝিকমিকি খেলাকে টুকরো টুকরো রং-এর বিন্যাসের মাধ্যমে প্রকাশ কোরেছেন—রোদ্যাঁ ও তাঁর সমগোত্রীয় ভাস্করেরা তাঁদের কাজে সেটা প্রকাশ কোরেছেন মূর্তির সারফেস্‌কে ছোট ছোট ভূমিতে (প্লেন-এ) ভেঙ্গে দিয়ে। এতে আলো ও ছায়ার খেলায় মূর্তির সমস্ত সারফেস্ সজীব হোয়ে ওঠে।

ইতালীয় ভাস্কর মেদার্দো রোস্সো রোদ্যাঁর সমসাময়িক ও সমগোত্রীয়। বোধহয় দুজনই দুজনের

বৃটেনের ভাস্কর হেনরী মুর-কৃত একটি নারীমূর্তি। দ্রঃ পঁচিশ পৃষ্ঠা।

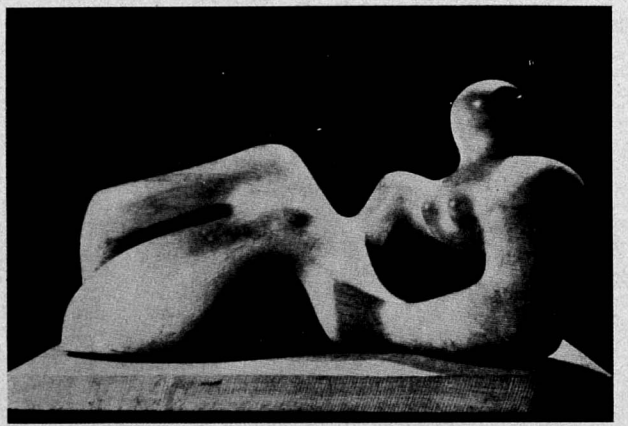

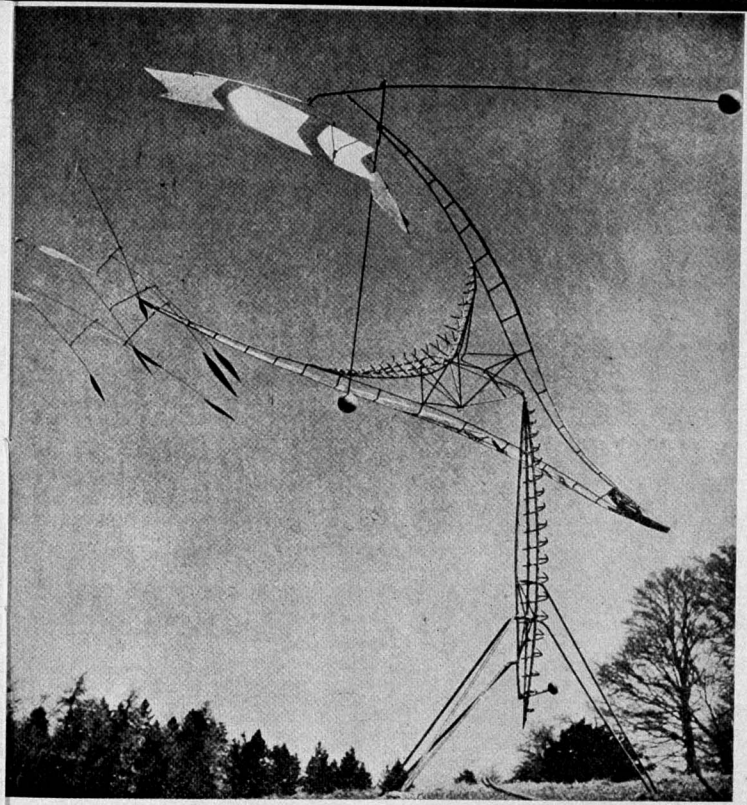

দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু অবয়ব ও শূন্যতার পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে রোদ্যাঁর যে বলিষ্ঠ দখল দেখা যায়, রোস্সোর যেন সেটা একটু কম। রোদ্যাঁর অনেক মেলোড্রামাটিক (নাটুকে) ভাস্কর্য থেকে আজ অনেকে আর তেমন রস গ্রহণ কোরতে পারেন না, কিন্তু এ-জাতীয় কাজগুলোরও গঠনবিন্যাস বা অঙ্গবিন্যাসের অপূর্ব নৈপুণ্যের জুড়ি মেলা ভার। তাঁর একক মূর্তিগুলির কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল।

রোদ্যাঁর ভাস্কর্যের অসাধারণ বৈভব ও প্রাণপ্রাচুর্য চিরকাল ভাস্করদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। এই বৈভবের মূল অনুসন্ধান কোরতে গেলে তাঁর প্রাঞ্জল বক্তব্যকেই তুলে দেওয়া যায়। তিনি বলেছেন, "First I made close studies after nature like *the bronze age*. (বোধহয় তাঁর প্রথম মূর্তি) Later I understood that art required more breadth—exaggeration, in fact, and my aim was then, after 'the

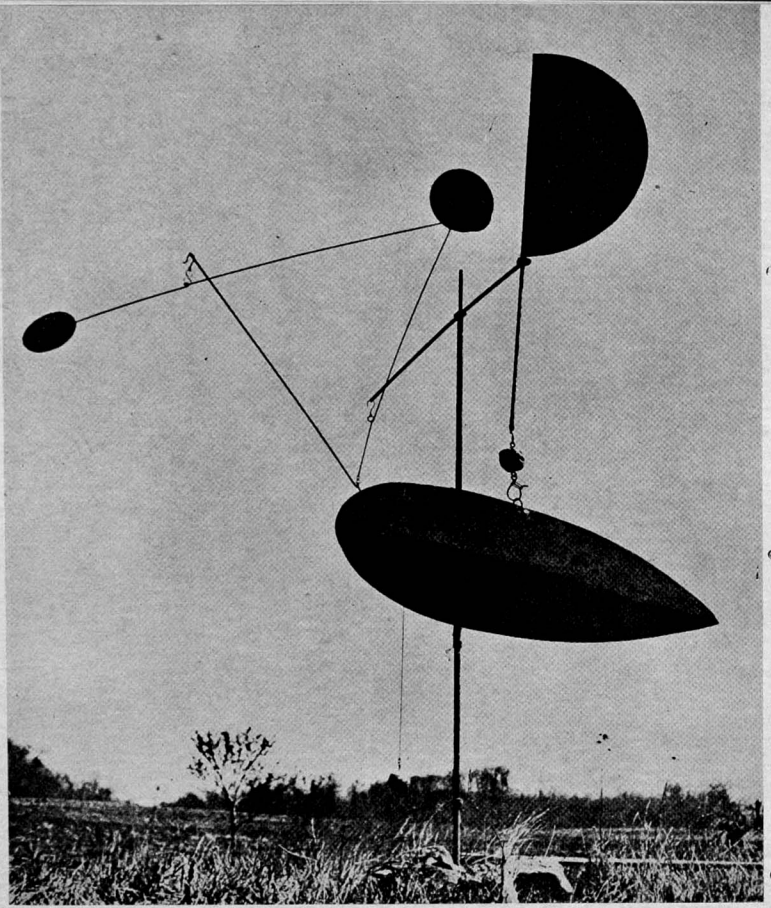

উপরে আমেরিকান ভাস্কর আলেক্‌জান্দার নির্মিত 'তার' ও 'পাতে'র উপকরণ দ্বারা নির্মিত একটি বিশিষ্ট ভাস্কর্যের নমুনা। দ্রঃ ঊনত্রিশ পৃষ্ঠা।

ডানদিকে প্রথম মূর্তি ইতালীয়ান ভাস্কর মদিগ্লিয়ানি নির্মিত একটি মাথা। দ্রঃ ছাব্বিশ পৃষ্ঠা।

ডানদিকে নীচে সুইস্‌ ভাস্কর জিয়াকোমেত্তি-কৃত 'প্রাসাদে যখন চারটি বাজে'। দ্রঃ ঊনত্রিশ পৃষ্ঠা।

Burghers of calais', to find ways of exaggerating logically that is to say, by reasonable amplification of the modeling. . In sculpture everything depends on the way modeling is carried out, and active line of the plane found, the hollows and projections rendered, and their connections." বুর্‌দেল ও দেস্‌পিও ছিলেন রোদ্যাঁর স্টুডিও সহকারী আর ব্রাঁকুসী, মাতিস্‌, পিকাসো প্রথম মূর্তি কোরতে নেমেছেন রোদ্যাঁর কাজের দ্বারা প্রভাবিত হোয়ে। দেগা, রেনোয়া, রোম্পো আর এপ্‌স্‌টিন এঁরাও রোদ্যাঁরই মতো ইম্‌প্রেসনিস্ট্‌ ও এক্সপ্রেসনিস্ট্‌ ভাবের দ্বারা অথবা রোদ্যাঁরই কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইংল্যাণ্ডের নাগরিক আমেরিকান ভাস্কর এপ্‌স্‌টিন-এর নাম আমাদেব দেশে সুপরিচিত, যদিও ইনি আফ্রিকা ও প্রাচোর অনেক দেশের মূর্তির অনুশীলন কোরেছেন এবং এঁর কাজে সে অনুশীলনের পরিচিতি আছে। তবুও এঁর কাজও মোটামুটি রোদ্যাঁ গোষ্ঠীর কাজগুলির পর্যায়েই ফেলা যায় এবং রোদ্যাঁর নিজস্ব প্রভাবও এঁর কাজে বিদ্যমান।

ভাবাদর্শক ভাববাঞ্জক বিষয়বস্তু—অব্‌জেক্‌ট আইডিয়ালাইজ্‌ড্‌

রোদ্যাঁর মূর্তির ভেতর আকারের সর্পিল গতি বাইরের দিকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিস্তার আর অস্থির গতিশীলতা দৃষ্টিকে আকর্ষণ কোরে রাখে। কিন্তু ফরাসী ভাস্কর মাইয়ল ও জার্মানীর লেহ্‌ম্‌ব্রাক্‌, বারলাক্‌ প্রমুখ ভাস্কররা কাজ কোরেছেন অন্য দৃষ্টিভংগী নিয়ে। রোদ্যাঁর কাজে আমরা দেখতে পাই আকার চারপাশের শূন্যতার ভেতর প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেকে বিস্তৃত করেছে। আর মাইয়ল, লেহ্‌ম্‌ব্রাক্‌ প্রভৃতির কাজে দেখতে পাই যেন প্রাচাসুলভ অভিব্যক্তি, 'যেখানে আকার (ফর্ম) নিজের ছন্দে সমাহিত। গতি বা ছন্দ এঁদের কাজে কোনও একটা বিশেষ মুহূর্তে, সীমিত (ফ্রজেন)। এঁদের কাজে মানুষের মূর্তি ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়ন বা আদর্শ-সংগঠন অনেকটা ভারতীয় মূর্তির মতো। মধ্যযুগীয় ইউরোপের গির্জা-গুলির ভাস্কর্যেও কতকটা ঐরূপ আদর্শের সন্ধান মেলে লেহ্‌ম্‌ব্রাক্‌-এর কাজের দীর্ঘায়িত বা এলংগেটেড

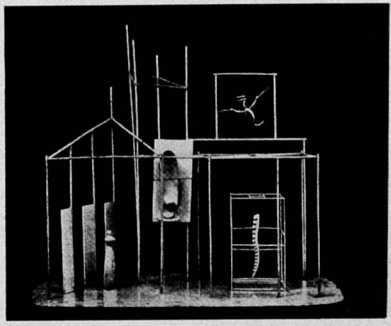

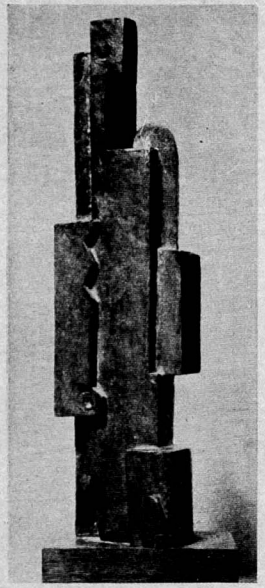

ফরাসী ভাস্কর লিপ্‌চিজ্‌ নির্মিত 'কম্পোজিসন'। দ্রঃ একত্রিশ পৃষ্ঠা।

গড়নেও আমরা জার্মান মধ্যযুগীয় প্রভাব দেখতে পাই।

লেহ্‌মব্রাক নিশ্চয় জার্মানীর শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর প্রথম দিকের কাজে মাইয়লের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট কিন্তু তাঁর 'নিলিং ওম্যান' প্রমুখ পরেকার কাজ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। মাইয়লের ছান্দিক অভিব্যক্তি, রোদ্যাঁর এক্সপ্রেসনিস্ট্‌ সুলভ অভিব্যক্তি ও মধ্যযুগীয় জার্মান ভাস্কর্যের লম্বাটে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শান্ত সৌন্দর্য অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে লেহ্‌মব্রাক তাঁর পরের কাজগুলিতে প্রকাশ কোরেছেন। তাঁর 'নিলিং ওম্যান' এ যুগের ভাস্কর্যের সর্বমহৎ সৃষ্টিগুলির ভেতর একটি। অপূর্ব বিদগ্ধতা—কাব্যিক করুণরস, প্রতি অঙ্গের সঙ্গে প্রতি অঙ্গের সামঞ্জস্য ও ছন্দের বন্ধন এবং অঙ্গসৌষ্ঠবের অপূর্ব প্রয়োগ মূর্তিটিকে ও মূর্তিকারকে অমর কোরে রাখবে।

আমেরিকান ভাস্কর উইলিয়ম জোরাচ্‌ও মাইয়ল প্রভাবিত একজন কৃতি ভাস্কর এবং এঁর কাজেও ভারতীয় ভাবাদর্শক মূর্তির আদল পাওয়া যায়।

স্পেন দেশীয় মূর্তিকার গোন্‌জালেস কাজ কোরেছেন লোহার পাত পিটিয়ে। তাঁর বেশীর ভাগ কাজই জ্যামিতিক গঠনমূলক বা স্যুরুয়ালিস্টিক হোলেও প্রথম দিকের কিছু কাজকে ভাবাদর্শক বলা যায়। 'লা মন্টসেরাট' তাঁর একটি এই জাতীয় কাজ যা তাঁকে বিখ্যাত কোরে রেখেছে।

বিষয়বস্তুর শোধিতরূপ—অব্‌জেক্‌ট পিউরিফাইড

বিষয়বস্তুকে শোধিতরূপে দেখেছেন যে সব ভাস্কর তাঁদের ভেতর ব্রাঁকুসীর নাম কোরতে হয় সবার আগে। পারী সহরে ইনি কাটিয়েছেন তাঁর শিল্পজীবন। ব্রাঁকুসীর ভাস্কর্য পরবর্তি ভাস্করদের অনেককেই কোন না কোনও দিক দিয়ে প্রভাবিত কোরেছে, কিন্তু ব্রাঁকুসী-শৈলী বা ব্রাঁকুসী স্কুল কখনও তৈরী হয় নি। তাঁর অনেক কাজই বিমূর্ত (অ্যাবস্ট্রাক্‌ট) হোলেও ব্রাঁকুসীর প্রথম যুগের কাজ সবই কোন জৈব আকারকে আধার কোরে করা। রূপকে তিনি দেখাতে চেষ্টা কোরেছেন সমস্ত বাহুল্য বর্জন কোরে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দিয়েছেন তার একটি প্রতীকধর্মী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যার মূল অনুসন্ধান কোরতে গেলে ব্রাঁকুসীর ভারতীয় দর্শন ও যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর আগ্রহের কথা জানা যায়। ব্রাঁকুসীর জন্ম হোয়েছিল রুমানীয়ায়। রুমানীয়ার লোকশিল্প ও এ-শতাব্দীর অন্য শিল্পীদের মতো আফ্রিকার আদিম শিল্পকলাও তাঁর কাজকে প্রভাবিত কোরেছে, কিন্তু সে প্রভাব ছিল প্রাচ্যের দর্শনজ্ঞান দ্বারা জারিত। ভাস্কর্যের আধার যে জড়বস্তু তার ভিতর দিয়ে তিনি জীবনের উৎস খুঁজতে চেষ্টা কোরেছেন—সেই জড়বস্তুর যে স্বকীয় ধর্ম তাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ কোরে নিয়ে। পাথরের টুকরো থেকে স্তরের পর স্তর কেটেছেন এই উৎসের সন্ধানে। তাঁর মূর্তি যখন পূর্ণরূপ পেয়েছে তখন এতোই তা সম্পূর্ণ তার গড়নের পূর্ণতায় বা সারফেস্‌-এর কারিগরিতায় —রূপের ছন্দে বা সীমারেখার গাম্ভীর্যে যে মনে হয় একচুল এদিক ওদিক হোলে কাজটি সম্পূর্ণ বৃথা হোয়ে যাবে। ভাস্কর্যকে গতিশীল কোরে দেখানও যতদূর মনে হয় ব্রাঁকুসীই প্রথম প্রচলন করেন। অনেক সময়ই তাঁর কাজকে তিনি ধীরে ঘূর্ণায়মান একটি বেদীর উপর রেখেছেন যাতে দর্শক একই আলোতে কাজটির নানাদিক থেকে যে আলোছায়ার দ্বন্দ তৈরী হয়—তা সম্পূর্ণ উপভোগ কোরতে পারেন। ব্রাঁকুসীর আর একটি অবদান হোল আধুনিক ভাস্করদের ভেতর সোজাসুজি পাথর বা কাঠকেটে মূর্তি গড়বার প্রচলন করা। জড় পাথর, কাঠ বা ধাতুর ভেতরও যে রূপ ও ছন্দের সুপ্ত অভিব্যক্তি আছে অন্য শিল্পীদের সামনে তিনি সেটা তুলে ধরেন।

জৈব আকারের অ্যাবস্ট্রাক্‌সান কোরেছেন আর যেসব ভাস্কর তাঁদের ভেতর হেনরী মুর ও আর্প আমাদের সুপরিচিত। আর্প কিছুটা স্যুরুয়ালিস্ট্‌ ঘেঁসা কাজ কোরলেও ব্রাঁকুসীরই মতো জৈব আকারকে তিনি সিম্বলিক রূপদান কোরেছেন।

হেনরী মুর তাঁর মহৎ ভাস্কর্যগুলির ভেতর দিয়ে মানুষের শরীরের শাশ্বতরূপ ও ছন্দগুলি দেখিয়েছেন তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর বিশেষ জোর দিয়ে, আবার কোথাও বা তাদের হ্রস্ব কোরে নিয়ে। আজকের বিবাদ-বিসম্বাদপূর্ণ পৃথিবী তাঁর কাজগুলিতেও এনে দিয়েছে যেন একটা বিষাদ ও বিপদসংকুলতার আবহাওয়া।

স্থিতি এবং গতির মাধ্যমে বিশ্লেষিত বিষয়বস্তু

রোদ্যাঁর পর ইউরোপীয় ভাস্কর্যের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার কোরেছে বোধহয় কিউবিজ্‌ম ও তার

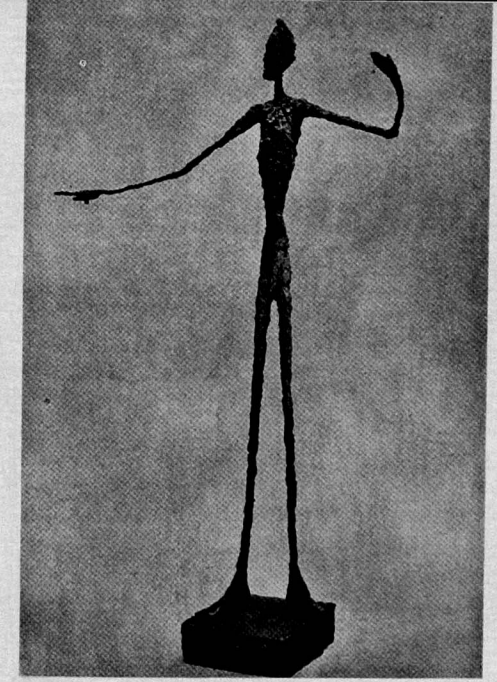

সুইস্‌ ভাস্কর জিয়াকোমেত্তি নির্মিত একটি মনুষ্য মূর্তি। দ্রঃ একত্রিশ পৃষ্ঠা।

নীচে রাশিয়ান ভাস্কর গ্যাবো-কৃত রেখার কম্পোজিসন।
ডানদিকে ফ্রান্সের কিউবিস্ট্ ভাস্কর লোরাঁজ নির্মিত 'লুনা'। দ্রঃ একত্রিশ পৃষ্ঠা।

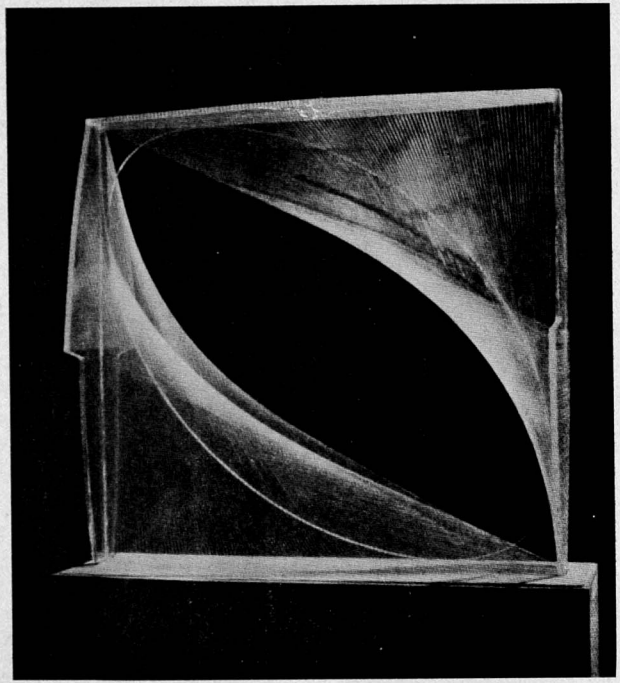

নিকট আত্মীয় ফিউচারিস্ট্ আন্দোলন।

কিউবিজ্‌ম ও ফিউচারিজ্‌ম প্রধানতঃ চিত্রশিল্পীদের আন্দোলন এবং যেসব ভাস্করেরা কিউবিস্ট্ ও ফিউচারিস্ট্ ভাস্কর্যকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত কোরেছেন তাঁরা হয় প্রধানতঃ চিত্রশিল্পী যেমন পিকাসো, মাতিস্ বা বোচিওনি অথবা চিত্রশিল্পের বিভিন্ন আন্দোলনগুলি সম্বন্ধে সদা-অনুসন্ধিৎসু ভাস্কর যথা আর্চিপেঙ্কো লিপ্‌চিজ্ বা অঁরি লোরাঁজ।

কিউবিস্ট্ ও ফিউচারিস্ট্‌দের আকার সম্বন্ধে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীকে বোধহয় কতকটা এইভাবে প্রকাশ করা যায়—কিউবিস্ট্‌রা আকারকে দেখছেন একই সঙ্গে নানা দিক থেকে অনেকটা স্থপতিসুলভ মনোভাব নিয়ে, যেমন ধরা যাক্ মানুষের আদল—একই সঙ্গে সেই আদলকে বাইরের রূপ ও তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও যোগাযোগগুলি বিশ্লেষণ কোরে দেখান হচ্ছে। এর উপর আছে শিল্পীর নিজের ছন্দবোধ ও

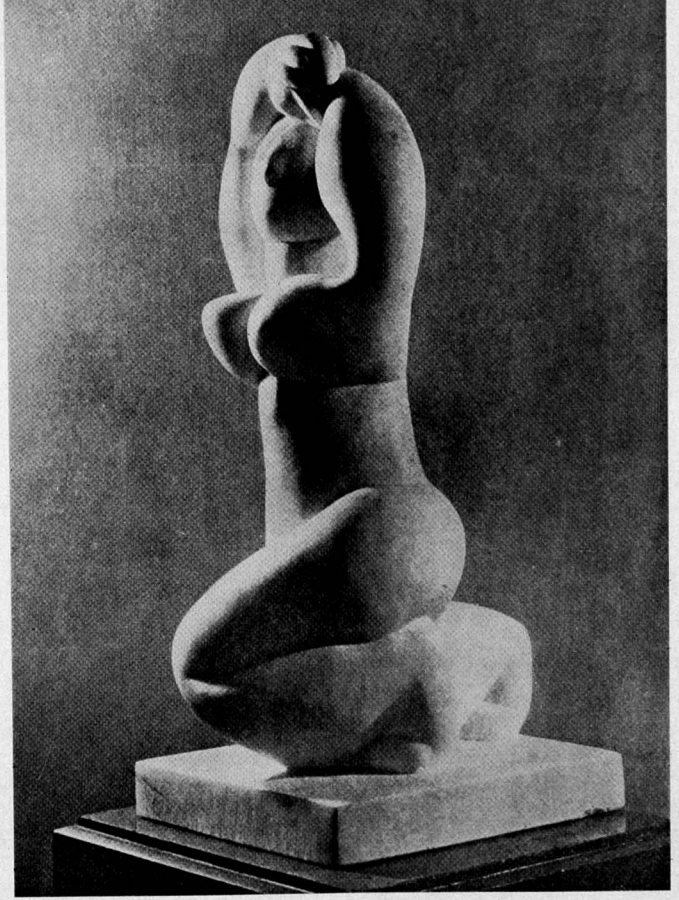

এই সচেতনতা যে তাঁর বক্তব্য দর্শকের সামনে একটি মানুষের চেহারা উপস্থিত করা নয়—মানুষের চেহারার গঠনবিন্যাস সম্বন্ধে তাঁর আধা-বৈজ্ঞানিক ও আধা-মিষ্টিক্ শিল্পোপলব্ধি বা মানুষের আকারের সত্তা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করা। ফলে আকারের গঠনবিন্যাস ও বিশ্লেষণ তিনি কোরেছেন এমনভাবে

ইতালীয়ান ভাস্কর মন্‌জু,
নির্মিত একটি নারী মূর্তি।
দ্রঃ বত্রিশ পৃষ্ঠা।

যাতে জৈবিক ছন্দবৈচিত্র্যে সেটি রসোত্তীর্ণ হয়।

কিউবিস্ট্‌রা যেখানে নিশ্চল বিষয়বস্তুকে এইভাবে দেখতে চেষ্টা কোরেছেন, ফিউচারিস্ট্‌রা সেখানে বিশ্লেষণ কোরে দেখতে চেষ্টা কোরেছেন চলমান বস্তুকে। একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না যে আজকের জগতে—বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব বিপ্লব যেমন রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে তেমনি দিয়েছে শিল্পের ক্ষেত্রে কিউবিস্ট্‌ ও ফিউচারিস্ট্‌দের প্রকৃতি এবং সত্তা সম্বন্ধে বৈপ্লবিক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী।

ইতালীর ফিউচারিস্ট্‌ ভাস্কররা বস্তুর গতিশীলতা দেখাতে গিয়ে প্রায়ই জীববস্তুর সঙ্গে যন্ত্রের রূপের মিলন ঘটিয়েছেন অথবা কোন নির্জীব পদার্থকে গতি পথে বিশ্লেষণ কোরে দেখাতে গিয়ে প্রায় তাকে যান্ত্রিক রূপদান কোরেছেন।

জ্যামিতিক আদর্শে গঠিত বিষয়বস্তু

ফিউচারিস্ট্‌ অনুসন্ধিৎসার ফলস্বরূপই এসেছে কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌ ভাস্কর্য। কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌ আন্দোলনের সূরু হোয়েছিল বোধহয় রাশিয়ায় গ্যাবো, পেভস্‌নার প্রভৃতি ভাস্করদের দ্বারা। ক্রমশঃ ইউরোপের প্রায় সব দেশের ভাস্করদের মধ্যেই এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এঁরা ছাড়া বেন নিকলসন্‌, বারবারা হেপ্‌ওয়ার্থ, ভেন্‌টাঙ্গেরলু প্রভৃতি এই আন্দোলনের সার্থক শিল্পী।

কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রা চেয়েছেন তাঁদের কাজ যাতে সমস্ত মানুষের কাছেই রসোত্তীর্ণ হয় এবং এইজন্যই তাঁরা জীবন্তরূপের কোনও প্রতিফলন সযত্নে তাঁদের কাজ থেকে বাদ দিয়েছেন, যাতে সমস্ত স্বকীয় ভাব-প্রবণতার উর্দ্ধে উঠে শুধুমাত্র জ্যামিতিক আকারকে বিভিন্ন ভূমিতে প্রয়োগ দ্বারা অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট ছন্দের মাধ্যমে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সৃষ্টি কোরে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ কোরতে পারেন। সমস্ত মানুষের কাছেই রসোত্তীর্ণ হবে এমন শিল্পসৃষ্টি করবার চেষ্টা আদর্শ হিসাবে খুবই প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে সক্ষম হওয়া অসম্ভব ও কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রাও এ-অসম্ভব সাধনায় সক্ষম হন নি।

ভেন্‌টাঙ্গেরলু প্রমুখ কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্টরা তাঁদের বক্তব্যকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন যেখানে তাঁরা ফর্ম ও স্পেস-এর ব্যালান্স (পরস্পর নির্ভর-শীলতা) ও টেন্‌সন (বিকর্ষণ) নিয়ে প্রায় গাণিতিক গবেষণার ভিত্তিতে রূপদান কোরেছেন।

কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রা তাঁদের বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করবার জন্য কাঁচ, প্ল্যাস্টিক প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ এমনকি তার, সুতো ইত্যাদি প্রায় প্রস্তরহীন দ্রব্যের ব্যবহার ভাস্কর্য-শিল্পের আঙ্গিকের অঙ্গীভূত কোরে নেন। এইসব নতুন আঙ্গিক হয়তো শিল্পীর সামনে অনেক কিছু ভাব সহজে প্রকাশ করবার পথ খুলে দিয়েছে কিন্তু ভাস্কর্যের একটি যে প্রধান গুণ —দৃঢ়তা, তা থেকে এ-জাতীয় কাজগুলি বঞ্চিত হোয়েছে।

কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রা জ্যামিতিক বিমূর্ত আকারের ব্যবহার কোরে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টি করবার চেষ্টা কোরেছেন বটে কিন্তু তা কতটা সত্যিই রসোত্তীর্ণ হোয়েছে বলা শক্ত। মানুষের চেতন ও অবচেতন মনে প্রকৃতি ও জীবনের যে ছাপ পড়ে তারই প্রতিফলন দেখতে পাই আমরা রসোত্তীর্ণ শিল্পে। একমাত্র কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রা ছাড়া তাই আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর সর্বত্রই ভাস্করেরা প্রকৃতি ও জীবনকেই তাঁদের সৃষ্টির আধার কোরেছেন।

ফরাসী চিত্রশিল্পী অঁরি মাতিস্‌ নির্মিত কোন এক নারীর আবক্ষ-মূর্তি। দ্রঃ ছাব্বিশ পৃষ্ঠা।

কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রা যখন বিমূর্ত রূপের সাহায্যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সাধনায় মগ্ন তখন একদল শিল্পী-বিদ্রোহ কোরলেন শিল্প সম্বন্ধে তাঁদের এই বুদ্ধিবাদী বিমূর্ত-দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে। কিউবিস্ট্‌দের প্রকৃতি ও জীবন সম্বন্ধে অতি সজাগ দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁদের কাছে মনে হোলো শিল্পসৃষ্টির স্বচ্ছন্দ বিকাশের পক্ষে বাধাজনক। তাই তাঁরা অবচেতন মনের গহনে ডুব দিয়ে স্বপ্ন জগতের রূপ রস আহরণ কোরে এবং সাহিত্যিক রূপকের রাজ্য থেকেও মালমশলা সংগ্রহ কোরে শিল্প সৃষ্টির কাজে লাগলেন। বিচারশক্তি শিল্পে স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরণার পথ সংকীর্ণ করে দিচ্ছে মনে কোরে এঁরা কাজ থেকে যুক্তি বা রিজনকে দিলেন নির্বাসন।

কিউবিস্ট্‌ আন্দোলনের সময় প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পিকাসো অনেকগুলি মূর্তি গড়েছিলেন—তারপর আবার তিনি মূর্তি গড়তে সুরু করেন ত্রিশ সালের কাছাকাছি স্যুরিয়ালিস্ট্‌ আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হোয়ে। এই সময় তিনি অদ্ভুত চেহারার ধাতু দিয়ে তৈরী কিছু মূর্তি এবং কতকগুলি বড় বড় লম্বাকৃতি-আবক্ষ মূর্তি ও পুরো মানুষের মূর্তি তৈরী করেন। লিপ্‌চিজ্‌ও এই সময় বোধহয় স্যুরিয়ালিস্ট্‌দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হোয়েই তথাকথিত স্বচ্ছ ভাস্কর্য বা ট্রান্স্‌পেরেণ্ট স্কাল্‌প্‌চার গড়া সুরু করেন কাল্পনিক আকারকে 'তার' ও 'পাতে'র বেষ্টনীর ভেতর ঘিরে।

সুইস্‌ ভাস্কর জিয়াকোমেত্তিকে এ সময় বলা যায় পুরাপুরি স্যুরিয়ালিস্ট্‌—তাঁর সব কাজেই আমরা পাই তাঁর অবচেতন মনের আভাষ এবং একটা রহস্যময় স্বপ্নের মতো ভাব। শূন্যতার ভেতর নানা রকম আকারের ছান্দিক সন্নিবেশনই তাঁর কাজের প্রধান উপজীব্য—অবশ্য তাঁর শূন্যতার চেহারা আমাদের সাধারণ-গ্রাহ্য শূন্যতার চাইতে আলাদা স্বপ্ন জগতের শূন্যতা।

আমেরিকান আলেক্‌জাণ্ডার ক্যাল্‌ডার-এরও শিল্প চেষ্টা—শূন্যতা আর আকারকে নিয়ে—কিন্তু তাঁর শূন্যতা আমাদেরই পরিচিত ও পারিপার্শ্বিক জিনিস —শুধু তাঁর আকারগুলো যেন শিশুসুলভ ফ্যান্টাসি ও মানুষের যন্ত্রপ্রেমের প্রতি বিদ্রূপের মিশ্রণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে যখন পশ্চিমী সমাজ যন্ত্রের নেশায় মশগুল—মানুষের থাকবার বাড়ীঘর, আসবাব-

পত্র থেকে তার শিল্পকর্ম এমনকি জীবনযাত্রা-প্রণালী পর্যন্ত যখন যান্ত্রিক রূপ নিচ্ছিল—তখন স্যুররিয়ালিস্টদের কাজে আমরা দেখতে পাই সেই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের নিশানা। যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে থেকেও প্রত্যেক মানুষের যে একটা আলাদা নিজস্ব সত্তা আছে তাকেই স্যুররিয়ালিস্টরা আবার নতুন কোরে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা কোরলেন।

শিল্পের বর্তমান যুগ

প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ায় বিপ্লব ও সাম্যবাদী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজনৈতিক বা সামাজিক বিপ্লবের আদর্শে সেখানকার শিল্পীরাও নতুন আদর্শ গ্রহণ করেন যা ইউরোপের সামগ্রিক শিল্পবিপ্লবের আদর্শ থেকে ভিন্ন। ফলে রাশিয়ার অনেক শিল্পী যাঁরা রাশিয়ায় বিপ্লবোত্তর নতুন শিল্প আদর্শ গ্রহণ কোরতে পারেন নি তাঁরা নানা কারণে রাশিয়া ত্যাগ কোরে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তি সময় রাশিয়ায় যে সব শিল্পীরা কাজ কোরেছেন তাঁদের আদর্শ ছিল সোসাল রিয়েলিজ্‌ম এবং তাঁদের কাজের রূপ ছিল মোটামুটি রিয়েলিস্টিক এবং ইলাস্ট্রেটিভ। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তি এই কালে শিল্প-জগতে রিয়েলিজ্‌ম-এর বহু রকম ব্যাখ্যা হোয়েছে এবং কাজও হোয়েছে নানা ধরণের। এমনকি কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রাও তাঁদের কাজের আদর্শকে বোঝাবার জন্য ঊনিশশো কুড়ি সালে 'রিয়েলিস্ট্‌ ম্যানিফেস্টো' বার কোরেছিলেন। রাশিয়ার সোসাল রিয়েলিজ্‌ম-এর শিল্পীরা যে বৃহত্তর ইউরোপের শিল্পবিপ্লবে নিজেদের বিশেষ কিছু অবদান দিতে পারেন নি তার কারণ বোধহয় এ যুগে রাশিয়ায় প্রকৃত শক্তিশালী শিল্পীর অভাব। সোসাল রিয়েলিজ্‌ম-এর রসোত্তীর্ণ পরিবেষণ—এঁদের যে সব কাজ আমরা বাইরে দেখেছি তাতে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নি। যুদ্ধোত্তর যুগে কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন হোচ্ছে এবং বাইরের শিল্প-আন্দোলনগুলির সংগে সাম্যবাদীদেশগুলির শিল্প-আন্দোলনের নৈকট্য অনেক বেড়েছে।

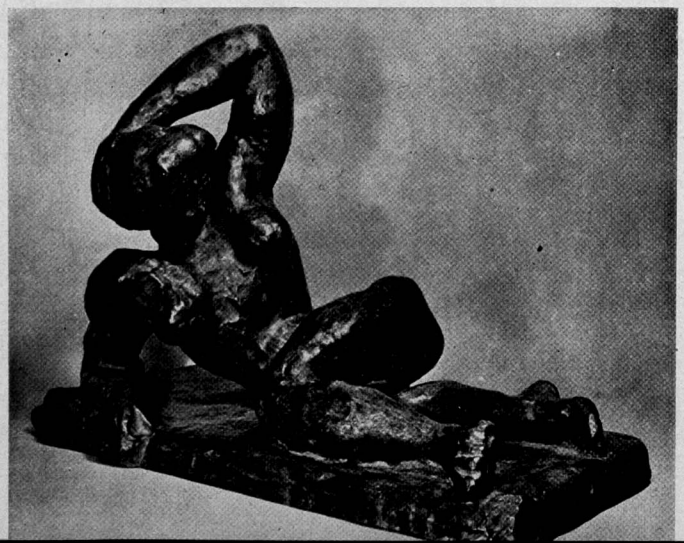

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার পরেকার ঝড়ঝঞ্ঝা ও বিনাশ মানুষের সমস্ত মূল্যবোধকে উলটপালট কোরে দিয়েছে ও শিল্প-ক্ষেত্রেও সেটা বাদ যায় নি। এর ফলে গত দশ বছর ভাস্কর্য-শিল্পের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে বলা খুব মুস্কিল।

রোদ্যাঁ, মাইয়ল ও ব্রাঁকুসী এখনও শিল্পীদের অনুপ্রাণিত কোরছেন এবং কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট ও স্যুররিয়ালিস্ট্‌ক আন্দোলন এখনও নতুন শিল্পীদের প্রভাবিত কোরছে। কিউবিজ্‌ম-এর সোজাসুজি প্রভাব খুবই কম বর্তমান যুগের শিল্পীদের উপর।

ক্রমশঃ বর্ধমান যে আন্দোলনের রূপ বর্তমানে দেখতে পাই তা হোলো আধা-বাস্তব ও আধা-ফ্যান্‌টাসি-র জগৎ থেকে নেওয়া আকারকে আধার করে আকার, শূন্যতা ও সময় সম্বন্ধে শিল্পীর বিমূর্ত আদর্শ রসোত্তীর্ণ রূপে প্রকাশ করবার চেষ্টা। আর একটি জিনিস যা যুদ্ধোত্তীর্ণ যুগের শিল্পীদের কাজে প্রচণ্ড সম্ভাবনার সূচনা কোরছে তা হোল যুদ্ধোত্তর যুগের মানুষের ডগ্‌মা-বিমুখতা। এই ডগ্‌মা-বিমুখতা একদিকে যেমন শিল্পীদের কাজে এনেছে একটি সহজভাব ও সাবলীলতা তেমনি দর্শকদের মানসিক-প্রসারণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতেও এনেছে বিস্তার, ফলে শিল্পী ও দর্শকের যে মানসিক নৈকট্যের সম্ভাবনা আজ দেখা দিয়েছে—শিল্প-বিপ্লবের প্রথম যুগগুলিতে যা সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধোত্তর যুগে পিকাসো মূর্তি কোরেছেন ছাগল কোলে মেষপালক, প্যাঁচা, নরমুণ্ড, ছাগল ইত্যাদি—প্রায় ইম্‌প্রেসনিস্ট আদর্শে। ছাগল বা প্যাঁচাতে খানিকটা স্যুররিয়ালিস্টিক রূপকের আভাষ আছে আর আছে মডলিং-এর ভেতর কিউবিস্ট সুলভ ঢেউ খেলান কাগজ ইত্যাদির ব্যবহার। পিকাসোর ভাস্কর্যের এই নতুন রূপ খুবই চমকপ্রদ কারণ চিত্রশিল্পে কোনও সময়ই তিনি এতোটা পিছনের দিকে তাকান নি। স্পেনের যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের সময় পিকাসো তাঁর বিদ্রোহ ও ঘৃণাকে জানাবার জন্য কিছু ছবি এঁকেছিলেন বাস্তব-ঘেঁষা রূপকের সাহায্যে, কিন্তু তাঁর ভাস্কর্যে বাস্তবের প্রতিফলন চিত্রশিল্পকে নিশ্চয় ছাড়িয়ে গেছে। যুদ্ধোত্তর যুগের মানুষ নিঃসংগতা (আইসোলেসন) সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিভোলিউসন-এর ফলে গড়ে-ওঠা যান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহের প্রতীক শিল্পজগতের আধুনিক আন্দোলনও হয়তো নিঃসংগতা সম্বন্ধে সচেতন হোয়ে শিল্প প্রকাশের এমন পথ খুঁজছেন যাতে তা অধিকতর মানুষের বোধগম্যতার ভিতর দিয়েও রসোত্তীর্ণ থাকে।

তাই দেখতে পাই লিপ্‌চিজ্‌, লোরাঁজি প্রমুখ কিউবিস্ট্‌-রাও এ যুগে বাস্তব-ঘেঁসা কাজ কোরছেন যদিও সেগুলি খুবই স্টাইলাইজ্‌ড।

মাইয়লের মৃত্যু হোয়েছে ঊনিশশো চুয়াল্লিশ সালে—তাঁর শেষ অপূর্ব কাজ এলায়িতা তটিনী—রিক্লাইনিং রিভার দেখলে বোঝা যায় তাঁর কাজের ধরণ শেষ পর্যন্তও বিশেষ বদলায়নি। আমেরিকান ভাস্কর মালদেরাল্লী মাইয়লের ধরণে ভাল কাজ করেন।

গ্যাবো, পেভস্‌নার, আর্প ও কাল্‌ডার মোটামুটি যার যার আগের ধরণেই কাজ কোরে চোলেছেন। কাল্‌ডারের কাজে একমাত্র পরিবর্তন বোধহয় কিছু-কিছু মোবাইলে টুংটাং শব্দ সংযোজনা।

জিয়াকোমেত্তির যুদ্ধোত্তর কাজে কিন্তু আমরা প্রচুর পরিবর্তন দেখতে পাই। স্যুররিয়ালিস্ট্‌ আমলে আকার ও শূন্যতা নিয়ে তাঁর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ যুগে তিনি শুধুমাত্র মানুষের মূর্তিকে উপজীব্য কোরেছেন। সে মূর্তি অবশ্য সরু ও লম্বা হোতে হোতে প্রায় রেখায় পর্যবসিত। অসীম শূন্যতার সংগে ঘন পদার্থের বা ভলুম-এর সামঞ্জস্য বিধানের একটা চেষ্টা তাঁর এই লম্বাকৃতি মূর্তিগুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌রা বিমূর্ত আকারের দ্বারা চতুষ্পার্শস্থ শূন্যতাকে জয় করবার চেষ্টা কোরেছেন কিন্তু জিয়াকোমেত্তি মানুষের প্রতীক ব্যবহারে যে রসসৃষ্টি সম্ভব কোরেছেন বিমূর্ত আকার দ্বারা তা কখনও সম্ভব কিনা সন্দেহ। জিয়াকোমেত্তির বর্তমান যুগের কাজগুলিকে কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌দের আকার সম্বন্ধে জ্যামিতিক বক্তব্যের জৈব উত্তর বলা যেতে পারে। চারিদিকের শূন্যতাকে পরিব্যাপ্ত কোরে জিয়াকোমেত্তির নিঃসঙ্গ প্রেতমূর্তিগুলি যেন স্বপ্নের ঘোরে উদ্ভ্রান্ত হোয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ যেন আজকের

ফরাসী চিত্রশিল্পী অঁরি
মাতিস্‌ নির্মিত কোন এক নারীর আবক্ষ-মূর্তি।

আমেরিকান ভাস্কর রজাক্
নির্মিত একটি বিশিষ্ট কাজের
নিদর্শন। দ্রঃ তেত্রিশ পৃষ্ঠা।

যুগের মানুষের দুঃসহ নিঃসঙ্গতার প্রতিচ্ছবি যার কাছে শূন্যতা (স্পেস) রাতারাতি ভয়াবহ পরমানবিক রূপ পরিগ্রহণ করেছে।

এ-যুগের একজন মহৎ ভাস্কর হেনরী মূরের আধুনিক কালের কাজে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ অন্য ভাব দেখতে পাই। যুদ্ধপূর্ব যুগের মূরের কাজেই ছিল একটা বিষাদময় নিঃসঙ্গ ভাব। তাঁর যুদ্ধোত্তর কাজে কিন্তু আমরা পাই নতুন সুর, নতুন রস। যুদ্ধের সময় মূর প্রচুর খসড়া ছবি এঁকেছেন বোমা থেকে বাঁচবার শেল্টার-এ বসে। বিপদের মুখে মানুষের সবরকমের রূপ দেখে জমা খরচের খাতায় বোধহয় তাঁর জমার অঙ্কটাই বড় হোয়েছিল তাই তাঁর পরেকার কাজে আমরা পাই আশার সুর, সুখের স্বপ্ন। এ যুগে করা তাঁর 'মা ও শিশু', 'পরিবার' প্রভৃতিতে তাঁর আগেকার কাজের দৃঢ়তা, বিশালত্ব (মনুমেণ্টাল কোয়ালিটি) এবং স্বকীয় জৈব ছন্দ বজায় থাকলেও একটি নতুন সাবলীলতা এসেছে যার প্রেরণাতেই বোধহয় তিনি এ যুগে মডেলিং কোরেছেন পাথরকাটা ছেড়ে। তাঁর 'ডাবল স্ট্যান্‌ডিং ফিগার' জাতীয় মূর্তিগুলি অদ্ভূত হোলেও তাতে বিষাদ নেই। পোকামাকড়ের মতো ধড় আর তক্তার টুকরোর মতো এখানে ওখানে লাগান গড়নে বরং আছে অবচেতন রূপকের ছাপ আর রঙ্গরসের আভাষ।

গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে যে নূতন ভাস্করেরা পরিচিতি লাভ কোরেছেন তাঁদের মোটামুটি তিনটি ভাগ করা যায়। প্রথম—ব্রাঁকুসী, মূর ও আর্প প্রভাবিত দল যাঁরা জীববস্তুর বিমূর্ত রূপকে কোরেছেন কাজের বিষয়বস্তু। দ্বিতীয়—যাঁরা মোটামুটি কন্‌স্টাক্‌টিভিস্ট্ ধরণের কাজ কোরে যাচ্ছেন ও তৃতীয় বিমূর্ত এক্সপ্রেসনিস্ট্ বা স্যুর্‌রিয়ালিস্ট্ দল যাঁদের আদর্শ বলা যেতে পারে জিয়াকোমেত্তি।

যশস্বী ইতালীয় শিল্পীদের তিনজন—মারিনি, মন্‌জু ও ফাজ্জিনি উপরে বর্ণিত শিল্পী-গোষ্ঠীর বাইরে প্রধানতঃ তাঁদের কাজে পাওয়া যায় রোদ্যাঁ ও রোস্সোর এক্সপ্রেসনিস্ট্ সুর।

এই তিনজন ভাস্করের মধ্যে মারিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নিজস্বতার অধিকারী। ঘোড়সওয়ার, আবক্ষ মূর্তি ও বসনহীন নারীমূর্তি এই তিনটি বিষয়বস্তুর বিভিন্ন পরিবেশনের ভেতর দিয়ে ইনি তাঁর শিল্পবক্তব্য বলবার চেষ্টা করেন। মারিনির তৈরী 'স্টাভিন্‌স্কি'র মাথার মতো জোরাল পোট্রেট হেড এ শতাব্দীতে রোদ্যাঁ ছাড়া বোধহয় আর কেউ করতে পারেন নি।

মন্‌জুর কাজে পাওয়া যায় একটা সাহিত্যিক গীতিকাব্যের সুর, বিশেষ করে তাঁর পোট্রেটগুলির মধ্যে। অনেকটা রোস্সোর মেজাজের কাজ হোলেও এঁর কাজ আরও বাস্তবানুগ।

ব্রাঁকুসী, মূর ও আর্প প্রভাবিত জীববস্তুর বিশুদ্ধ রূপকার এ যুগের ভাস্করদের মধ্যে আছেন বারবারা হেপ্‌ওয়ার্থ, কার্ল হারতুংগ ও আমেরিকান ইসামু নওচি। হেপ্‌ওয়ার্থের আধুনিক কাজ পূর্বের কাজের তুলনায় কম অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট হোলেও গঠনভঙ্গীর দিক থেকে তাদের মূরের তৃতীয় দশকের কাজের সঙ্গে তুলনা করা চলে। হারতুংগ জার্মান ভাস্কর, নাৎসী আমলে নিশ্চেষ্ট ছিলেন। বর্তমানে তিনি ব্রাঁকুসী ও আর্প-এর ধরণে সার্থক কাজ কোরছেন। তাঁর 'টরসো' সরলতা ও সজীবতার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

ইসামু নওচি আমেরিকায় অর্গানিক অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট ভাস্করদের নেতৃস্থানীয়। ইনিও ব্রাঁকুসীর ভক্ত ও ব্রাঁকুসীরই মতো বিমূর্ত রূপের অনেক আদর্শ গ্রহণ কোরেছেন প্রাচ্যের ভাস্কর্য থেকে।

যুদ্ধপূর্ব ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনায় বর্তমান 'অর্গানিক অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট' ভাস্করেরা তাঁদের কাজে ভল্যুম ও সলিডিটি সম্বন্ধে অনেক বেশী আগ্রহশীল এবং যেখানে ভল্যুম্-এর ভেতর ছেদ তৈরী করে তার ভিতর দিয়ে শূন্যতাকে (স্পেস) দেখান হচ্ছে, সেখানেও চতুষ্পার্শের আকারে দৃঢ়সংগঠনের অভাব নেই। শূন্যতা বা স্পেস এঁদের কাজে গৌণ। তার অস্তিত্ব যেন বোঝা যায় শুধু দৃঢ়সংগঠিত আকারের উপস্থিতিতে।

স্যুর্‌রিয়ালিস্ট্ বা কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিস্ট্‌দের মতে কিন্তু আকারটাই গৌণ এবং স্পেস-এর মহিমা বোঝানই আকারের কাজ। তাই অবশেষে দেখা যায় ঘনবস্তুতে খোদাই বা মডেল করা যেরূপ তার অপেক্ষা এঁদের কাজের আদল যেন দাঁড়ায় শূন্যতার উপর রেখায় এঁকে দেবার মতো।

যুদ্ধপূর্ব যুগের জার্মানীর 'বাউ হাউস' আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুইস ভাস্কর ম্যাক্স বিল ইদানীং ধাতুর চাদর ও কংক্রীট দিয়ে অনেক অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট কাজ কোরেছেন, আর কোরেছেন জার্মান উলমান ও আমেরিকান রিভেরা। অল্পবয়সী একদল ভাস্কর শিল্প-মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার কোরেছেন সরু তার বা কাঠের টুকরো ইত্যাদি। এঁদের কাজ এতোই সূক্ষ্ম ও হালকা যে তুলনায় গ্যাবো, পেভসনার-এর কাজকেও ভারি ও সলিড মনে হবে। শিল্পীর হৃদয়বৃত্তিগুলির চাইতে মস্তকই এই জাতীয় কাজগুলিতে পথপ্রদর্শক হওয়াতে প্রায়ই কাজগুলি প্রকৃত রসোত্তীর্ণ হয় নি।

অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট এক্সপ্রেসনিস্ট্‌দের ভেতর আছেন লিন চ্যাডউইক, রেগ বাটলার, আলেক্‌জান্ডার ক্যাল্‌ডার প্রভৃতি। ক্যাল্‌ডারের কথা পূর্বে বলা হোয়েছে আর চ্যাডউইক্ এঁর সার্থক শিষ্য।

রেগ বাটলারকে বলা যায় জিয়াকোমেত্তি প্রভাবিত। জিয়াকোমেত্তির পোকামাকড়ের মতো মানুষের আদল—রেগের মূর্তিতেও পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় কারিগরির দিক থেকে অতি নিপুণ পেটান লোহার কাজ।

আমেরিকা ও ইউরোপের বিশেষ করে ইংলণ্ডের অনেক নবীন ভাস্কর আজকাল পিতল, ব্রঞ্জ বা লোহা পেটাই ও ঝালাই করে মূর্তি গঠন কোরছেন। আগেকার যুগের প্রায় সব ভাস্করই কন্‌ভেন্‌সানাল ফর্ম-এর সঙ্গে লড়াই কোরে নতুন ফর্ম-এর সৃষ্টি কোরে গিয়েছেন। কিন্তু আজকের নবীন ভাস্করেরা লড়াই থেকে মুক্ত ও নতুন ফর্ম সৃষ্টিতে স্বচ্ছন্দ। নতুন অনুভূতির সন্ধানে ঢালাই ধাতুমূর্তির বদলে এঁরা কঠিন ধাতু দিয়ে হাতে গড়ছেন মূর্তি। আগামী দিনে এঁরাও হয়তো ভাস্কর্যে নতুন সম্ভাবনার আর একদিক খুলে ধরবেন রসিক জনের সামনে। একথা আশা করা খুবই স্বাভাবিক।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দগুলি অপরিচিত পরিভাষার আওতায় দুর্বোধ্য হওয়ার আশঙ্কায় অপরিবর্তিত রাখা হ'ল।

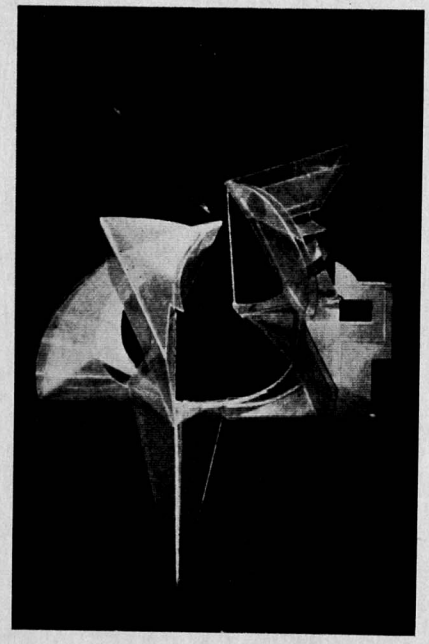

এযুগের বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর পেভস্‌নার-কৃত একটি বিমূর্ত ভাস্কর্য।

জীবনধারার কোলাহল নিঙ্‌ড়ানো
স্তব্ধ শুদ্ধ বাণীতে পাপড়ি ফোটা
মহেঞ্জোদড়ো মিশরে ও ব্যাবিলনে
প্রমূর্ত ঐ প্রাণের একটি মিনতি,
যেমন সিন্ধু সংগীত শুনিয়েছে
গম্ভীর মহা তপস্বী অম্বরে,—
মৃত্যু মিথ্যে, প্রেমডোর ধ'রে বাঁচব।
কোনও এক গলিপথে এথেন্সে
আল্‌প্‌স্‌ পর্বত কাটা পাথরে
ভাস্কর গড়েছে যে মূর্তি
নীরবে কি প্রার্থনা ধ্বনিছে!
দ্রাক্ষালতায় উষ্ণবাতাস চিরকাল ছুঁয়ে গেছে
ভূমধ্য ছোট সাগর কিনারা থেকে
সঞ্চিত ক'রে রেখে গিয়েছিল প্রাণের অমৃতকণা
চিরজয়ী প্রেম বীর্য কুলিন দৃষ্টি,—
ইটালিতে গ্রীসে
স্পেনে ও প্যারিসে
সরস্বতীর পদ্ম ফুটেছে দক্ষিণ ইয়োরোপে।

কারুকার্যে কি গায়ত্রী র'চে গেছে ভাস্কর এখানে!
স্পুট্‌নিক্‌-দ্রুত কাল না থামলো, জীবনের ধ্যানে
কালান্তরিত শিল্পী মগ্ন হ'য়ে আছে, অমরতা
এথেন্সের এ গলিতে,—নিস্পন্দ, তবুও কত কথা!

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

রোদ্যাঁর শিল্প-চিন্তা

শুভেন্দু ঘোষ

বিশিষ্ট সাহিত্যিক। পত্র-পত্রিকায় শিল্প-সম্পর্কে সারগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রায়শঃ রচনা কোরে থাকেন। এই প্রবন্ধটি সমালোচক পল গিসেল রচিত 'রোদ্যাঁ অন দি আর্ট অ্যান্ড আর্টিস্টস' গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

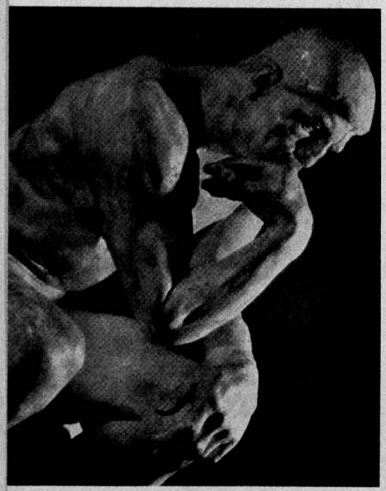

রোদ্যাঁ-কৃত একটি ভাস্কর্য।
নাম : চিন্তামগ্ন।

উনিশ শতকের শেষদিকে পশ্চিমী ভাস্কর্য-শিল্পীদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন অগুস্ত রোদ্যাঁ (১৮৪০—১৯১৭)। তাঁকে এক নতুন রকমের ভাস্কর্যের স্রষ্টা বলা চলে; তাঁর কাজেই, প্রথম, মূর্তির একটা খণ্ড—শুধু বুক থেকে মাথা পর্যন্ত, হয়তো শুধু একজোড়া হাত—একটা গোটা মূর্তির সমগ্র শিল্প-কর্মের মর্যাদা লাভ করে। মূর্তির মধ্যে নানা প্রবল চিত্তাবেগকে প্রস্ফুটিত কোরে তোলাই ছিল তাঁর প্রতিভার বিশেষত্ব।

রোদ্যাঁ দীর্ঘকাল ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে শিল্প-সাধনা কোরেছিলেন—সে-সাধনার মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল না বোলেই তাঁর শিল্পচিন্তার বিশেষ মূল্য আছে। আমরা এ প্রবন্ধে তাঁর শিল্প-চিন্তা যথাসম্ভব সংক্ষেপে এবং তাঁরই নিজের জবানীতে উপস্থিত কোরছি।

আর্ট সম্পর্কে রোদ্যাঁর মত হোল :

'আর্ট হোচ্ছে ধ্যান। আর্ট হোচ্ছে মনের সেই খুশি যা প্রকৃতির অন্তঃস্থল পর্যন্ত সন্ধান কোরে প্রকৃতি স্বয়ং যে-আত্মার দ্বারা প্রাণবন্ত তার আভাষ লাভ করে। আর্ট হোচ্ছে বুদ্ধির সেই উল্লাস যা বিশ্বের অন্তর পর্যন্ত পরিষ্কার ভাবে দেখে নিয়ে তাকে সত্যদৃষ্টির সাহায্যে নতুন কোরে সৃষ্টি করে। যে-চিন্তা দুনিয়াকে বুঝে নিতে চায় এবং দুনিয়াকে বোধ্য করতে চায়, তারই প্রকাশ হোল আর্ট। আর্ট হোচ্ছে রস। আর্ট হোচ্ছে—শিল্পী যে-সব বিষয় সৃষ্টি করেন, সেগুলির উপর শিল্পী-হৃদয়ের প্রতিফলন। তা হোচ্ছে : আবাস ও তার সাজসজ্জার উপর মানবাত্মার প্রসন্ন হাস্য;—মানুষের কাছে যা-কিছুর প্রয়োজন আছে, সে-সবেতেই মূর্ত, সে-সবের মধ্যেই নিহিত, চিন্তা ও ভাবের চমৎকারিতা, মোহিনী মায়া।'

আর্ট-সৃষ্টির ব্যাপারে বস্তু-নিষ্ঠতা সম্পর্কে রোদ্যাঁর বক্তব্য হোল :

'প্রাণময় জগতে যে-সব গতি আমি লক্ষ করি, আমার শিল্পকর্মে আমি সেগুলিরই প্রয়োগ করি। বাস্তবজগৎ স্বতঃপ্রণোদিত হোয়ে আমাকে যা দেয়, শুধু সেইটেই আমি শিল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করি। সব ব্যাপারেই আমি প্রকৃতিকে মেনে চলি, কখনো তাঁকে আদেশ করার মত ঔদ্ধত্য-প্রকাশ করি না। প্রকৃতিকে উন্নত করার—প্রকৃতির উপর টেক্কা দেওয়ার কোন দাওয়াই আমার জানা নেই। শিল্পীর একমাত্র উপায় হচ্ছে দেখা। বহিরাবরণের নীচে যে-সব সত্য লুকিয়ে থাকে, শিল্পীর চিত্তাবেগ তাঁর কাছে সেগুলিকে মুক্ত কোরে ধরে। শিল্পী দেখেন, অর্থাৎ তাঁর চোখ দুটিকে তাঁর হৃদয়ের উপর স্থাপন কোরে তিনি প্রকৃতির অন্তঃস্থল পর্যন্ত গভীরভাবে অনুধাবন করেন।'

নিজের রচনাগুলি দেখিয়ে রোদ্যাঁ বোলতেন, 'ঐ ছাঁচে-ফেলে-তৈরী মূর্তিটা—ওটা আমার খোদাই-করা মূর্তির চেয়ে কম সত্য।...ছাঁচে শুধু বাইরেটাই রূপ পেয়েছে, আর খোদাই-করা মূর্তিতে আমি আত্মাটাকেও রূপায়িত কোরেছি,—সে আত্মাও নিশ্চয়ই প্রকৃতির একটা অংশ। যে আত্মিক অবস্থাটাকে—যে ভাবটিকে—আমি ধোরে দিতে চাই, যে-সব রেখাদ্বারা সেটা সবচেয়ে ভাল কোরে ফুটে ওঠে, সেই রেখাগুলির উপর আমি বিশেষ জোর দিই। যে অনুভূতিটি আমার দৃষ্টিকে প্রভাবিত কোরেছিল, সেই অনুভূতি আমার প্রকৃতিকে যেমনটি দেখিয়েছিল, আমি তেমনিটিই তার প্রতিরূপ সৃষ্টি কোরেছি।'

প্রকৃতির সবকিছুই কি সুন্দর?—এ প্রশ্নের উত্তরে

রোদ্যাঁ বোলেছিলেন :

'প্রকৃতির মধ্যে যেটাকে সাধারণতঃ কুশ্রী বলা হয়, শিল্পে সেটা খুবই সৌন্দর্যময় হোতে পারে। কোন মহান্ শিল্পী বা লেখকের হাতে পড়লে কুশ্রীতা তখনই রূপান্তরিত হোয়ে যায়। ভেলাস্‌ক্বেজ (velasquez) আঁকলেন রাজা চতুর্থ ফিলিপের 'বামন' সেব্যস্থিতনের ছবি; তার চোখে তিনি এমন একটা মর্মস্পর্শী চাহনি ফুটিয়ে তুললেন যে, সেটা দেখামাত্র, সেই দুর্ভাগা বিকৃতদেহ জীবটির সমস্ত গোপন অন্তর্বেদনা,—জীবিকার জন্যে যে-মানুষকে তার মানবীয় মর্যাদা খোয়াতে বাধ্য হোতে হোয়েছে, একটা খেলার জিনিষ, একটা হাসি-তামাসার জিনিষে পরিণত হোতে হোয়েছে, তার জীবনের সমস্ত দুর্বিষহ যন্ত্রণা—আমাদের কাছে স্পষ্ট হোয়ে ওঠে। ফ্রাঁসোয়া মিলে (Francois Millet) আঁকলেন একটা চাষীর ছবি : শ্রমজীর্ণ, রৌদ্র-দগ্ধ হতভাগা একটা মানুষ, আঘাতের পর আঘাত পেয়ে মোহাচ্ছন্ন-হোয়ে-পড়া ভারবাহী কোনো পশুর মতই সে নির্বোধ—নিড়ানির হাতলের উপর ভর দিয়ে একটু-খানি জিরিয়ে নিচ্ছে সে। তার চোখেমুখে নিয়তি-বিহিত দুঃখদুর্দশার নিকট এমন একটা মহিমময় আত্মসমর্পণের ভাব ফুটিয়ে তুললেন শিল্পী, যে, যেন-কোন্-দুঃস্বপ্নের-জগৎ-থেকে-উঠে-আসা এই জীবটিই আমাদের চোখে

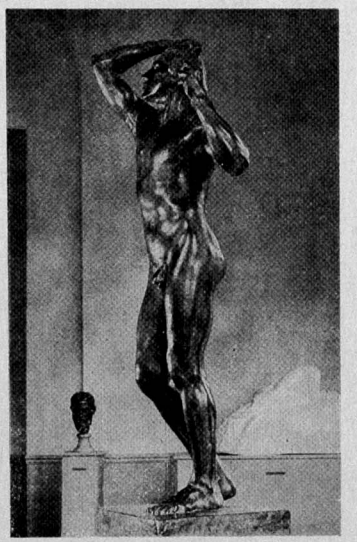

বাঁদিকের পাতার ভাস্কর্যটি রোদ্যাঁ-কৃত
একটি দণ্ডায়মান মূর্তি

নীচে রোদ্যাঁ-কৃত বিখ্যাত ফরাসী
সাহিত্যিক ব্যালজাকের প্রতিমূর্তি

সমস্ত মানুষ-জাতির একটা মহান্ প্রতীক হোয়ে উঠল। ঐরকম সেক্‌স্‌পীয়র যখন আয়াগো বা তৃতীয় রিচার্ডের চরিত্র-চিত্রণ করেন, র‍্যাসিন্ যখন নেরো বা নার্সিসসের চরিত্রাঙ্কন করেন, তাঁদের স্বচ্ছ ও অন্তর্ভেদী মানস-দৃষ্টির গুণে নৈতিক কুশ্রীতাও হোয়ে ওঠে একটা চমৎকার সৌন্দর্যের বিষয়। বস্তুতঃ, যা-কিছুরই চরিত্র আছে, শিল্পে তা-ই সুন্দর। চরিত্র হোচ্ছে : যে-কোন প্রাকৃতিক বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য—সে-বস্তু কুৎসিত হোক্ বা সুন্দর হোক্। এটাকে দুগুণ সত্যও বলা চলে, কারণ, এটা হোচ্ছে বহিঃসত্যে রূপায়িত অন্তঃসত্য। এ হোচ্ছে মানুষের চোখমুখের ভাবের দ্বারা, তার অঙ্গভঙ্গী ও কাজের দ্বারা, আকাশের সূক্ষ্ম রঙের দ্বারা, দিগন্তের রেখাগুলির দ্বারা প্রকটিত আত্মা, নানা রকমের অনুভূতি ও ধারণা। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চোখে প্রকৃতির সবকিছুরই একটা চরিত্র আছে, কারণ তাঁদের দৃষ্টির ঋজু একাগ্রতা সব বস্তুরই অন্তর্লীন অর্থটিকে খুঁজে বার করে। তা ছাড়া, প্রকৃতিতে যাকে কুৎসিত বোলে মনে করা হয় সেটা, যাকে সুন্দর বলা হয় তার চেয়ে অধিকতর 'চরিত্র' নিয়ে উপস্থিত হয়। তার হেতু হোচ্ছে এই যে, অন্তরের সত্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মুখের মধ্যে যতখানি ফোটে, তার চেয়ে বেশী স্পষ্ট হোয়ে ওঠে রুগ্ন মুখের মধ্যে, পাপা-সক্তের মুখের রেখায় রেখায়, সর্বপ্রকার বিকৃতি ও

অপর পৃষ্ঠার ফরাসী সাহিত্যিক ব্যালজাকের মূর্তির
বড় কোরে দেখানো উপরের অংশ।

জীর্ণতার মধ্যে। আর্টে কুশ্রী বোলে কিছু নেই—শুধু, যার মধ্যে কোন চরিত্র নেই, যা আন্তর বা বাহ্য কোন সত্যকেই আভাসিত কোরতে পারে না, তা ছাড়া। যা-কিছু মিথ্যা বলে—অসত্যকে সত্য বোলে চালাতে চায়—আর্টে কেবল সেইটাই হচ্ছে কুশ্রী। শিল্পী যখন যন্ত্রণা-জনিত বিকট মুখভঙ্গীকে, বার্ধক্যজনিত দেহের বিকৃতিকে, মানসিক বিকার-জনিত বীভৎসতাকে, মোলায়েম কোরতে যান তখনই তিনি কুশ্রীতা সৃষ্টি করেন; কারণ, তখন তিনি সহজ সত্যকে দেখে ভড়কে গেছেন। শিল্পীর চোখে সবই সুন্দর, কারণ তিনি সর্বদাই আত্মিক সত্যের আলোকে বিচরণ করেন। তাঁর চিত্তের উল্লাস কখনো কখনো ভয়াবহ হোয়ে উঠতেও পারে, তবু তা আনন্দই; কারণ, সে-উল্লাস যে সত্যের নিরন্তর বন্দনা!'

আর্টের সার্থকতা কিসে? সে কি শুধু চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গুলির তৃপ্তি-সাধনে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রোদ্যাঁ বোলেছেন :

'সুন্দর একটা নিসর্গ-চিত্র শুধু যে তদ্-উদ্রিক্ত সুখকর ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারাই আমাদের মনকে নাড়া দেয়, তা নয়; সেটি আমাদের মনে যে-সব ধ্যান-ধারণা জাগায় সে-গুলির দ্বারাই নাড়া দেয়। সে-চিত্রের রেখাগুলি বা বর্ণ-গুলি, রেখা বা বর্ণ হিসাবেই আমাদের নাড়া দেয় না, তাদের মধ্যে যে নিগূঢ় অর্থ রোয়েছে তার দ্বারাই আমাদের মনকে বিচলিত করে। বিশুদ্ধতম মহৎ শিল্প-কর্ম হোচ্ছে সেগুলিই যাদের মধ্যে রূপ, রেখা বা বর্ণের এতটুকু নিরর্থক বাহুল্য নেই, এতটুকু অপচয় নেই; বরঞ্চ, সব-কিছুই—একেবারে সব-কিছুই—হোচ্ছে চিন্তা ও আত্মার প্রকাশক। বিশ্ব তাঁর কল্পনায় যে রকমটি ধরা পড়েছে সেইমতই তাকে রূপ দিতে গিয়ে শিল্পী তাঁর নিজের স্বপ্নগুলিকেই ফুটিয়ে তোলেন। প্রকৃতির জয়-গান কোরতে গিয়ে তিনি নিজ আত্মারই জয়স্তুতি রচনা করেন। এইভাবেই তিনি মানুষজাতির আত্মাকে সমৃদ্ধ করেন। কারণ, নিজ আত্মার রঙে জড়জগৎকে রাঙিয়ে তুলে শিল্পী তাঁর পুলকিত মানুষ-ভাইদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটন কোরে দেন অনুভূতির কত শত অজানা সূক্ষ্ম স্তর। তিনি তাদের দেন—জীবনকে ভালবাসবার নূতন নূতন হেতু, তাদের চলার পথে নূতন নূতন আলো।'

রোদ্যাঁ নির্মিত একটি অপূর্ব
ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন।
মনে হয় ডিম্বাকৃতি কোনো একটি
বস্তুর খোলা ভেঙে যেন
বেরিয়ে আসছে বাসনায় আবদ্ধ
দুটি প্রাণী।

রোদ্যাঁ নির্মিত মিলনের স্বর্গীয়রূপ।

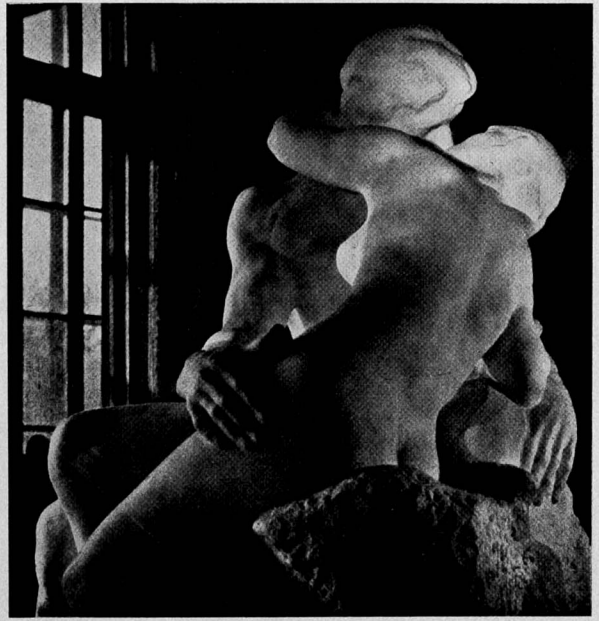

অসীমের প্রতি মানবাত্মার যে অভীপ্সা, রোদ্যাঁ তাকেই ধর্ম আখ্যা দিয়ে বোলেছেন :

'ধর্ম হোচ্ছে অসীমের প্রতি, অনন্তের প্রতি আমাদের বিবেকের গূঢ় এষণা। লোকে মনে করে, আমরা শিল্পীরা যেন শিশু; শিশুরা যেমন খেলনা নিয়ে খেলে, আমরাও তেমনি কেবলি-বদ্‌লে-যাওয়া রঙ নিয়ে আমোদ করি। আমাদের তারা ভুল বোঝে। রেখা আর রঙ আমাদের কাছে গৃহীত সত্যের প্রতীক মাত্র। আমাদের চোখ পদার্থের বাহারূপের গভীরে ডুব দিয়ে তার অর্থে পৌঁছোয়; পরে, আমরা যখন সে-পদার্থকে রূপায়িত করি, তখন আমরা তার ঐ আত্মিক অর্থটাও যোগ কোরে দিই। যিনি মহাশিল্পী, তিনি সর্বত্রই আত্মার ডাকে আত্মার সাড়া শুনতে পান। সুতরাং, তাঁর চেয়ে বেশী ধার্মিক লোক কোথায় পাবে? মিশরী ভাস্কর্যের যে কোন বড় কাজ—তা সে মানুষের প্রতিমূর্তি হোক, কি পশুরই হোক্—ভালো কোরে দেখে বলুন তো, আসল রেখাগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়ার ফলে, সেগুলি কি এক-একটা স্তোত্রের মত হয়ে ওঠে নি? একটা সাধারণীভূত রূপ রচনার অর্থাৎ তার প্রাণময়তা না খুইয়ে বস্তু-রূপের মূল সত্যটাকে ফুটিয়ে তোলার শক্তি যে শিল্পীর আছে তিনিই ঐ রকম ধর্মীয় হৃদয়াবেগের উদ্রেক কোরে থাকেন। তার কারণ, মৃত্যুহীন সত্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি যে হর্ষের শিহরণ বোধ কোরেছেন, সেই শিহরণই তো তিনি আমাদের চিত্তে সঞ্চার কোরে দেন। রহস্যময়তা (অজানার ইঙ্গিত), একটা বাতাবরণের মত মহান্ শিল্পীদের মহত্তম কাজগুলিকে ঘিরে থাকে। যে বেড়াটি অজ্ঞেয়কে আমাদের কাছ থেকে তফাৎ কোরে রাখে, বড় বড় শিল্পীমাত্রেরই যাত্রা হল তারই অভিমুখে।'

মূর্তি-খোদাই করার পদ্ধতি সম্বন্ধে রোদ্যাঁ বোলতেন, 'মূর্তি খোদাই কোরতে গিয়ে, মূর্তিটাকে কখনো লম্বা-লম্বিভাবে দেখো না, সর্বদাই তার ঘনত্বের দিকে দৃষ্টি রেখো। মূর্তিটাকে কল্পনা কোরতে হবে তার বিভিন্ন ভাগ থেকে ঠেলে-বেরিয়ে আসা ছোট বড় নানা পিণ্ড হিসাবে। দেহের বিভিন্ন অংশকে এক-একটা কম-বেশী চ্যাপ্‌টা উপরিতল (surface) হিসাবে কল্পনা না কোরে, ভিতর থেকে ঠেলে বের-হওয়া অংশ হিসাবে আমাদের ধোরতে হবে। দেহকাণ্ডের বা অঙ্গগুলির প্রত্যেকটি স্ফীতিকে আমি প্রকাশ কোরেছি চর্মের গভীরে অবস্থিত কোনো পেশী বা অস্থির স্ফুরণ হিসাবে। এই জন্যই আমার তৈরী মূর্তিগুলির সত্য প্রাণশক্তিরই মত ভিতর হোতে বাইরে ফুটে উঠেছে বোলে মনে হয়।'

চিত্রণশিল্পে রঙের একটা বড় স্থান আছে, ভাস্কর্যেও কি তার স্থান আছে? রোদ্যাঁ বোলেছেন, আছে। তিনি বোলেছেন, 'কথাটা শুনতে অদ্ভুত ঠেকতে পারে, তবু শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মাত্রেই শ্রেষ্ঠ চিত্র খোদাইকারের মতই বর্ণ-বিদ্। ভালো রকম রূপ-গঠনের (মডেলিং-এর) ফুলই হল বর্ণ। যে কোনো সুদক্ষ ভাস্কর মূর্তির কোনখানে কী রকম আলো পড়া চায়, কোনখানে কতখানি ছায়া পড়া দরকার, সে-সব বিবেচনা কোরে প্রয়োজনীয় নানা

কৌশল প্রয়োগ কোরে তাঁর মূর্তি গোড়ে থাকেন, সুতরাং খোদাই-চিত্রের মতই ভাস্কর্যেও রঙের একটা বিশেষ স্থান থেকে যায়।'

ভাস্কর্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে রোদ্যাঁ বলেন, 'প্রাণ ছাড়া আর্ট সম্ভব নয়। প্রাণের মায়াটিকে সৃষ্টি কোরতে হয় ভালো মডেলিং কোরে এবং মূর্তিতে গতি সঞ্চার কোরে। ভাল ভাস্কর্য-কাজের এ দুটি হোল রক্ত ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মত।'

মূর্তিতে গতির ভাব কী ভাবে আনা যায় সে-বিষয়ে রোদ্যাঁ বোলেছেন :

'প্রথমতঃ লক্ষ্য করা দরকার যে, গতি হোচ্ছে দেহের একটা ভঙ্গী থেকে আর-এক ভঙ্গীতে সংক্রমণ। ভাস্কর ভঙ্গীর এই পরিবর্তন দেখান; তিনি ফুটিয়ে তোলেন—কী ভাবে একটা ভঙ্গী আর-একটায় রূপান্তরিত হোচ্ছে। তাঁর কাজে আমরা, যে ভঙ্গীটি ছিল তার কিছুটা তখনও দেখতে পাই আর, যে-ভঙ্গীটি হোতে চলেছে তারও কিছুটা আমরা আবিষ্কার করি। ভাস্কর যেন দর্শককে ব্যক্তির মধ্যে একটা ক্রিয়ার বিকাশ অনুসরণ কোরতে বাধ্য করেন।' রুদ্‌ মার্শাল নে-র যে বিখ্যাত প্রস্তরমূর্তি গড়ে গেছেন, সেই মূর্তিটার উল্লেখ করে রোদ্যাঁ তাঁর শেষের উক্তিটি ব্যাখ্যা করেন, 'মূর্তিটা এমন ভাবে তৈরী যে, দর্শকের চোখ মূর্তির নীচের দিকের অঙ্গগুলি থেকে তার উত্তোলিত বাহুতে গিয়ে ওঠে, আর, তা করতে গিয়ে, পর পর কয়েকটাই নিমেষে, মূর্তিটির বিভিন্ন অংশকে দেখে বোলে, গতিটা যেন তার সমুখেই সম্পাদিত হোল, এই রকম একটা ভ্রান্তি সৃষ্ট হয়।' ('কোনো চলন্ত মূর্তির নিমেষে-নেওয়া আলোক-চিত্র কখনো আর্টে রূপায়িত মূর্তির মত চলন্ত বোধ হয় না। ফটোগ্রাফিই মিথ্যা বলে, কারণ, সময় তো সত্যিই থেমে যায় না।')

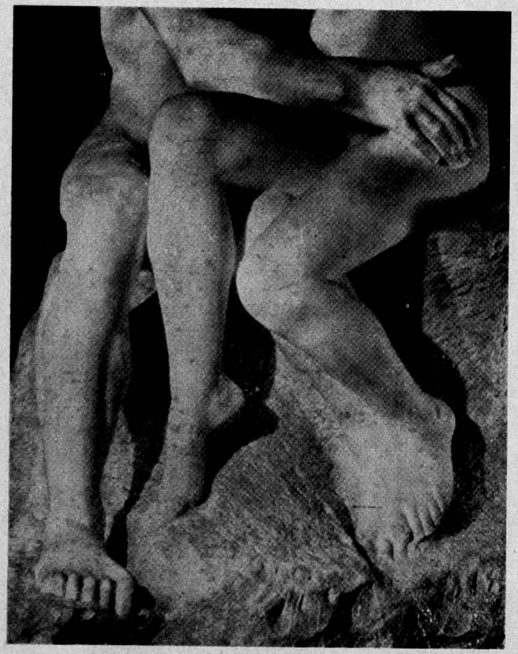

বিশ্ববিশ্রুত ভাস্কর রোদ্যাঁ কর্তৃক নির্মিত অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ভাস্কর্যটির বড় কোরে দেখানো অপরদিকের একাংশ।

রেখা-অঙ্কন ও বর্ণসংযোজন সম্পর্কে রোদ্যাঁর উক্তিগুলি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি বোলেছেন, 'রেখাঙ্কন আপনা-আপনিই সুন্দর হোতে পারে, এ ধারণা ভুল। যে-সব সত্য ও অনুভূতিকে তা রূপ দেয়, কেবল সেগুলির গুণেই রেখাঙ্কন সুন্দর হোতে পারে। অবশ্য, আর্টে রেখাঙ্কন হল সাহিত্যের স্টাইলের (রচনা-শৈলীর) মত। যে-স্টাইল একেবারে ছাঁচে-ফেলা, যে-স্টাইল চেষ্টা কোরে চমক লাগাতে চায়, তা ভালো নয়। যে-স্টাইল পাঠকের মনকে বিষয়বস্তুতে, তার রসে মজিয়ে দেওয়ার জন্যে নিজেকে মুছে ফেলে না, সে-স্টাইল ভালো হোতে পারে না। বস্তুতঃ, সুন্দর স্টাইল বা সুন্দর রেখাঙ্কন বা সুন্দর বর্ণসংযোজন বোলে সত্যিই কিছু নেই; সৌন্দর্য বোলতে শুধু একই আছে উন্মোচিত সত্যের সৌন্দর্য, কোনো মহৎ সাহিত্য বা শিল্প-কর্মে যখন কোন সত্য, কোন গভীর ভাব বা প্রবল উপলব্ধি ফেটে বেরোয়, তখন ঐ সাহিত্য বা শিল্প-কর্মের স্টাইল, রেখাঙ্কন বা বর্ণ-সংযোজন যে বেশ সুন্দর, এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। তবু ঐ স্টাইল, ঐ রেখা-টানা, ঐ রঙ-লাগানো তো কেবল ঐ শিল্পকর্মে বিধৃত সত্যটির প্রতিফলক হিসাবেই সার্থক।'

রোদ্যাঁ বোলতেন, 'রঙ আর রেখা, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির প্রশংসা করা চলে না; কারণ, ও দুটিই এক।' তিনি বোলতেন, 'যত শিল্পী, তত রকমের রেখাঙ্কন, তত রকমের রঙের খেলা।'

কারিগরি সম্পর্কে রোদ্যাঁর মতটি সকল শিল্পীরই লক্ষণীয় : 'কারিগরি উপায় মাত্র হোলেও যে-শিল্পী এটাকে অবহেলা করেন তিনি কোনোকালে সিদ্ধি লাভ করবেন না, তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবেন না, ভাব বা অনুভূতিকে রূপ দিতে পারবেন না।'

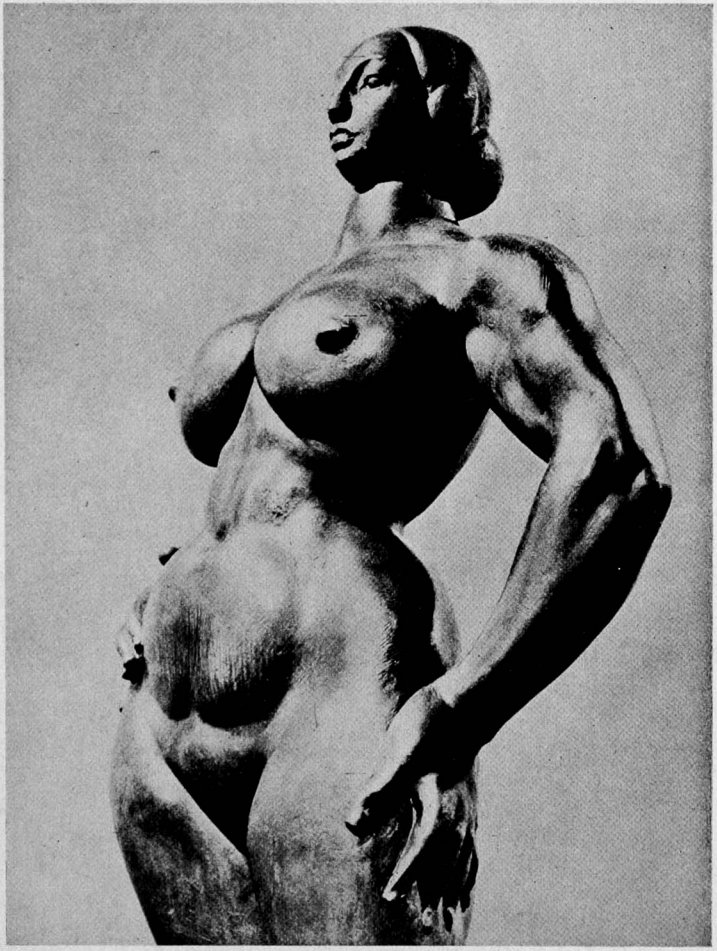

বিপুলা ধরণীর ন্যায় বিশাল-দেহী নারীমূর্তি গঠনে বিশেষভাবে পারদর্শী লেচিস হোজেন আমেরিকার বিখ্যাত ভাস্করদের অন্যতম। তাঁর কাজের সম্পর্কে সমালোচকদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : Figure style of unique vitality and power summarized in *floating woman* (উপরের ছবি) and *woman*. (বাঁদিকের ছবি)।

যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ

বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ

যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিককালের বিশিষ্ট তরুণী ভাস্কর বেটি ড্যাভেনপোর্ট ফোর্ড নির্মিত আফ্রিকার বানর।

বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ কিছুদিন আচার্য অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া ছাত্র ছিলেন। সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথের ছাত্র। দৈনিক এবং সাময়িক পত্রিকাদিতে স্বনামে এবং 'বৈনতেয়' ছদ্মনামে কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্য—এই তিনটি ক্ষেত্রেই তাঁর সমান দক্ষতা দেখা যায়।

ইয়োরোপের নানা দেশ থেকে যাঁরা আমেরিকায় গিয়ে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন, স্বদেশের অর্থাৎ আদি নিবাসের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র তাঁদের ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দু'শো বছর আগে আটলাণ্টিক মহাসাগরের এ-পারে ও-পারে যোগাযোগটা ছিল প্রায় দেবদুর্লভ।

কিন্তু মূল সমেত তুলে আনা চারা গাছের মতই ইয়োরোপ থেকে আমেরিকায় আসা বিভিন্ন দেশীয় সংস্কৃতির প্রাণ নূতন দেশের জলবায়ুতে বেঁচে রইলো, নূতন নূতন ডালপালা মেলে দিয়ে। নূতন জলবায়ুর গুণে পরিবর্তন ঘটলো ফুলে-ফলে। পরিবর্তন ঘটলো বর্ণে, গন্ধে, রূপে, আর আস্বাদে।

শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম নিশ্চল হয়ে বসে রইলো না। থাকতে পারে না। অশিক্ষিত পটু পটুয়ারা ছবি এঁকে যেতে লাগলো, মূর্তি তৈরি করতে থাকলো রূপকারের দল। এমনি করে চললো এগিয়ে শিল্পচর্চা। এমনি করেই এক দিন বেরিয়ে এলেন বেঞ্জামিন ওয়েষ্ট তাঁর রং আর তুলির জাদুমন্ত্র নিয়ে। জেগে উঠলেন উইলিয়াম রাশ পাথরের নিশ্চল ধ্যানমূর্তির মধ্যে।

কিন্তু তার আগে কেটে গিয়েছিল অনেক বছর। ওয়েষ্ট কিম্বা রাশ হঠাৎ গজিয়ে ওঠেননি। বহু নাম না জানা, সামান্য-প্রতিভা কারুকৃৎ আর চারুশিল্পী তাঁদের বিচিত্র শিল্পকর্মের ভিতর দিয়ে শিল্পসাধনার জমিতে জলনিষেক করে গিয়েছিলেন, করে গিয়েছিলেন সার-সঞ্চার। এঁরাই ছিলেন পূর্বসূরী, যাঁদের উত্তরসাধক রূপে আবির্ভাব ঘটলো রাশ, ওয়েষ্ট, ক্রফোর্ড, গ্রীনো, কার্ক ব্রাউন প্রভৃতি নামকরা শিল্পীর। যাঁরা ফলিয়েছিলেন সোনা আমেরিকার শিল্পজগতে।

প্রাচীন পিতৃভূমি ইয়োরোপের শিল্পসম্পদ অথবা রচনাশৈলীর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না আমেরিকার নূতন দেশে ভেসে আসা মানুষের ছেলে-মেয়েদের। নূতন দেশের নবীন শিল্পীদের হাত দিয়ে যেন শোনা যেতে লাগলো 'অচিন প্রাণের ভাষা।' অপূর্ব কোন্ আশা নিয়ে তারা যেন বুনতে লাগলো তাদের 'দুঃখ সুখের জাল'। আমেরিকার প্রথম যুগের এই সব শিল্পীর রচনায় সূক্ষ্ম সৌন্দর্য কিম্বা গভীর কোনও আবেদন থাকবে, এটা দুরাশা মাত্র। রূপসম্পদে সামান্য, কিন্তু সরল আন্তরিকতা আর সুস্পষ্ট প্রকাশের সহজ ভঙ্গিমার সম্পদে এই সব রচনা বঞ্চিত ছিল না। তারও একটা আকর্ষণ আছে শিল্পরসিক মানুষের কাছে। যেটা দেখতে পাওয়া যায় বাংলা দেশের পোড়া মাটির তৈরী আহ্লাদী পুতুলের মধ্যে, বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির অশ্ব মূর্তির মধ্যে।

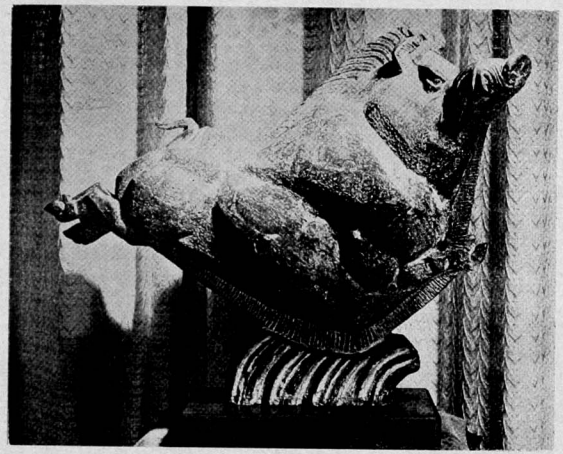

আমেরিকার অনেক পরিবারে এবং কোনও কোনও মিউজিয়ামে তার প্রথম যুগের শিল্পীদের বহু শিল্প-কর্মের নিদর্শন সযত্নে রক্ষা করা হচ্ছে।

আঠারো শতকের শেষ দিকে এই নূতন মহাদেশে এক জন ভাস্করের দেখা মিললো যাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট; যাঁকে বলা যেতে পারে অসাধারণ। ফিলাডেলফিয়া নিবাসী এই ভাস্করের নামই উইলিয়াম রাশ—যাঁর উল্লেখ আগে করা হয়েছে। সতের শো ছাপ্পান্ন সালে এঁর জন্ম হয়; মৃত্যু ঘটে আঠারো শো তেত্রিশ সালে। সাধারণতঃ কাঠের কাজই ইনি করে গিয়েছেন। এঁর খোদাই করা জর্জ ওয়াশিংটনের একটি পূর্ণাবয়ব কাঠের মূর্তি শিল্পরসিকদের কাছে বহুল প্রশংসিত।

রাশের সমসাময়িক বয়ঃকনিষ্ঠ ভাস্কর শিল্পীরা কিন্তু সেই সময়ে ইয়োরোপের শিল্পরচনারীতির অনুকরণেই সার্থকতার সন্ধানে ছিলেন। এঁদেরই একজন হচ্ছেন হোরেশীয়ো গ্রীনো। ইনিও জর্জ ওয়াশিংটনের একটি মূর্তি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু আপন জন্মভূমির যে রুক্ষ, অমার্জিত রূপের মধ্যে 'জাতির জনক' হয়ে পূজিত হয়েছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন, তাঁকে ঐ মূর্তির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে এক রোমান সম্রাটকে, তা-ও পূর্ণ-সজ্জায় সজ্জিত নয়, অর্ধসজ্জিত রূপে। এঁর জন্ম আঠার শো পাঁচ সালে এবং মৃত্যু আঠার শো বাহান্ন সালে।

আর একজন শিল্পীর নাম করা যেতে পারে। তিনি হচ্ছেন হেনরি কার্ক ব্রাউন। জন্ম আঠার শো চৌদ্দ—

বাঁদিকের পাতায়
যুক্তরাষ্ট্রের সমকালীন তরুণী ভাস্কর
বেটি ডাভেন পোর্ট নির্মিত বন্য বরাহ।
তাঁর ভাস্কর্যে জীবজন্তুর রূপায়ণ
অবশ্যই বিশিষ্ট স্থান অধিকার কোরে আছে।

ডানদিকে
যুক্তরাষ্ট্রের সমকালীন ভাস্কর
ডোনাল্ড হর্ড নির্মিত 'সূর্যের অবতরণ'।
সমকালীন যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্যে
এই মূর্তি এক বিশিষ্ট স্থান
অধিকার কোরে আছে।

মৃত্যু আঠার শো ছিয়াশি সালে। গতানুগতিক ধারা ছেড়ে নূতন পথের সন্ধানে কিছুটা দুঃসাহসী প্রয়াস ইনি দেখিয়েছিলেন। অতি সুকুমার, অতি মধুর রসাবিষ্ট শিল্প রচনার মুগ্ধ আবেশ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন কার্ক ব্রাউন তাঁর শিল্পসৃষ্টিকে। প্রাণাবেগসমৃদ্ধ, বীর্যবান, বলদৃপ্ত রচনা শৈলীর দিকেই তাঁর ছিল আকর্ষণ। জর্জ ওয়াশিংটনের অশ্বারূঢ়, তেজঃপুঞ্জ বিরাট মূর্তির মধ্যে তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন। নিউইয়র্ক শহরের ইউনিয়ন স্কোয়ারে আমেরিকার ভাস্কর্যের এই অপরূপ নিদর্শনটি পথিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয়ী বীর জর্জ ওয়াশিংটনের মূর্তি অসংখ্য চিত্রশিল্পী তাঁদের চিত্রপটে

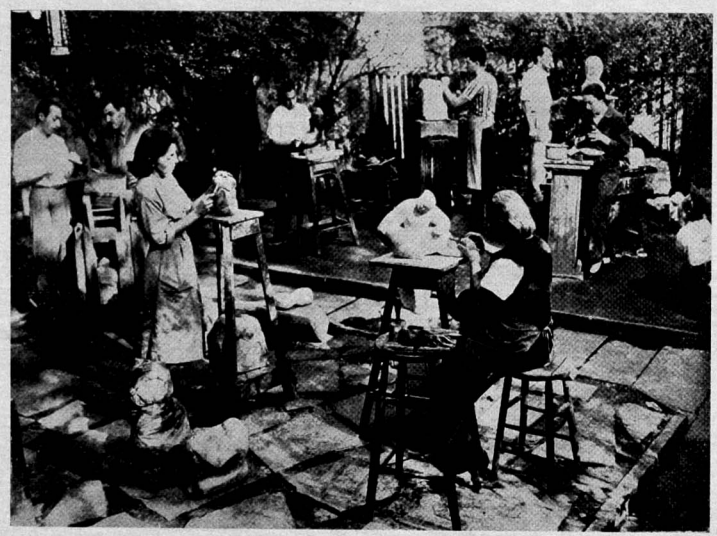

বাঁদিকে নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্করদের একটি বিখ্যাত কর্মকেন্দ্র। পঁচিশ বছর পূর্বে এই কর্মকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

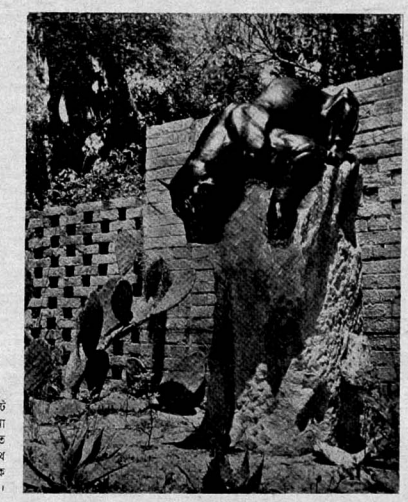

যুক্তরাষ্ট্রের সমকালীন বিশিষ্ট তরুণী ভাস্কর আনা হার্টিংটন নির্মিত লম্ফ দিতে উদ্যত জাগুয়ার। ব্রুকগ্রীনস্থ মুক্তাঙ্গন মিউজিয়মের স্বাভাবিক পরিবেশে মূর্তিটি লক্ষণীয়।

ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাস্কররাও ফুটিয়ে তুলেছিলেন পাষাণ ফলকে।

ওয়াশিংটনের আরও একটি বিরাট মূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে নিউইয়র্ক শহরের ওয়াল ষ্ট্রীটে, সাব-ট্রেজারি ভবনের সামনে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্ধর্ষ বীর, পৌরুষ-গর্বিত ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছেন দুর্দম সংকল্প নিয়ে। বিপুল প্রাণাবেগ-চঞ্চল সে মূর্তির মধ্যে কিন্তু না আছে কোনও গ্রীক দেবতার ছাপ, না আছে কোনও রোমক সম্রাটের ছায়া। এই সার্থক আমেরিকান শিল্পী হলেন জন কুইন্সী এ্যাডাম্‌স্‌। দীর্ঘজীবী এই শিল্পী (১৮৩০—১৯১০) উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে বিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত শিল্প রচনা করেছেন এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট পদচিহ্ন রেখে গিয়েছেন।

প্রায় তাঁরই সমসাময়িক আরেকটি ভাস্করের নাম করা যেতে পারে : অগাস্টাস্‌ সেণ্ট্‌ গডেন্স। জন্ম আঠার শো আটচল্লিশ, মৃত্যু উনিশ শো সাত সাল। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বলিষ্ঠ প্রকাশে ইনিও উনিশ শতকের আমেরিকান ভাস্কর্যের প্রগতিমুখে স্মরণীয় পদক্ষেপ করে গিয়েছেন। আমেরিকার ক্রমবর্ধমান ঐশ্বর্য আর মর্যাদার সঙ্গে তার শিল্পসৃষ্টির গৌরবও সমতালে এগিয়ে চলতে পেরেছে যে-সব গুণী শিল্পীর প্রতিভা-বলে, অগাস্টাস্‌ সেণ্ট গডেন্স ছিলেন তাঁদেরই পুরো-বর্তীদলের একজন।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের বীরগণের স্মারক মূর্তি, স্তম্ভ, ফলক ইত্যাদি রচনার ভাবাবেগ বয়ে চলেছে তখন সমস্ত দেশের উপর দিয়ে। কিন্তু প্রাণাবেগের স্পর্শ তার মধ্যে যেন নেই। এই গতানুগতিক, বিচার বিশ্লেষণশূন্য অনুসরণের পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন সেণ্ট গডেন্স। তিনি ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত, ছিলেন অকুতোভয়। প্রশংসিত হবার লোভের চাইতে নবতর সৃষ্টির আনন্দের আকর্ষণটাই ছিল তাঁর মধ্যে বেশী। বাস্তবনিষ্ঠার লক্ষণগুলি তাই প্রকটতর হয়ে ফুটে উঠেছে সেণ্ট গডেন্সের ভাস্কর্যের মধ্যে প্রাচীন ধ্রুবপদী লক্ষণের চাইতে।

ইয়োরোপের ধ্রুবপদী এবং সমসাময়িক শিল্পধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে গিয়েছেন আমেরিকার অনেক শিল্পী এই সময়ে। ইয়োরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করে, প্রাচীন শিল্পনিদর্শন এবং সমসাময়িক শিল্পরীতির চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করে তাঁরা ফিরে এলেন আমেরিকায়। নিয়ে এলেন বিভিন্ন গুরুর কাছ থেকে তালিম। আপন দেশের ভাস্কর্য শিল্পের মান আরও উঁচুতে তুলে ধরবার কাজে লাগালেন তাঁদের এই লব্ধ বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাকে।

এঁদের মধ্যে আছেন ডেনিয়েল চেস্টার ফ্রেঞ্চ (জন্ম ১৮৫০, মৃত্যু ১৯৩১)। ওয়াশিংটন শহরের লিঙ্কন-স্মৃতিসৌধে রাখা এব্রাহাম লিঙ্কনের অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় প্রতিমূর্তিটির স্রষ্টারূপে শিল্পী ফ্রেঞ্চ তাঁর প্রতিভার

স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। শিল্পী ম্যাক্‌মোনিস্‌ প্যারিসে ফরাসী গুরুর কাছে তালিম নিয়ে এসে তাঁর লব্ধবিদ্যা এবং প্রতিভার পরিচয় দিলেন নব নব সৃষ্টির মধ্যে। 'নাথান হেল্‌', 'হর্স টেমার্স' প্রভৃতি তাঁর ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনগুলি গুণি ও রসিকজনের মনে আনন্দ জাগাতে সক্ষম হয়েছে। শিল্পীর শিল্পকর্মের সার্থকতা এইখানেই। প্যারিসে তাঁর অন্যতর সহশিক্ষার্থী ছিলেন শিল্পী সেণ্ট গডেন্স।

জর্জ গ্রে বার্ণার্ড (জন্ম ১৮৬৩, মৃত্যু ১৯৩৮) ইয়োরোপে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন প্রথমে ভুবন-বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী রদ্যাঁর রোম্যাণ্টিক—ইম্প্রেশনিষ্টিক শিল্পরীতি অনুসরণ করে। পরে অবশ্যি তিনি আপন বৈশিষ্ট্যে আপনি সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অব আর্ট ভবনে রাখা তাঁর 'টু নেচার্স' ইত্যাদি শিল্প নিদর্শনের মধ্যে তাঁর উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন শিল্পী বার্ণার্ড।

এই সময়ে এক দল আমেরিকান শিল্পীর ঝোঁক পড়লো একটা নূতন দিকে। এই দিকে বিশেষ নজর দেননি অন্য শিল্পীরা তাঁদের দেশে এর আগে। জন্তু জানোয়ারকে শিল্পের উপাদান রূপে গ্রহণ অথবা রেড ইণ্ডিয়ানদের লোকগাথা থেকে তা সংগ্রহ করতে এঁদের আগে কাউকে বড় দেখা যায়নি।

নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অব আর্টে 'বোহিমিয়ান বেয়ার টেমার' নামক বিখ্যাত শিল্প মূর্তিটির স্রষ্টা হচ্ছেন পল ওয়েল্যাণ্ড বার্টলেট (জন্ম ১৮৬৫, মৃত্যু ১৯২৫)। ঐখানেই দেখতে পাওয়া যাবে আমেরিকার অন্যতম বৈশিষ্টা এবং সুপরিচিত 'কাউবয়', রেডইণ্ডিয়ান এবং তাদের ঘোড়ার বহু বিচিত্র রূপ। এ সবের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন শিল্পী ফ্রেডারিক রেমিংটন (জন্ম ১৮৬১, মৃত্যু ১৯০৯)।

যুক্তরাষ্ট্রের সমকালীন ভাস্কর ডোনাল্ড্‌ হর্ডকে তাঁর ক্যালিফোর্নিয়াস্থিত গুহাপ্রাঙ্গনে কর্মরত দেখা যাচ্ছে। পাশে 'এল কলোরাডো' মূর্তিটির নির্মাণকার্য শেষ হোয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ | সুন্দরম্‌। চুয়ান্ন পৃষ্ঠা। তেরশো আটষট্টি।

আমেরিকার ভাস্করদের মধ্যে নাম করবার মত আরও অনেকে রয়েছেন। যেমন : হার্বার্ট এ্যাডাম্‌স্‌, পল ম্যানশিপ, ভিক্‌তর সালভাতোরে, গ্লেব দেরুজিন্‌স্কি, জেনেট স্কাডার ইত্যাদি। এঁদের শিল্পকৃতিও আমেরিকার ভাস্কর্যের ইতিহাসে অনুজ্জ্বল নয়।

সাম্প্রতিক কালের অতি-আধুনিক আমেরিকার পরিশীলিত মানসে প্রাচীন কালের শিল্পকর্মের সমাদরের দিকে একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। আফ্রিকার নিগ্রো শিল্পীদের ভাস্কর্য, পলিনেশীয় কাঠ খোদাই কিম্বা আলাস্কাবাসীদের কাঠ এবং স্লেট-পথরের উপরে কাজ মহা সমাদরে স্থানলাভ করছে প্রাচীন মিশর, চীন, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের নিপুণ শিল্পকর্মের পাশে। আধুনিক কালের বহু শিল্পীর মনে যে এই ঝোঁকের ধাক্কাটা গিয়ে লাগেনি, তা নয়।

এর নানা কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে, এ কালের প্রবল প্রচারের আশু ফলদান ক্ষমতা। যা ছিল সকলের দৃষ্টির অগোচরে, লুপ্তপ্রায় হয়ে, অতি তুচ্ছ হয়ে—তাকেই কিনা তুলে ধরা হলো চোখের সামনে। সামান্য হয়ে দাঁড়ালো অসামান্য। শিল্পমূল্যের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলো ইতিহাস ও তার ঐতিহাসিক মূল্য। অত্যন্ত রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে সব মিউজিয়ামের, সে সবের মধ্যেও—শুধু ঠাঁই পেলো নয়—যথেষ্ট জায়গা দখল করে বসলো এই সব অতি প্রাচীন কালীন কারুকর্ম।

এ কথা মানতেই হয়, শিল্প সৃষ্টি না করে মানুষ থাকতে পারেনি—থাকতে পারবেও না। সৌন্দর্যই শিল্পের প্রাণ। তার মৃত্যু নেই। যদি অসুন্দরকে কেউ জবরদস্তি করে পুজোর পাটে চড়ায় তবুও পট পরিবর্তন একদিন ঘটবেই।

যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক ভাস্কর জর্জ প্যাপাশ্‌ভিলি নির্মিত অশ্বপৃষ্ঠ।

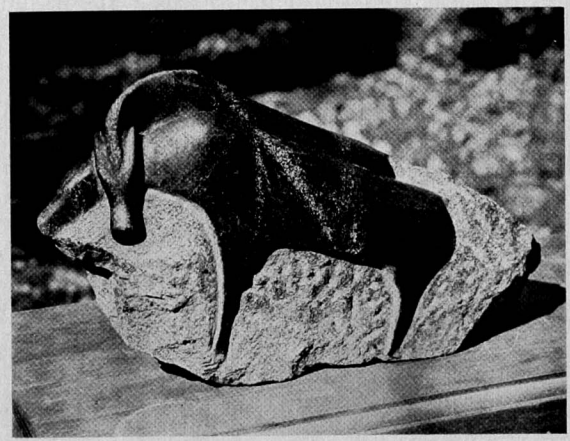

এই ভাস্কর ঘোষণা করেন তিনি পেনসিল ধরতে জানেন না। সোজাসুজি পাথর কাটতেই অভ্যস্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধের অন্তর্গত এই ছবিটি সেখানকার আধুনিক ভাস্কর জর্জ প্যাপস্‌ভিলি নির্মিত র‍্যাকুন। র‍্যাকুন আমাদের দেশে অপরিচিত হোলেও, উত্তর আমেরিকার এটি একটি মাংসাশী জন্তু বিশেষ। দেখতে আমাদের দেশের ভাল্লুকের সংগে যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এই ভাস্কর্যটি জর্জ প্যাপস্‌ভিলির নিজেস্ব কর্মকেন্দ্রের শোভা বর্ধন কোরছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে মূর্তিটি আমাদের নিকট জীবন্ত বোলে প্রতীয়মান হয়।

জীবজন্তুর মূর্তিগঠনে এই ভাস্করের বিশেষ দক্ষতা আমেরিকার সমালোচকদের নিকট বিস্ময়কর। তিনি পাথর ছাড়া গাছ কেটেও মূর্তি রূপায়িত করেন অতি অদ্ভুত দক্ষতার সংগে।

প্যাপস্‌ভিলির ভাস্কর্য সম্পর্কে তাঁর নিজের মন্তব্যের মূল্য অনেকখানি। তিনি বোলেছেন, 'আই জাষ্ট রিং আউট হোয়াট আই ফাইণ্ড ইন দি স্টোন'।

বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ ভাস্কর হেনরী মূর ইয়র্কশায়ারের কয়লাখনির কারিগরের পুত্র হোলেও ভাস্কর্যের কারিগরিতে আজ তাঁর নাম সর্বজনবিদিত। উনিশশো ত্রিশের পর ভাস্কর্যে অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট রূপদানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাফল্যের সংগে উত্তীর্ণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংস-লীলার মাঝখানে ভূগর্ভস্থ শেল্‌টার-এ বসেও তিনি সৃষ্টির লীলায় আত্মনিয়োগ কোরেছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত ভাস্কর্যের প্রতিলিপি এখানে পৃথকভাবে প্রকাশ করা গেল।

মেদার্দো রোস্সো | তন্ময় বাগচী

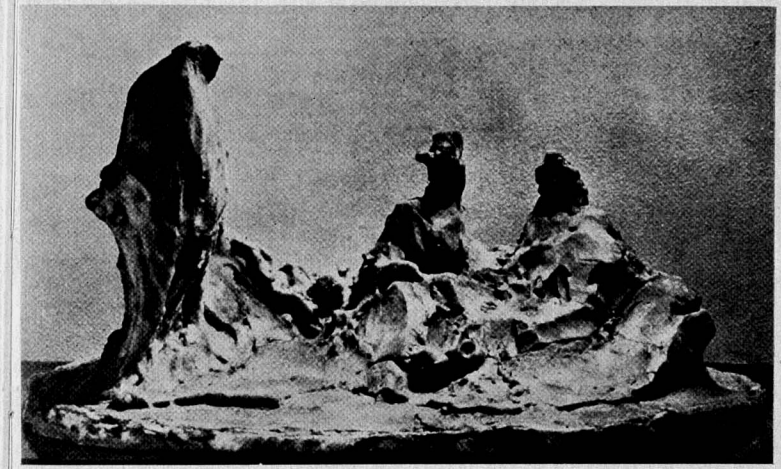

বিখ্যাত ইতালীয়ান ভাস্কর মেদার্দো রোস্সো-কৃত
বাগানে কথোপকথন রত একটি তাৎপর্যপূর্ণ মূর্তি।

সমগ্র ইউরোপে ইতালীয় ভাস্কর্যই সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইতালীয় ভাস্কর্য-শিল্পের অন্তর্নিহিত সুরটি হৃদয়ঙ্গম কোরতে গেলে মেদার্দো রোস্সোর ভাস্কর্যের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় রাখতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইউরোপ কেন, রোস্সোর জন্মভূমিতেই রোস্সো সম্বন্ধে খুব অল্পই গবেষণা হোয়েছে। তবু রোস্সো যে আজ ইউরোপীয় ভাস্কর্য-শিল্পে নমস্য হোয়ে আছেন তা তাঁর প্রতিভা-বলে, তা তাঁর শিল্প-সৌন্দর্যের অপরূপ রূপায়ন গুণে, তা তাঁর নব নব উন্মেষশালিনী ক্ষমতার বলে।

আঠারশো আটান্ন খৃস্টাব্দে ট্রুইনে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে রোস্সোর জন্ম। তাঁর পিতা রেলের চাকরীতে নিম্ন পদ থেকে ক্রমে ট্রুইনের 'ষ্টেশন-মাষ্টারে'র পদে উত্তীর্ণ হোয়েছিলেন। তাঁর পিতা চেয়েছিলেন মেদার্দোও তাঁর মত রেলের চাকরী নিয়ে আস্তে আস্তে পদোন্নতি করুক। কিন্তু মেদার্দো জন্মেছিলেন এক অলৌকিক ভাস্কর্য-প্রতিভা নিয়ে—রেলের চাকরি তাঁকে আকৃষ্ট করেনি কখনো। আর তা ছাড়া রোস্সো ছিলেন বড় জেদী ও প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বালক। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তিনি নিজ অন্তরের বর্ণরাগে নিজেকে রূপায়িত কোরেছিলেন, নিজ কল্পনার-প্রতিচ্ছবিতে নিজেকে গঠন কোরেছিলেন। কল্পনা ও জীবন তাঁর মাঝে এক হোয়ে ধরা দিয়েছিল।

রোস্সোরা যখন মিলানে বাসা পরিবর্তন কোরলেন, তখন মেদার্দো একজন প্রখ্যাত স্মৃতিস্তম্ভ-স্থপতির অধীনে কাজ শিখতে থাকেন; সেই শিল্পী তাঁকে হাতুড়ি ও ছেনী চালাতে শেখান। মেদার্দোর পিতা পরে তাঁকে ব্রেরার শিক্ষানিকেতনে ভর্তি কোরে দেন; মেদার্দোর বয়স তখন তেইশ। ব্রেরা-শিক্ষানিকেতনে ছাত্রদের তখন সাধারণ রেখাঙ্কন ও ক্লাসিক্যাল মূর্তি-গুলির নকল করা শেখানো হোতো। রোস্সো খুব অল্প সময়েই সব ছাত্রদের সেরা হোয়ে উঠলেন। কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি এই সময় কতকগুলি মূর্তির ছাঁচ চাইলেন। কর্তৃপক্ষ দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে রোস্সা যুক্ত আবেদন-পত্র পেশ কোরতে মনস্থ করেন। সব ছাত্রদের সই নেওয়া হোতে লাগলো—কিন্তু তাঁরই এক সমশ্রেণীর ছাত্র তাঁকে সই দিতে অস্বীকার করাতে রোস্সা তাঁকে এক মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী কোরে দেন। ফলে মেদার্দো শিক্ষা-নিকেতন থেকে রোস্সো চিরতরে বহিষ্কৃত হোলেন।

এই সময় তিনি একটা ছবির প্রদর্শনী দেখতে যান। এই প্রদর্শনীতে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এই কি প্রকৃত শিল্প? তাহোলে তো মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির কোন যোগই নেই। কিন্তু তা কেমন কোরে হয়—রোস্সার মন নাড়া দিয়ে উঠলো। রোস্সা সেই শিল্প-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি যুদ্ধ ঘোষণা কোরলেন। সেই থেকে তিনি তাঁর নিজস্ব ভাস্কর্য সূত্রগুলি এবং আলোর নূতন ব্যাখ্যায় আত্ম-নিয়োগ কোরলেন। আঠারশো বিরাশি খৃস্টাব্দে তাঁর

'ইম্প্রেশনিস্টিক্' শিল্পসমূহ 'রাস্তার গাইয়ে' এবং 'আলোর তলায় প্রেমিকযুগল' প্রকাশিত হোলো। মিলানে থাকাকালে তাঁর আর্থিক-অবস্থার কিছুটা উন্নতি হোলেও তখনও মেদার্দোকে দেনার দায়ে মাঝে মাঝে গা ঢাকা দিতে হোতো।

আঠারশো বিরাশি সালের শেষের দিকে মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে রোস্সা মূক ও স্মৃতিভ্রষ্ট হোয়ে পড়েন। তাঁর সমস্ত জীবনের মধ্যে কেবল এই সময়টাতেই তিনি কর্মশক্তিহীন হোয়ে পড়েন। আঠারশো ছুরাশি সালে তিনি কোনও প্রকারে সুস্থ হোয়ে উঠলেন। প্যারিস্ শহরে তিনি তাঁর একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এতে তিনি কিছু অর্থও পেলেন এবং নূতন উদ্যমে আবার কাজে নামলেন। রোস্সার জীবন-আকাশ হোতে তখনও তাঁর দুর্ভাগ্যের মেঘ কেটে যায় নি। আর্থিক নির্যাতন তখনও তাঁকে সহ্য কোরতে হোচ্ছে। হতভাগ্য রোস্সাকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের আসবাবপত্র পুড়িয়ে তার আগুনে তাঁর মাটির ছাঁচগুলোকে পোড়াতে হোতো। যাই হোক, তারপর তাঁর মূর্তিগুলি বিক্রি হোতে থাকায় আস্তে আস্তে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হোতে থাকে।

এই আর্থিক সংকটের মধ্যে রোস্সা একদিন প্রখ্যাত

তন্ময় বাগচী

তরুণ লেখক। বিভিন্ন জায়গায় নানা-বিধ প্রবন্ধাদি লিখে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ দেশে অল্প পরিচিত ইতালীয়ান বিশিষ্ট ভাস্কর মেদার্দো রোস্সোর উপর এই প্রবন্ধটি উল্লেখ-যোগ্য—একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

ভাস্কর রোদ্যাঁর শরণাপন্ন হোলেন। রোদ্যাঁ তখন একটা নবীন ভাস্করদের পরিষদ খুলেছেন। রোস্সা ওজস্বী ভাষায় যে বক্তৃতা সেখানে করেন তাতে রোদ্যাঁ মুগ্ধ হোলেন এবং তিনি রোস্সার 'ইম্প্রেশনিজিম্'-এ আকৃষ্ট হোয়ে তার অনুশীলনে মনোনিবেশ কোরলেন।

কিন্তু রোস্সার দুর্ভাগ্য, রোদ্যাঁ এই কৃতজ্ঞতা তাঁর কাছে কোনওদিনই স্বীকার করেন নি। আঠারশো আটষট্টি সালে 'বালজাক' মূর্তিটি রোদ্যাঁ তৈরী করেন, এতেও রোস্সার প্রভাব প্রতিফলিত হোয়েছে।

মেদার্দো এরপর ইতালীতে ফিরে আসেন। ইতালীর তৎকালীন আধুনিক শিল্প তাঁকে আকৃষ্ট করলো। কিন্তু তিনি বেশী দিন সেখানে থাকতে পারলেন না—সরাসরি চলে এলেন মিলানে। এইখানে এইসময় তাঁর জীবনের নূতন অধ্যায় সুরু হোলো। তাঁর সমস্ত যৌবন, সমস্ত হৃদয়ের সৌন্দর্য-বোধ, তাঁর প্রেম তখন তাঁর জীবনের এক নূতন সাথীর উদ্দেশ্যে দুর্দাম বেগে ছুটে চলেছে। এই জীবনসঙ্গিনীই তাঁর জীবনে নিয়ে এলো সুখ-শান্তির প্রলেপ, আনন্দ-সৌন্দর্যের মাধুরিমা, তেজ ও শক্তির বিক্রম। জীবনের নূতন উৎস খুলে গেলো রোস্সার কাছে। তাঁর জীবন হোলো এখন নূতন জীবন-রসে সিঞ্চিত—নূতন জীবনালোকে প্রদীপ্ত।

স্মৃতিস্তম্ভিক-ভাস্কর্য—তথা মনুমেণ্ট রচনা করার ক্ষেত্রে ইতালী বিশেষ অগ্রবর্তী। আর মিলানে তো কথাই নেই—সমস্ত কলার ওপরে তার স্থান। এই স্মৃতিস্তম্ভ নিয়ে তখন মিলানের পৌরসভা একটি ভাস্কর্য-শিল্পের প্রতিযোগিতা সুরু কোরেছেন। বিচারকমণ্ডলী কোন্ কোন্ স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে প্রতিযোগিতার বিষয়ীভূক্ত করা হবে তখনও তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোরছেন। রোস্সা একদিন রাতারাতি একটা কবরের স্মৃতির ওপর তাঁর একটি মূর্তি রেখে এলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর এই কাজে তাঁকে আপত্তি জানালো। কিন্তু রোস্সা কোন কিছুকেই ভ্রূক্ষেপ কোরলেন না। নির্ভীক যোদ্ধা তিনি—হার মানতে প্রস্তুত নন। সোজাসুজি তিনি তাদের উত্তর দিলেন, আমি কি তোমাদের কোনও দিনও বোলেছি তোমরা আমার প্রতিমূর্তিগুলিকে গ্রহণ করো। আমি কখনো তা বোলিনি, আর কোনও দিনও তা বোলবো না। আমি তোমাদের জন্যে এই মূর্তিটিকে খোদাই করিনি—ওটা আমার নিকটবন্ধুর স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ নির্মাণ কোরেছি আমি। তার স্মৃতিতে এটা আমার অর্ঘ্য।

রোস্সাকে এইভাবে তাঁর বিপক্ষদের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ কোরতে হোয়েছে। কোথাও তিনি এতটুকু হার

বিখ্যাত ইতালীয়ান ভাস্কর মেদার্দো রোস্সো নির্মিত ভাস্কর্যটিতে হাসপাতালের রুগীর বিষাদময়তা নিতান্তই পরিস্ফুট।

মানেন নি। অমিত তাঁর তেজ অমিত তাঁর আত্মবিশ্বাস। যাই হোক, প্রতিভাকে কোনওদিনও চেপে রাখা যায় না, একদিন না একদিন তার প্রকাশ হবেই, জগতে তার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হবেই। আঠারশো ছিয়াশি খৃষ্টাব্দে রোস্সার জীবনের একটি পট পরিবর্তন হোলো, তাঁর প্রতিভাকে সমর্থন করা হোলো, তাঁর শিল্পকে জানানো হোলো স্বীকৃতি। এই যে তাঁর শিল্প-প্রতিভার সমর্থন বা স্বীকৃতি—এর মূলে ছিল একটি ঘটনা। এমিলি জোলা যদি রোস্সার ব্রোঞ্জের মূর্তিটি না কিনতেন তাহোলে হয়তো রোস্সা অস্বীকৃতই রয়ে যেতেন।

এরপর রোস্সো তখন তাঁর সুব্রগুলির প্রাঞ্জল ও সরল ব্যাখ্যা কোরলেন। ইতিহাসের পাতায় রোস্সার সেই ব্যাখ্যাগুলি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। রোস্সার প্রতিভা যে কেবল ভাস্কর্যের মধ্যেই সীমায়িত হোয়েছিল তা নয়, তুলি-রঙের চিত্রাঙ্কনেও তাঁর প্রতিভার স্পর্শ পড়ে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষমণ্ডলীর

সঙ্গে তাঁর বিবাদের কিছু মাত্র অবসান হোলো না। বরং যারা তাঁকে সমর্থন জানায় নি রোস্সা তাদের বিরুদ্ধে নূতন বল নিয়ে, নূতন অস্ত্র নিয়ে ঘোরতর যুদ্ধে নামলেন। প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষমণ্ডলী তাঁকে কিন্তু প্রতিযোগিতায় প্রবেশাধিকার দিল না এবং এই অজুহাত দেখালো যে তাঁর প্রতিযোগিতার বিষয়গুলি অনেক পরে এসেছে। কিন্তু রোস্সা তাতে বড় বিমর্ষ হোয়ে পড়লেন। কারণ লণ্ডন, নিউ-ইয়র্ক ও প্যারিসে তিনি যা সুনাম অর্জন কোরেছিলেন মিলানে এসে সে-সব খ্যাতি মাথা কুটে মরলো। হতভাগ্য রোস্সার চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল কিনা কে জানে!

রোস্সা ছিলেন একজন খাঁটি সংস্কারক। যাঁরা তাঁদের নূতন সূত্রগুলিকে প্রবর্তিত কোরেই ক্ষান্ত হন, তিনি সেই দলভুক্ত সংস্কারক ছিলেন না। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে নূতনের পথ-যাত্রী—তিনি তাঁর সূত্রগুলিকে এমন আলোকে তুলে ধরলেন যাতে সেগুলো পরবর্তীর জীবন-কালেও প্রতিফলিত হয়;—তাঁর পরবর্তী শিল্পীরা যাতে সে আলোকে পথ অতিক্রম কোরে শিল্পের সমৃদ্ধতর খনিগুলির সন্ধান পেতে পারে তার জন্যেই রোস্সা আত্মোৎসর্গ করেন।

'His attempt was 'grand', and he was an artist in the grand manner'— শুধু এই কথা বোলেই শেষ কোরলে রোস্সা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার বাকী থেকে যাবে। রোস্সা ছিলেন অন্তরে-বাইরে একজন খাঁটি শিল্পী, একজন নিখাদ শিল্প-প্রেমিক।

বোদলেয়র বোলেছিলেন—'ভাস্কর্য একটা নীচুদরের শিল্প, কারণ পরিমণ্ডল, গতি ও আলোর প্রতিফলন কোরতে এর কোন ক্ষমতাই নেই। লিওনার্দো দাভিঞ্চিও এই মতাবলম্বী। পূর্ববর্তী শিল্পী মেনেট্ ও বিনয়ারের ভাস্কর্য-শিল্পগুলো রোস্সা না দেখলেও রোদ্যাঁর পূর্বেই তিনি 'ইম্প্রেশনিজিম্' আয়ত্ত করেন এবং তিনি দৃঢ়সংকল্প করেন যে কঠিন ভাস্কর্যের মাধ্যমে, আলোর ফলন এবং তার ক্ষণস্থায়ী প্রতিফলন ফুটিয়ে তুলতে। প্রকৃতপক্ষে এইটেই হোলো 'ক্লাসিক্যাল ইম্প্রেশনিজম্'। তিনি বিনয়ারের সমপদবাচ্য এই কারণেই যে তিনি এক নূতন শিল্পদ্বার উদ্‌ঘাটন কোরেছেন। রোস্সার শিল্প-প্রতিভা বিকশিত হয় ভাস্কর্য দেখে নয়, চিত্রশিল্প দেখে; এবং সেই কারণেই ভাস্কর্যের সীমারেখার বাইরে নূতন নূতন শিল্প-আলোর সন্ধান পেয়ে তিনি সেগুলোকে ভাস্কর্যে ধরে দিয়েছিলেন। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাই রোস্সা কোন ব্যবধান মানেন নি। তিনি বোলতেন, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা বোলে কোন কিছু নেই, আলোই একমাত্র জিনিস।

ভাস্কর্যে তাঁর পরবর্তী অবদান হোলো আলোছায়ার সূক্ষ্ম ক্রিয়াকারিত্বে ভাস্কর্যে রঙের ফলন ঘটানো। এই রীতিতেই রোস্সা তাঁর বিখ্যাত 'অবগুণ্ঠিতা নারী'কে রূপায়িত করেন। এই প্রতিমূর্তিটি যেন যাদুস্পর্শে সকল সমালোচকের মুখ বন্ধ কোরে দিল।

এই সময়ে রোস্সা তাঁর অপূর্ব শিশু প্রতিমূর্তি গুলোর রূপ দেন। তাঁর 'রৌদ্রালোকে শিশু', 'সরাই-খানায় শিশু' ভাস্কর্য জগতে অপরূপ সৃষ্টি।

রোস্সার শিল্পের রুচির জন্যে অনেকেই হয়তো তাঁর প্রতি নাসাকুঞ্চিত কোরবেন চিরাচরিত মনোভাবের বশে। আমরা হয়তো অনেকেই তাঁর সরল মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিলতে পারবো না। কিন্তু দিনের আলো নিভে আসার কালে মৃত স্বামীর মুখ হোতে তার স্ত্রী যে চুম্বনরস আকণ্ঠ পান কোরে নিচ্ছে—সেই প্রতিচ্ছবিটিকে রোস্সা তাঁর ভাস্কর্যে ধোরে তাকে অমরত্ব দান কোরে গেছেন। হাসপাতালে রোগাক্রান্ত শিশুর যে করুণ দৃশ্যটি তিনি খোদাই কোরে রেখেছেন পাথরের বুকে, সেই জীবন্ত মূর্তি আমাদের মানস-পটে চির-উজ্জ্বল থাকে। আমরা যে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে পাই ওদের তাইতো ওরা বাস্তব। আমাদের অন্তরের বস্তু। জীবনের কারুণ্যকে রূপ দেওয়াই ছিল 'ইম্প্রেশ-নিস্ট্'দের শিল্পাদর্শ।

রোস্সার মতো বিনয়ারও বুঝেছিলেন যে নারী ও শিশুর মধ্যেই তারা যে কেবল জীবনের অভিব্যক্তিকে দেখবে তা নয় পরন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে রক্তমাংসের দেহ হোতে পরিবর্তিত, বিকীরিত ও ক্ষরিত যে আলোর বিয়োগ তার অনুশীলনই তাঁদের কর্তব্য।

রোস্সার প্রতিভা ছিল সৌন্দর্যের রূপাঙ্কনে অদ্বিতীয়। অলৌকিক প্রতিভা তাঁর দীপকে প্রজ্জ্বলিত করে রেখে গেছে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভের ওপর। সেখানে তাঁর শেষ কীর্তি 'এঞ্জে পিউয়ার' আজও অবধি দ্যুতি জগৎব্যাপী বিকীরণ কোরছে।

অসামান্য অনেক যুদ্ধজয়ে বীরত্বের দীপ্ত পরাক্রম
শেষ হোল আজ।
আজ ক্লান্ত, কোমল, সুন্দর শিশুর মতো শুয়ে আছে সে।
দিনান্তের বাতাসের তাঁর নিস্বন।
পশ্চিম আকাশে অস্তমান আরক্তিম সূর্য।
সমুদ্রের অন্তহীন বিশালতা ব্যাপ্ত হোয়ে এল অন্ধকারে।

অন্ধকারে আকস্মিক জেগে ওঠে নিমীলিত দুনয়ন।
দ্যুতিময়ী কোনো রমণীর অপূর্ব আবির্ভাবে স্ফুরিত
হোল অধরোষ্ঠ : বলো কে তুমি, কে তুমি?

প্রশ্নের উত্তরে সেই রহস্যময়ী দেখালো কেবল :
কণ্ঠের উজ্জ্বল মণিহার, মাথার হিরকখচিত স্বর্ণমুকুট—
রূপের অতুলনীয় দিব্যবিভা।
অমেয় আনন্দের বিস্ময়-বিদ্ধ বাণী উচ্চারিত হয়
বলো, বলো, কে তুমি?

প্রশ্নের উত্তরে, সেই রমণী ধীরে পিছন ফিরে
দাঁড়ায় শুধু এবার :
দারুণ গহ্বর—উর্ধে নিম্নে অবিরল খাদ
অক্ষৌহিণী কৃমি-কীট, পুরুষের প্রবল প্রাচুর্য।
দুঃসহ আতঙ্কে বিহ্বল চক্ষু দুটি ঢেকে
ফেলে বীরশ্রেষ্ঠ।

আর তখনই রমণীর কণ্ঠ থেকে ভেসে এলো
অনুকম্পায় কম্পিত মৃদু, মধুর কয়েকটি কথা :
আমি মমতাময়ী সুন্দরী ধরিত্রী।
দাসের আজীবন সেবার পুরস্কার দিয়ে গেলেম।

দেয়ার গুয়োত্যারে—চতুর্দশ শতকের এক বিশিষ্ট জার্মান-কবি রচিত এই 'লেডী ওয়ার্ল্ড' কবিতাটি মধ্যযুগীয় ভাস্করদের শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। স্ট্রাসবোর্গ, বাসেল, ফ্রাইবুর্গ গীর্জায় এর নমুনা আছে।

অনুবাদক : শংকর দাশগুপ্ত

আলেক্‌জান্দার ক্যাল্‌ডার নির্মিত একটি তাৎপর্য-পূর্ণ ভাস্কর্যের নমুনা। নিউইয়র্কের আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দরে অবস্থিত এই ভাস্কর্য কর্মব্যস্ত চলমান মানুষগুলির মনে সৌন্দর্য-সঞ্চারে সক্ষম।

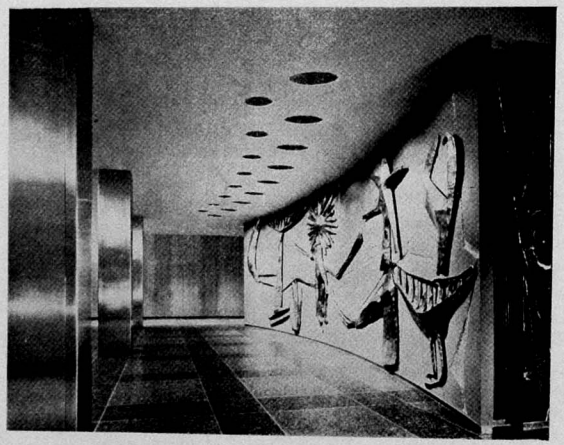

আধুনিক ভাস্কর ডেভিড হেয়ার নির্মিত বিমূর্ত-ভাস্কর্য। কোন এক ব্যবসাকেন্দ্রের প্রবেশ-কক্ষে ভাস্কর্যটি অবস্থান কোরছে।

খবরাখবর

শিল্পের সমাদর।

সামন্ততান্ত্রিক যুগের নানা দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও জমিদার ও রাজন্যকুল শিল্পীদের তথা শিল্পের প্রতি বদান্যতা ও উৎসাহ প্রভূত পরিমাণেই দেখিয়েছেন। এর ফলেই সৃষ্টি হোয়েছে মিশরের পিরামিড, ভারতের তাজমহল, কোণার্ক, খাজুরাহ প্রভৃতি চিরন্তন রূপতীর্থ। অর্থ-কৌলীনের সঙ্গে উন্নত সৌন্দর্যবোধের হোয়েছিল সমন্বয়।

কালের অমোঘ নিয়মে সেই যুগের হোল অবসান। তার জন্য হাহুতাশ কোরে লাভ নেই। আধুনিক বিংশ শতাব্দীতে দেখা গেল যন্ত্রের আশ্চর্য নৈপুণ্য আর কর্মতৎপরতা। জীবনের বিভিন্নস্তরে ব্যাপ্ত তার প্রভাব। শিল্পীরা, যাঁরা ইতিপূর্বে জমিদার-রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠ-পোষাকতার ছায়ায় বোসে ছবি আঁকছিলেন, মূর্তি গড়ছিলেন—এবার দিনের প্রখর রৌদ্রে তাঁরা পথে বার হোতে বাধ্য হলেন। শিল্পীদের পক্ষে এও এক নতুন অভিজ্ঞতা। কোনো কোনো দেশে রাষ্ট্রই হোলেন শিল্পের নিয়ন্তা। কোনো কোনো দেশে এগিয়ে এলেন বণিকসম্প্রদায়।

একদা শিল্পীবন্ধু শ্রদ্ধেয় সুকমলকান্তি ঘোষ মহাশয় সুন্দরম্‌-এ 'জার্মানীর শিল্পপতি ও শিল্পী-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'কোলকাতার এক বিখ্যাত শিল্প-পতির সঙ্গে শিল্পকলার কথা হোচ্ছিল—আমি তাঁকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম, তাঁদের কর্তব্য বিভিন্ন কলার অগ্রগতিকে সাহায্য করা। অন্ততঃ কিছু টাকা বৎসরান্তে খরচ কোরতে শিল্পীদের উৎসাহ দেবার জন্যে। তিনি আমাকে বোঝালেন, জিনিসটা যদিও ভালো, কিন্তু শিল্পপতি হিসাবে তিনি চান না অন্য কোনো দিকে মন দিতে—সেটা নাকি ব্যবসা তথা ভারতের আর্থিক অগ্রগতির অন্তরায় হবে।'

জার্মানী ব্যতীত আমেরিকা প্রভৃতি অন্য কয়েকটি দেশেও শিল্পপতি ও বণিক সম্প্রদায়ের চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকলার নানা বিভাগে সক্রিয় সাহায্য ও অনুরাগের কথা সর্বজনবিদিত।

বিদেশের বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে সমকালীন শিল্প-কলার প্রতি অনুরাগের নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি ভাস্কর্যের প্রতিলিপি সুন্দরম্‌-এর পাঠকগোষ্ঠীর সামনে উপস্থিত করা গেল। ইসামু নগুচি, আলেক্‌-

জান্দার ক্যালডার, সিমুর লিপটন, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ স্বনামধন্য ভাস্করদের সাম্প্রতিককালের বিশিষ্ট শিল্প-সৃষ্টিগুলির দিকে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি আমরা। ভাস্কর্যগুলির সাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে শিল্পপতিরা সাদরে স্থান দিয়েছেন তাঁদের কর্মকেন্দ্রে। শিল্পের প্রতি দরদ নয় কেবলমাত্র, শিল্পশাস্ত্রের গভীর অনুশীলনের প্রতি একান্ত অনুরাগের প্রতিফলন দেখতে পাই এতে।

পাশ্চাত্য শিল্পপতিদের ধারণা—এতে শিল্পীরা অর্থ-নৈতিক অবস্থার দিক থেকে উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প এগিয়ে যাবে পরমতম সাফল্যের পথে। ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতি হবে দ্রুততর। ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র-গুলির আকর্ষণ বাস্তবের প্রয়োজনটুকু ছাড়িয়েও গভীরতর হবে। সাধারণ মানুষ বোলতে যাঁদের বুঝি —যাঁরা আর্টগ্যালারী, প্রদর্শনী দর্শনের সৌভাগ্য থেকে প্রায়শঃ বঞ্চিত এই সমস্ত জায়গায় প্রতিদিন আনা-গোনার ফলে তাঁদের মধ্যে জন্ম নেবে শিল্পের প্রতি স্বাভাবিক অনুরক্তি।

বিশিষ্ট আধুনিক
ভাস্কর ইসামু
নগুচি নির্মিত
'পরিবারের তিনজন'
নামক মূর্তিটি
কোন এক
জেনারেল লাইফ
ইন্সিওরেন্স
কোম্পানীর প্রাঙ্গণে
শোভা পাচ্ছে।

আমেরিকার একটি
বিশিষ্ট স্থানে
অবস্থিত আধুনিক
ভাস্কর্যের নমুনা।

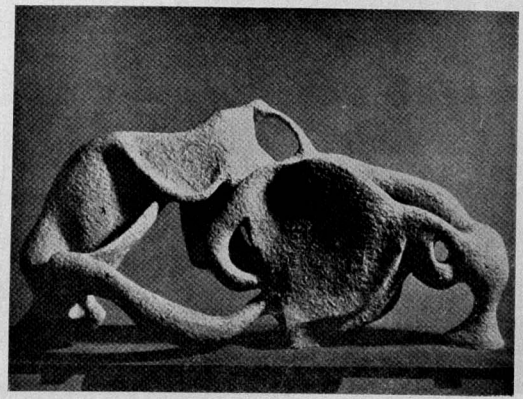

কমল কান্তি ঘোষ মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে জার্মানী, এক শিল্পপতি পরিবারের শিল্পকলার প্রতি অনুরাগের কথা উল্লেখ কোরে দুঃখ ও আক্ষেপ জানিয়েছেন বাংলা দেশের শিল্পীদের বর্তমান দুর্ভাগ্য ও দুরাবস্থার জন্য। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এঁদের শিল্পসাধনাকে পদে পদে ব্যাহত করে। যদিচ এ-বিষয়ে চর্বিতচর্বণ কোরতে স্বভাবতই অনিচ্ছুক আমরা, তবুও পরিশেষে নিবেদন করি বাংলা দেশের শিল্পী, কারিগর এবং ভাস্করদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার এ-যাবৎ অপরাধতুল্য যে অবহেলা ও উদাসীনতা দেখিয়েছেন তাতে সুন্দরম্ ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ।

বোম্বাই ও অন্যান্য কোনো কোনো প্রদেশের বণিক ও ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্পকলার জন্য সক্রিয় সহানুভূতি ও উৎসাহ বর্তমান। বাংলা দেশে শ্রীমতী রাণু মুখার্জী প্রমুখ দু একজন ছাড়া আর কারো নাম বোধকরি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দুঃসাধ্য। প্রখ্যাত কবি গোল্ডস্মিথ রচিত 'প্রতিদান' নাম্নী কবিতায় উল্লিখিত 'সে' ব্যক্তিটিই বাংলা দেশের বণিক ও ধনিক সম্প্রদায়ের যথার্থ প্রতিনিধি :

When they talked of their Raphaels,
Correggios and stuff,
He shifted his trumpet and only
took snuff.

কমনওয়েলথ ভাস্করদের জন্য পদক।

রয়েল সোসাইটি অব ব্রিটিশ স্কাল্পটার্স (৬, কুইন স্কোয়ার, লণ্ডন ডব্লিউ সি-১) সম্প্রতি কমনওয়েলথ ভাস্করদের জন্য এক নূতন পদক প্রবর্তনের কথা ঘোষণা কোরেছেন। পদকটির নাম হবে 'সার অটো বেইট মেডাল ফর স্কাল্পটার্স'। দেশহিতৈষী সার অটো বেইট যে তহবিল প্রতিষ্ঠা কোরে যান সেই তহবিল থেকে এই দ্বিতীয় পদক প্রদানের ব্যবস্থা হোয়েছে। প্রথম পদকটি প্রদান করা হোচ্ছে লণ্ডনে প্রদর্শিত সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের জন্য। নূতন পদকটি প্রদান করা হবে ব্রিটেনে এবং কমলওয়েলথের যে কোন স্থানে প্রদর্শিত সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের জন্য। সোসাইটি জানিয়েছেন ভাস্কররা তাঁদের শিল্পকর্মের আলোকচিত্র প্রেরণ কোরে প্রতিযোগিতায় যোগদান কোরতে পারবেন।

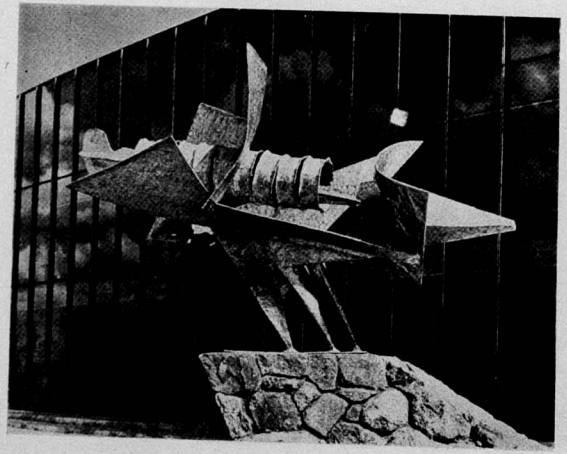

সমকালীন ভাস্কর সিমুর লিপ্টন নির্মিত একটি পরীক্ষা-ধর্মী ভাস্কর্য। যন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণার আন্তর্জাতিক ব্যবসাকেন্দ্রে ভাস্কর্যটি শোভা পাচ্ছে।

রহস্যময়ী মূর্তি।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। আদ্রিয়াটিক উপসাগর দিয়ে ভেসে চলেছে ইতালীয় রণতরী। হঠাৎ রণতরীর কোন এক নাবিকের চোখে পড়ে জলের উপর দিয়ে ভেসে-যাওয়া একটি মানুষের দেহ। জাহাজের ওপর তোলা হোলে দেখা যায় কাঠের তৈরী অপরূপ রূপময়ী এক নারীমূর্তি। সোনালী চুলে-ভরা তার মাথা। আর তার পরনে যে গাউন তা ডানদিকে কাঁধের কাছে খুলে পড়ায় অনাবৃত বক্ষদেশ। কাঠের পাদানীতে খোদাই করা 'অ্যাটলাণ্টা'—এই কথাটুকু।

রণতরীর অন্যান্য নাবিকরা উৎসুক হোয়ে ছুটে আসে মূর্তিটি দেখার জন্য। তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় অ্যাটলাণ্টার দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণ পরে তাকে দেখা নিয়ে নাবিকদের মধ্যে লেগে গেল ঝগড়া। একজন জখম পর্যন্ত হোয়ে যায় ছুরিকাঘাতে।

ক্যাপ্টেন এ-খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসেন তাড়াতাড়ি। মূর্তিটিকে সকলের দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে চাবি বন্ধ কোরে রেখে দেন।

জাহাজ জেনোয়াতে পৌঁছলে ক্যাপটেন নৌ-বিষয়ক মিউজিয়মে অ্যাটলাণ্টা-কে দান কোরে দিলেন। জানা গেল সেখান থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন এক পালতোলা জাহাজের অগ্রভাগ অলঙ্কৃত কোরত ওই সুন্দরী।

এই ঘটনার কয়েক বছর পর। সেখানকার লোক-মুখে এক অদ্ভুত খবর ছড়িয়ে পড়লো অ্যাটলাণ্টা-কে কেন্দ্র কোরে। সেই মিউজিয়মের প্রহরী ম্যাদরিগো নাকি মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক নেত্রে। সব সময়ই তাকে নাকি দেখা যায় মূর্তির কাছে কাছে ঘুরে বেড়াতে।

মিউজিয়মের তত্ত্বাবধায়কের কানে গেল কথাগুলি। খবর নিয়ে জানলেন সত্যি সত্যি ম্যাদরিগো সেই মূর্তির মোহে আচ্ছন্ন। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে অন্য কাজে নিয়োজিত কোরলেন তিনি। কিন্তু সে অন্য কাজ ছেড়ে পালিয়ে আসে। দু চোখের অতৃপ্ত ক্ষুধা যেন লেহন করে অ্যাটলাণ্টার সর্বাঙ্গ।

তারপর একদিন সকালে স্থানীয় লোকেরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে নদীতে ভেসে-যাওয়া ম্যাদরিগোর মৃতদেহ। ম্যাদরিগো, আহা অভিশপ্ত ম্যাদরিগো—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোলে ওঠে কেউ কেউ। কেউ কেউ হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, অন্য ব্যাপার আছে।

উনিশশো তেতাল্লিশ সালে জার্মানদের দখলে ছিল লা স্পেৎসিয়া নামে নৌ-বন্দরটি। সেখানকার জার্মান অফিসারদের মধ্যে ছিলেন লেফ্‌টেনাণ্ট এরিক কুর্ৎস। এরিক প্রায়ই আসতেন নৌ-বিষয়ক মিউজিয়মে। সেখানে মূর্তি ছিল আরো অনেক কিন্তু তাদের পাশে অ্যাটলাংটা-কে মনে হোত অতুলনীয়া।

একদিন দ্বিপ্রহরে একটা বড় ট্রাক এসে দাঁড়ায় মিউজিয়মের সামনে। গাড়ীর চালক একটুকরো চিঠি নিয়ে দেখা করে তত্ত্বধায়কের সঙ্গে। চিঠিটিতে লেখা : ওই অ্যাটলাণ্টার মূর্তি আমার চাই। অবিলম্বে পাঠিয়ে দেবেন। স্বাক্ষর কোরেছেন জার্মান অফিসার এরিক কুর্ৎস।

সেই চিঠির নির্দেশ অমান্য করার সাহস হোল না মিউজিয়ম-তত্ত্বধায়কের। কারণ জার্মানরা তখন সেখানকার শাসক। অ্যাটলাণ্টা এবার ঠাঁই নেয় এরিক কুর্ৎস-এর শয়নকক্ষে।

এরিকের পরিবর্তন বন্ধুদের চোখে ধরা পড়ে আস্তে আস্তে। সে কেমন গম্ভীর, বিষাদাচ্ছন্ন হোয়ে উঠছে দিন দিন। বন্ধুরা অনেক চেষ্টা কোরেও তার মনের কথা জানতে ব্যর্থ হয়।

বেশ কয়েকমাস পর। একদিন শহরের সব লোকেরা ছুটলো এরিকের আস্তানার উদ্দেশ্যে। কি ব্যাপার? অ্যাটলাণ্টা-র পদতলে বুলেট-বিদ্ধ এরিক। তন্ন তন্ন কোরে খোঁজা হোল তার মৃত্যুর আসল কারণ। অবশেষে পাওয়া যায় একটি কালো চামড়ায় বাঁধানো খাতা। সম্ভবত এটি ছিল এরিকের ডায়েরী। তাতে এক জায়গায় লেখা রয়েছে দেখা যায় : সুন্দরীতমা, তোমাকে আমি জীবনে না পাই, মৃত্যুর পরেও তো পেতে পারি।

নানান জনে নানান ব্যাখ্যা কোরলে তার। কিন্তু মিউজিয়মের তত্ত্বধায়ক মৃদু হাসলেন । যুদ্ধের পর কিছুকাল অ্যাটলাণ্টা-কে গুদামে সরিয়ে রাখা হয়। পরে আবার তাকে নৌ-বিষয়ক মিউজিয়মে রাখা হয় সাধারণ্যে প্রদর্শিত করার জন্য। জনসাধারণের অবিরাম প্রতিবাদ কানে তোলেন নি মিউজিয়মের তত্ত্বধায়ক। তাঁর মত হোচ্ছে : অ্যাটলাণ্টা একটা কাঠের তৈরী মূর্তি মাত্র। লা স্পেংসিয়ায় অনেক জীবন্ত নারী থাকা সত্বেও কেন যে মূর্তির মোহে যুবকরা আত্মহত্যা করে বুঝি না। যারা আত্মহত্যাকারী তারা নিশ্চয় পাগল। তবু কিন্তু দর্শকরা ওই মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলে, ওই, ওই হোচ্ছে অ্যাটলাণ্টা—যে ভাস্কর্যের রূপের মোহে দুজন মানুষ প্রাণ হারাতে বাধ্য হোয়েছে।

বিশেষ প্রতিনিধি।

তন্তুজ কাপড় কিনুন

সূক্ষ্ম বয়নে, নক্সার বাহারে ও বর্ণের বৈচিত্র্যে অতুলনীয়।
বেশীদিন টেঁকে ও সকল সময়েই উপযোগী।

বিক্রয়কেন্দ্রসমূহ :

৪০ বাগবাজার স্ট্রীট ● ২০৩/৪ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ● ১২৯।১-এ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
(শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর পাশে ● ৯১ লোয়ার সার্কুলার রোড
(ইণ্টালী বাজারের কাছে) ● ৮০ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড ●
২০৮ বহুবাজার স্ট্রীট ●
পি, ৫৪৯, ব্লক এন, নিউ আলিপুর ● জি, টি, রোড (ধবলদীঘির পার) বর্দ্ধমান ●
টেম্পল স্ট্রীট, জলপাইগুড়ি ● কলোনী ক্রশিং, বারাসত ●
১২২।১ আপার সার্কুলার রোড ● ১৬১ বেলিয়াঘাটা মেইন রোড (সরকার বাজার) ●
১২৮ হাজরা রোড, (ক্ষীরোদ ঘোষের বাজার) ●
৫৬ সেণ্ট্রাল রোড, যাদবপুর ●
ডায়মণ্ডহারবার (সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কাছে) ●
গোলবাজার, খড়্গপুর ●

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
১০, নির্ম্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

INDAL forges ahead

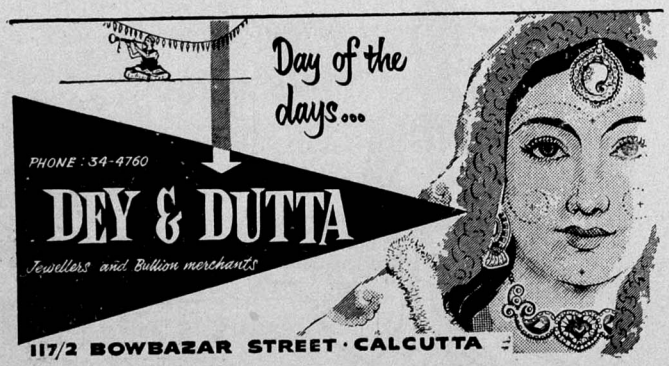

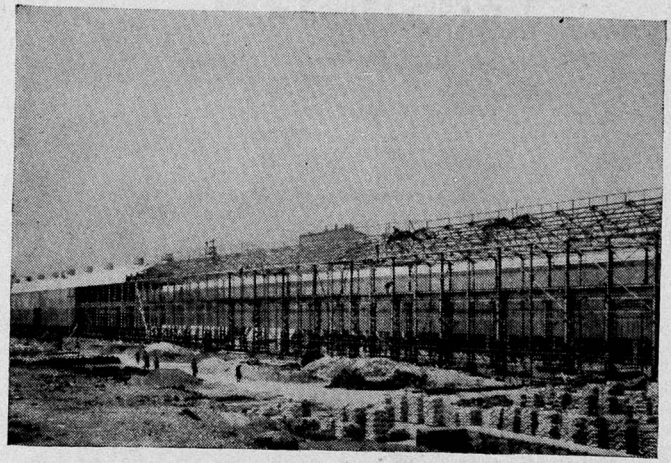

Expansion in progress at Hirakud

Hirakud expansion will save Rs. 25 million annually in foreign exchange

By THE END OF 1961, INDAL's smelter at Hirakud will double its annual capacity from 10,000 to 20,000 tons of primary aluminium. This 100% increase will provide adequate supplies of ingots to INDAL's fabricating plants which are also being expanded under an integrated expansion programme. What is more, it will save the country Rs. 25 million annually in foreign exchange.

Pioneer and leader of India's aluminium industry, INDAL is geared to meet the country's increasing demand for aluminium in various forms.

INDAL
India's first aluminium producer

Indian Aluminium Company Limited — A CANADIAN-INDIAN ENTERPRISE

JWTIAP 5157

ব্রিটানিয়া
থিন অ্যারারুট
আজকাল ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট (তা ছাড়া ব্রিটানিয়ার অন্য সমস্ত বিস্কুটও) স্বাদে, গন্ধে ও গুণে আরো ভালো, আরো চমৎকার, কেননা ব্রিটানিয়া বিস্কুট এখন অভূতপূর্ব টার্বো-রেডিয়্যান্ট প্ল্যান্টে তৈরী হয়—বিস্কুট তৈরীর এ ধরণের প্ল্যান্ট সারা ভারতে দ্বিতীয়টি নেই। এই প্ল্যান্টে আরো নিখুঁতভাবে পুরোপুরি সেঁকা হয় ব'লে ব্রিটানিয়া বিস্কুট মাত্রেই আশ্চর্য কুড়মুড়ে, স্বাদে-গন্ধে অপূর্ব এবং বিশেষ ক'রে পুষ্টিতে ভরপুর …।
খেতে চমৎকার...
আর পুষ্টিতে ভরপুর
better biscuits
BRITANNIA
THIN ARROWROOT
ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুটই বাজারে উৎকৃষ্ট। পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, অথচ এত সহজে হজম হয় যে ডাক্তাররা পুষ্টিদায়ক হালকা খাবার হিসেবে সব সময়ই এই বিস্কুট খেতে বলেন। আপনার বাড়ীর জন্যে চাই স্বাদে, গন্ধে ও উপকারিতায় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বিস্কুট ব্রিটানিয়া।
BC 3236
ব্রিটানিয়া
বিস্কুট
দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

সুলেখা
আজ আমাদের জাতীয় সম্পদ
গুণগত উৎকর্ষে সুলেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। অগণিত জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনধন্য সুলেখা আজ সব চেয়ে বেশী বিক্রয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত। স্বদেশী শিল্পের একটি একান্ত প্রয়োজন মেটাতে পেরে সুলেখা আজ জাতীয় সম্পদে পরিণত।
ROYAL BLUE
Sulekha
FOUNTAIN PEN INK
কালির সেরা সুলেখা
সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

বাংলা দেশের কারুশিল্পের গৌরবময় ঐতিহ্য আজও অম্লান সৌন্দর্য্য-সম্ভার বিতরণে সক্ষম।

রূপ বৈচিত্রে ও নিজস্ব বৈশিষ্ঠে ইহার তুলনা নাই

শাড়ী, স্কার্ফ, রুচি সম্মত ছাপার কাপড়, খাঁটি বাংলার রেশমী বস্ত্র, শোলার তৈরী খেলনা, কাঁসার বাসন, বিখ্যাত মছলন্দ মাদুর, সুরুচি সম্পন্ন চীনে মাটির জিনিস, চামড়ার আকর্ষণীয় কাজ, মেদিনীপুরের মোষের শি ,এর জিনিস, মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের কাজ, শতরঞ্জ, বাঁশের খেলনা, হাতে আঁকা ছবি ইত্যাদি বহুরকম শিল্পদ্রব্য কোলকাতার ৭/১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীটস্থ স্টেট্ সেলস্ এম্পোরিয়ামে (নিউ মার্কেটের বিপরীত দিকে) পাওয়া যায়।

এ ছাড়া সরকার পরিচালিত কোলকাতার আরও কয়েকটি বিক্রয় কেন্দ্রে এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন পরিচালিত বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বিক্রয় কেন্দ্রেও কারুশিল্পের জিনিষ বিক্রয় হইতেছে।

রপ্তানী, পাইকারী বিক্রয় ও খুচরো বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন :

১। শিল্প অধিকর্তা (কুটীর শিল্প বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ) নিউ সেক্রেটারিয়েট্ ভবন, ১নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, (১০ তলায়,) কলিকাতা - ১।

২। ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশন লিঃ, ৪৫নং গনেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের

শিল্প-অধিকর্তা (কুটীর শিল্প বিভাগ) কর্তৃক প্রচারিত

BENGAL HOME INDUSTRIES ASSOCIATION

PIONEERS IN
HANDICRAFTS
HANDLOOM
ANTIQUES

**SAREES - SCARVES - DRESS MATERIAL -
FURNISHING - LINEN - TABLE MATS -
BRASS - IVORY - BIDRI - TOYS - DOLLS**

Shop for Gifts at

***57, CHOWRINGHEE ROAD,
CALCUTTA-16***

DIAL : 44 - 1562

সর্ব্ব ঋতুতে *সর্ব্ব উৎসবে*

বাংলার রেশম

- সেই সঙ্গে কুটীর ও গ্রামীন শিল্পের বিরাট সমাবেশ।
- পূজা উপলক্ষ্যে রিবেট ছাড়া ও বিশেষ কমিশন।

পশ্চিম বংগ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

(পশ্চিম বাংলার শিল্প বিভাগ কর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং ভারত সরকারের
খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্ত্তৃক প্রমানিত)

: বিক্রয় কেন্দ্র :

১। ১২/১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১
২। কুটীর শিল্প বিপণি—১১এ, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা - ১
৩। ১৫৯/১এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা - ২৯
৪। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৭

আনন্দমুখর
দিনে

উপলক্ষ্য যা-ই হোক না কেন উৎসবে যোগ দিতে গেলে চাই প্রসাধন। আর প্রসাধনের প্রথম এবং শেষ কথাও হচ্ছে কেশবিন্যাস। ঘন, সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সযত্ন পারিপাট্যে উজ্জ্বল, আপনার লাবণ্যের, আপনার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কেশলাবণ্য বর্দ্ধনে সহায়ক লক্ষ্মীবিলাস শতাব্দির অভিজ্ঞতা আর ঐতিহ্য নিয়ে আপনারই সেবায় নিয়োজিত।

লক্ষ্মীবিলাস
তৈল

গুণসম্পন্ন, বিশুদ্ধ, শতাব্দির ঐতিহ্য-পুষ্ট

এম, এল, বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ • লক্ষ্মীবিলাস হাউস, • কলিকাতা-৯

কোলে
গ্লুকোস
বিস্কুট

রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত

বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে

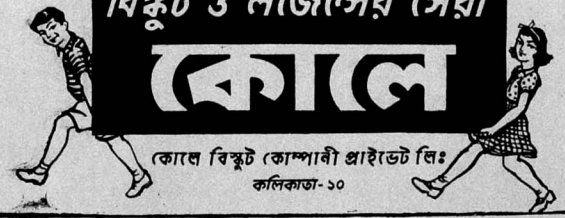

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে

কেশরঞ্জন

কেশ তৈল

ভারতের চিরন্তন চিকিৎসা-বিজ্ঞান আয়ুর্বেদের সেবায় এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন প্রথিতযশা কবিরাজ ৺নগেন্দ্রনাথ সেনশাস্ত্রী। সেই পরিকল্পনার রূপায়ণে একদিকে রচিত হতে থাকে তাঁর অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী, আর অন্যদিকে গ'ড়ে উঠতে থাকে বিশুদ্ধতায় বিশ্রুত আয়ুর্বেদীয় ভেষজের এই প্রতিষ্ঠানটি; যার প্রথম সূচনার সুরভি-স্মৃতি আজও বহন করছে কেশরঞ্জন।

নগেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন কেশরঞ্জন হবে এমন একটি কেশতৈল যার মধ্যে সেই প্রাচ্য-বিজ্ঞানসম্মত ভেষজগুণ পুরোপুরি বজায় থাকবে অথচ যা হবে স্নিগ্ধগন্ধে চিত্তহারী—একই সঙ্গে করবে কেশের সেবা আর মনের সেবা।

স্রষ্টার সেই উন্নত আদর্শের প্রতীক কেশরঞ্জন। পরিবর্তনশীল যুগপ্রবাহে কত অসংখ্য কেশতৈলের ঘটেছে অভ্যুদয় ও বিলয়, কিন্তু নতুন যুগের নবীনদের সমাদরে চিরদিন অভিষিক্ত হয়ে এসেছে কেশরঞ্জন। প্রাচীন ঐতিহ্যের চন্দনগন্ধ বিজড়িত কেশরঞ্জনের আধুনিক যুগেও তুলনা নেই।

কবিরাজ এন, এন, সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

১৮/১ ও ১৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-১

GOODYEAR

Why this symbol now means more to you

Familiar as you are with this symbol as the mark that identifies the finest products in tyres, tubes and automotive accessories, it now gains added significance as Goodyear India's giant factory goes into production on a 70-acre site at Ballabgarh, 21 miles from New Delhi.

Representing a capital investment of Rs. 6 crores this factory houses the most modern tyre-making machinery including the revolutionary, exclusive 3-T Process developed by Goodyear India's American associates after 5 years of research and an expenditure of 5 million dollars.

The Indian factory is the 59th Goodyear plant in the world ... the latest manufacturing unit to help further Goodyear's programme of serving people everywhere, in all walks of life. This factory will have full access to the experience, know-how and technical resources of the vast Goodyear international organisation, which is continually engaged in developing new products and improved processes.

At Ballabgarh, Goodyear India has not merely laid the foundation of a factory but also of an ideal—the ideal of serving India's expanding economy and at the same time, building an international edifice of progress and goodwill.

GOODYEAR

WORLD'S LARGEST TYRE COMPANY

JWTG 4901 R

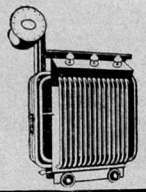

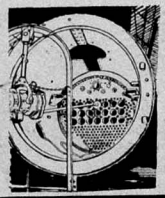

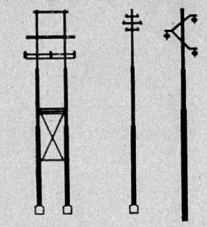

GENERAL SERVICES Screwed and Socketed Tubes, Light, Medium and Heavy (Galvanised and Black) to I.S. 1239 (1958) upto and including 6" n.b., and Pipe Fittings **POWER** Hot finished and Cold drawn Seamless and Electric Resistance Weld Boiler Tubes. **POLES** Tramway, Transmission and Lighting. **PUBLIC SERVICES** Air, Gas, Water and Sewage Mains. **INDUSTRIAL** Seamless and Electric Resistance Weld Tubes for Roller Conveyors and other industrial purposes. **STEEL STRIP** Cold Rolled Steel Strip for manufacturing purposes and High Tensile Steel Box Strapping.

Enquiries and Orders for Screwed and Socketed Tubes and Fittings ex-stock should be addressed direct to our Warehouse Offices.

Head Office : 41 Chowringhee Road, P.O. Box 270, Calcutta. Telephone : 44-5224 (6 lines)

Sales Offices and Warehouses :

18 Fosbery Road, Sewri, BOMBAY 15, Telephone : 76121 & 22

Transport Depot Road, CALCUTTA 27, Telephone : 45-3611 & 12

15/1 Asaf Ali Road, NEW DELHI, Telephone : 23097

WORKS : JAMSHEDPUR, BIHAR

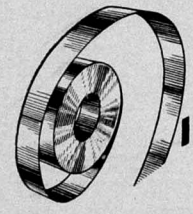

INDIAN TUBE

THE INDIAN TUBE COMPANY (1953) LIMITED

A TATA-STEWARTS AND LLOYDS ENTERPRISE

ITC-52

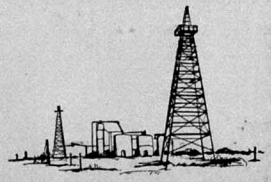

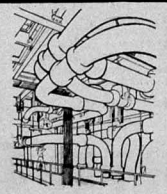

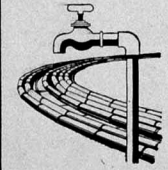

নতুন
জীবনের
নতুন
দাবী

পূরণ করতে নবজাতকের
জননীকে পুষ্টিকর
টনিকের ওপর নির্ভর
করতে হয়।
সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ
ভাইনো-মল্ট
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায়
সাহায্য করে
এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিরিয়ে আনে।

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

রঞ্জন ফ্যান

নিখুঁত, নির্ভরযোগ্য ও আরামপ্রদ

সর্ব্বাধুনিক সুদৃশ্য ডিজাইন ও সুন্দর পরিপাট্যে প্রস্তুত **রঞ্জন ফ্যান** দামের তুলনায় অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য দেয়

ডি, জি এস্ এ্যাণ্ড ডি-এর সহিত মূল্যে চুক্তিবদ্ধ

সিলিং • টেব্‌ল • পেডেষ্টাল • এয়ার সার্কুলেটার • এক্সষ্ট্

প্রস্তুতকারক — জি, টি, আর কোং (প্রাইঃ) লিঃ ৭১, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০ ফোন :— ৫৭-২০৭৬ ৫৭-২৫৫৩

সিটি সেলস অফিস : ১২, নেতাজি সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ ফোন—২২-১৩২৬

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্-এর কোন একটি পথে সব চাইতে কম দামের টিকিট এই টাকায় পাওয়া যায়—এটি নিঃসন্দেহে বিশ্ব রেকর্ড! অবশ্য এই টিকিট কেবল মাত্র শিশুদের জন্যই। কিন্তু শিশু না হ'লেই বা কি? আই-এ-সি প্রবর্তিত অন্যান্য আকর্ষণীয় যে সব সুবিধা রয়েছে তাতেও আপনার নানাভাবে লাভ হবে।

* ছাত্রদের জন্য পড়াশোনার জায়গা থেকে দেশে ফিরতে হ'লে দুটি শহরের মধ্যেকার আকাশপথের একদিকের বা দু'দিকের ভাড়ার সিকিভাগ রিবেট দেওয়া হয়।
* ৭ দিন বা ৩০ দিনের মধ্যে যাতায়াত সমাপ্ত হ'লে বিশেষ সুবিধাজনক যাতায়াতি ভাড়ায় কোন কোন পথে ভ্রমণ করা যায়।
* পথে যাত্রাবিরতি না ক'রে এক জায়গা থেকে ভ্রমণ শুরু ক'রে সেই জায়গায়ই যদি ভ্রমণ শেষ করেন তাহ'লে এই চক্রাকার আকাশ ভ্রমণের ভাড়ার ওপর রিবেটের ব্যবস্থা আছে।
* কোন কোন পথে যাত্রাবিরতির সুবিধা আছে।

৪৲ টাকায় আকাশ ভ্রমণ

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :
আপনার ট্রাভেল এজেন্ট অথবা

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্

বোরোলীন-বিধৃত লাবণ্য

বৃষ্টির দিন শেষ হোলো। আকাশ এখন স্বচ্ছ নীল। শরতের রৌদ্র-দীপ্ত উৎসবের দিন এলো উজ্জ্বল পরিবেশ নিয়ে।

আপনার-ও এখন নিজেকে আরো উজ্জ্বল করে তোলবার বাসনা। আপনার এই নব রূপায়ণে মৃদু-সুরভিত বোরোলীন ক্রীম উজ্জ্বলতম উপকরণ—আপনার প্রসাধনের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

কোমল স্নিগ্ধ **বোরোলীন ক্রীমের** ভেষজগুণযুক্ত স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ধূলা আর রৌদ্রের হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করে আর আপনার স্বাভাবিক লাবণ্য ফিরিয়ে আনে। বোরোলীন-বিধৃত সে মাধুরী আপনাকে আকর্ষনীয় ও বিশিষ্ট করে তোলে। নিয়মিত বোরোলীনের প্রযত্নে নিজেকে লাবণ্যমণ্ডিত করুন।

ল্যানোলিন-যুক্ত মৃদু-সুরভিত বোরোলীন ফেস্ ক্রীম আজ প্রসাধনের এক অপরিহার্য্য উপকরণ।

বোরোলীন

ভেষজগুণসম্পন্ন পরম প্রসাধন

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিঃ ১১/১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

'নীলরক্ত লাল হয়ে গেছে'

এবং

'অলাত চক্র'-র পর

সুভো ঠাকুরের

সর্বাধুনিক পুস্তক

সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা

বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী

যা উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক

'সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা'-র
চরিত্র-চিত্রণের
বিচিত্র মিছিলে
যোগদান কোরেছে
অসংখ্য নরনারী

বিখ্যাত শিল্পী থেকে
অখ্যাত শিল্পপতি
নগণ্য ভিখারিণী থেকে লক্ষপতি
সবাই একাকার
সুভো ঠাকুরের নজরে

দাম : সাড়ে চারটাকা

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
১, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বাক্-সাহিত্যের

উল্লেখযোগ্য বই

রবীন্দ্রায়ণ

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

সম্পাদিত

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ

প্রতি খণ্ড দশ টাকা

●

বিদ্রোহী ডিরোজিও ৫·০০
বিনয় ঘোষ

আলো থেকে অন্ধকারে ২·৫০
জন হাওয়ার্ড গ্রিফিন
অনুবাদ : নিখিল সরকার

অগ্নিমিতা ৫·০০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পাড়ি ৩·০০ দূরবীন ৪·০০
জরাসন্ধ **বনফুল**

স্ত্রী ৪·০০ বিদেহী ৩·৫০
বিমল মিত্র **ধনঞ্জয় বৈরাগী**

কুয়াশা ৩·০০ জোয়ার ভাটা ৩·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র **সমরেশ বসু**

এক দুই তিন ৩·০০
শঙ্কর

চন্দন কুঙ্কুম ২·৫০
রমাপদ চৌধুরী

ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে ৩·০০
নীলকণ্ঠ

রোজালিণ্ডের প্রেম ৩·০০
প্রাণতোষ ঘটক

কন্যা কলঙ্ক কথা ৩·০০
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

বাক্ সাহিত্য

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৪-৭৪৩৫

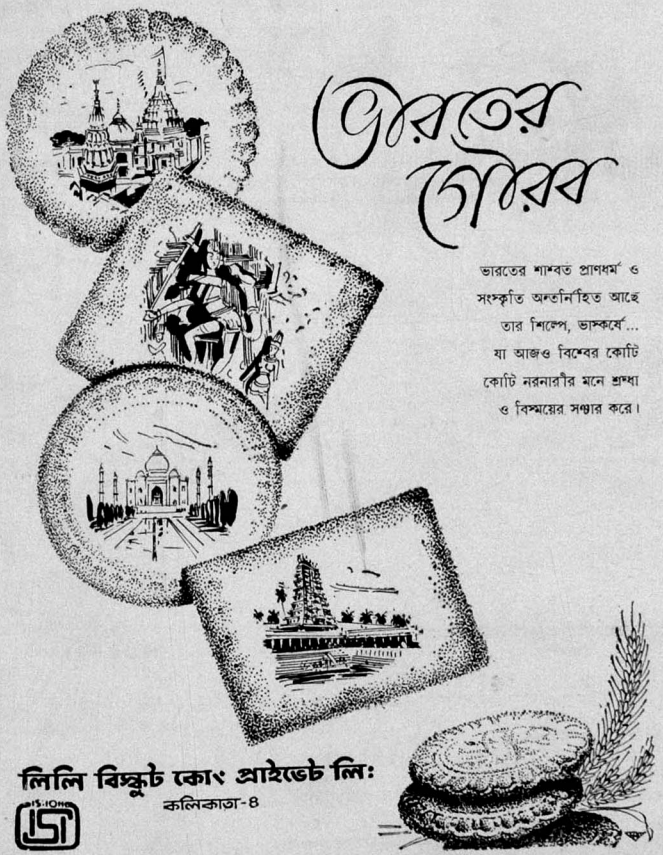

সুন্দরম্ সংকলন গ্রন্থ। সুভো ঠাকুর কর্তৃক ৬-এ, সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স, ৭, চৌরঙ্গী রোড, কোলকাতা-১৩ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। লালচাঁদ রায় এণ্ড কোং, ৭/১নং, গ্রাণ্ট লেন, কোলকাতা-১২ কর্তৃক মুদ্রিত।

সম্পাদকীয় দপ্তরের টেলিফোন : ২৩-৮৬০২ ও ২৩-৯৭৭৭